নমস্কারী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা চার আনা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
প্রভু প্রেস ৩০, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় প্রীতিভাজন

হাস্যরসিক

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-ভায়াকে

সাদরে সমর্পিত—

গ্রন্থকার

পূর্ণিয়া

ব্রতপক্ষ, ১৩৫১

এই লেখকের

আই-হাঁজ

উড়ো খৈ

ভাদুড়ী মশাই

আমরা কি ও কে

কোষ্ঠীর ফলাফল

দুঃখের দেওয়ালী

গুপ্ত-রত্নোদ্ধার

কাশীর কিঞ্চিৎ

রত্নাকর (নাটক)

কবুলতি

সন্ধ্যাশঙ্খ

চীন-যাত্রী

পাথেয়

পাওনা

এই বইখানিতে বাংলাদেশের প্রিয়তম দাদামশা'য়ের যে ক'টি লেখা ছাপা হ'ল—সব ক'টিই প্রায়, তাঁর আশি বৎসর পার হবার পর লেখা। এতে তাঁর আর নতুন ক'রে গৌরব করার কিছু নেই, কিন্তু আমাদের গৌরব ও আনন্দের কথা বলেই কথাটির এখানে উল্লেখ না ক'রে পারলেম না।

মাথুর

মেজার গাঙুলী বড় অফিসার, নীরব কর্ম্মী। "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়" এই ছিল তাঁর প্রিন্‌সিপল্‌। মুখে কিছু বলতেন না—নিজে করে দেখাতেন। কোনো এক ডিসেম্বরের বড়দিনে পুত্র লাভ করেন। কবি-ভাবাপন্নও ছিলেন। বিবাহাদির উপহার-পদ্য অনেক লিখেছেন। ছেলের বিবাহেও পদ্য লেখবার ইচ্ছা ও আশা দু'ই তাঁর ছিল। অনেক ভেবে কাজ করতেন। ডিসেম্বরের সঙ্গে যাতে মিল হয়, তাই ছেলের নাম রেখেছিলেন নীলাম্বর—ডাকতেন "নীলেম্বর" বলে। তখন গল্প-কবিতার জন্ম হয়নি। কবিদের দুর্ভাবনার দিন ছিল।

সেই সময়ে ছেলের মায়ের অনুরোধে গরম কাপড়ের একটি কোট বানিয়েছিলেন। অধুনা সেটি ধূম্রবর্ণ ধারণ করেছে এবং লোমশূন্যও হয়েছে, তার 'উম্‌' বা গরমত্ব আর নাই, কিন্তু মায়ার শরীর বিধায়ে তাকে ত্যাগ করতে পারেননি ও পারেন না। ছেলের মাও আর মেরামত করতে পারেন না। বলেন, "এবার গুণ-ছুঁচ না এনে দিলে সেলাই আর চলবে না।" মেজার বলেন—"ও কোটের কদর বুঝলে আদর করতে। ও আমার সাত মেয়ের সাক্ষী [illegible] মেজার, মোটার, মান—ওরি দান ভুলে যাও কেন?"

[illegible] বার বলেন—"আহা ভুলবো কেন? ছুঁচটা পর্য্যন্ত বোঝে, সে আর [illegible] ধতে চায় না। যে এতো দিলে তার কি ঐ পাওনা! তাকে পেন্‌সন্‌ [illegible] ত্বে সিন্দুকে শান্তিতে থাকতে দেওয়াই কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

[illegible] একটা ভাববার কথা বলেছ বটে! বিশ্বাসী বন্ধু যে, মায়া বাড়িয়ে [illegible] রেছে। আচ্ছা—তাই হবে, আমার বেইমানী না হলেই হ'ল।"

[illegible] র্ম্ম-কথা এসে পড়ে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের দুর্য্যোগ, অর্দ্ধোদয়যোগের ভিড় [illegible] নে [illegible] তার টুরের বা "ঘুরের" অন্ত নাই। বয়স বেড়েছে, শীতও বেড়েছে,

সর্দিও সাড়া দিয়েছে। কোট গায়েই দিয়েই গত নভেম্বরে ছেলের বিয়ে যশোহরে সমাধা করে এসেছেন।

উপহার পদ্যে তাঁর চতুষ্পদ অলঙ্কার বিবাহ-সভা হ'তে ফাষ্ট নম্বর আদা করেও এসেছে।

নতুন বেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"লোমনাশক সাবানে গরম কোটও বেশ কাচা যায় দেখ্‌ছি! জানতাম না তো!"

কথাটা মেজারের একটু লাগলেও তিনি মাত্র একটু হেসে বলেছিলেন—"শেখার কি শেষ আছে বেই!" মন কিন্তু বলেছিল—"কোট একটা না করলে আর নয়! কতো আর পড়বে—এটা তখন দশ টাকার মধ্যেই হয়েছিল, এখন না হয় পনেরই লাগবে, সায়েবগঞ্জে ফিরেই ভাগলপুরের মথুরের কার্ম্মে ফতুর হ'তে যাব—নীলেশ্বরের মার তাক্ লাগিয়ে দিতেই হবে।"

বড়দের যে কথা সেই কাজ। আজ তিনি মুক্তহস্ত। "বেই-বধের" নগদ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গেই রয়েছে। মেজার মরিয়া!

গাঙুলী full heart-এ মোটরে start দিলেন—একেবারে ভাগলপুর। ঘরের মোটর রয়েছে কি করতে, সরকারী পেট্রল আর কোন কাজে লাগবে?

গাড়ির শব্দ শুনেই মথুর—'জয় মা কালী' বলে খাঁড়া বাগিয়ে দাঁড়া রামায়ণ গাইতে গাইতে একদম বারান্দায় বেরিয়ে পড়ল। মথুর মুকিয়েই ছিল। একেবারে মাটি ছুয়ে দণ্ডবৎ। "নিত্য মনে হয়—কেমন আছেন! অনেক দিন এদিকে দেখিনি। ছেলেমেয়েরা সব ভালো? একটু রোগা হয়ে গেছেন দেখছি। আর আপনাদের যে কাজ পড়েছে—ঘুরুনি বেড়ে থাকবে। তার আপনি আবার যে রকম duty-র ভক্ত—যেন আনার ওপর রক্ত দিয়ে কাজ করেন। এ কথা সকলের মুখেই। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই ত' মনুষ্যত্ব। ঐটি যেন না ভুলি—আশীর্বাদ করুন।"

"তাই করতেই ত' এসেছি মথুর। একটা ভালো গরম কোট না করালেই নয়। ওদিকে নজর দেবার ফুরসৎই পাই না। সারা

রচিত দোকানে ঘেঁশা দায়। আমার কি দরদস্তুর করবার সময় আছে, তোমাদের কাছে তা ভাল দেখায়? সবাই বোঝে না। গরম কাপড়ের টিগুলো আরামসে গ্যাঁট্ হয়ে আলমারির মধ্যে শুয়ে আছে—তবু সপ্তাহে প্তাহে তাদের গজ—আড়াই টাকা করে বেড়ে চলেছে। একেই বলে রা হাতি লাখ টাকা! পূজার পূর্ব্বে যার গজ ছিল সাড়ে চার, গাঁটের মধ্যে জিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে আঠারো! আমাদের 'মথুর' আছে বলে লে এসেছি।"

"আসুন,—আসুন—আপনারা যে আমাকে ভোলেন না, এই আমার রম সৌভাগ্য। আমার মাল আপনাদের দয়ায় আলমারিতে শুতে পায় না, ব নতুন আভাঙা আমদানি···কলকেতা আর ভাগলপুরে তফাৎ নেই। নন" বলে—Navy-Cut-এর টিনটা এগিয়ে দিলে।—"এই এক দুঃসময় সেছে মশাই, কি যে হবে জানি না, আপনাদের কাছে তো সব খবরই াছে। কতদিনে এ জ্বালা চুকবে মশাই, খদ্দেরদের খুশি করতে পারি।"

"তোমাদের যতদিন না আশ মেটে বোধ হয় তত দিনই চলবে," বলে াসলেন। "হরি আর হর দুজনেই ত' সহায়।"

"না মশাই—আমার সে সব হবার পথ রাখিনি, তাড়াতাড়ি তাই দীক্ষা নিয়ে এই কণ্ঠী ধারণ করে বসেছি। কি জানি, মানুষের মন না মতি, দুর্ব্বুদ্ধি দেখা দিতে কতক্ষণ তাই পথ মেরে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কি শান্তি—কি আরাম! গুরু রক্ষা করুন" বলে—উদ্দেশে নমস্কার করল। "কলকেতার গজের —আট আনা গজের বেশী নিতে পারি না। এখন কি অনুমতি হয় বলুন।"

আস পাগল হলে নাকি মথুর। ওসব আমাদের আলাপের কথা। যাক্— তি নয় মথুর—দরকার। ঠাণ্ডাটা চেপে পড়েছে, বাইরে ঘুরে বেড়ানই ঢুকে—জানই তো, একটা কোট না করালেই নয়,—যাতে গরমে ও আরামে ত পারি। বয়স হয়েছে, একটু অসাবধানেই—বুঝছ তো।"

কেরের গুরু" বলে উর্দ্ধে নমস্কার ঝেড়ে মথুর বললে—"আর বলতে হবে না, পাটি বুঝি, আমিও বাটের কোঠায়। দিন রাত দেখছি—তাঁর কি মহিমা।

সত্যই মহাজন বাক্য—'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন', কি আশ্চর্য্য, উঃ গা শিউরে উঠছে। এই কালকের কথা—ব্রিগেডেয়ার সাহেব গরম স্যু করাবেন, কাপড়ের জন্যে ছুটে এসেছিলেন। ভাগ্যে তা থেকে দু' গ আসল কাশ্মীরা কেটে রেখে—থানটা বাইরে এনেছিলুম! এখন ভাবছি— 'কে তা রাখিয়েছিল!' সাহেব না মেপেই লুফে নিলেন। একটু তোতল আনন্দ রুকতে না পেরে বললেন—'এ তুমি কোথায় পেলে, এযে re-re-re real-ho-ho-home spun! India-য় এখন এলো কি করে?' ঝট্ করে এ তাড়া নোট ফেলে দিয়ে Tha-Tha—করতে করতে রাস্তায় পৌঁছে Thank বেরুলো, নিজেও বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক্! কাপড়টা এতই দুষ্প্রা আর ভালো—দাম জিজ্ঞাসা দরকারই বোধ করলেন না। জিনিস্ চে কিনা! ভাবলুম,—আর খানিকটে কেটে রাখলুম না কেন? যাক্ ও যে আর যার তার জন্যে নয়। ওযে ভগবান আপনার জন্যেই রেখেছিলেন, এখ তা দিব্য দেখতে পাচ্ছি। কোট্—'ওয়েষ্ট'—দুই-ই হয়ে যাবে।—ও অনন্ত, দেখতো আমার পাশের ঘরের চোর কুটুরির দেরাজের একদম সে পেছন দিকে ঠেলে রাখা আছে। এই নাও—চাবি—"

এক তাড়া নোটের কথা শুনে পর্য্যন্ত গাঙ্গুলীর প্রাণ ড্যাংগুলীর ম পালাই পালাই করছিল, বললেন—"কত দিতে হবে মথুর?"

"আপনি তো বে-পরোয়া লড়ায়ে ব্রিগেডিয়ার নন্, আপনি যা দেবেন—"

"না—তবু শুনি—"

মথুর এদিক ওদিক চেয়ে "নাঃ কেউ বাইরের লোক নেই,"—গলা এক নিশ্বেসে চুপি স্বরে—"আপনার জন্যে বায়ান্ন টাকা তের আনা two yards—not one." ভিক্ষা-কাতর স্বরে—"অন্যে যেন জানতে না পারে মেজর।"

"রামো—একি লোকালয়ে বলবার কথা? আচ্ছা, এখন তোমার কুটুরিতেই থাক—ভালো থাকবে। Layman, অত গরম নাই ব

সাহস হয়না। নিরাপদ কিনা একবার Dr. Mukherjee-কে consult করে নি। সকলের temperature তো সমান নয়, ওটা যে রকম গরম বলচো, দেহের contact-এ এলে দেহ সুদ্ধ দপ্ করে ধরে উঠতে পারে। এটা আমার অনুমান মথুর। দেখনা—দামটা যা শুনছি, তাতেই বোধ হচ্ছে—ঐ শোনার গরমেই দু'টো শীত খুব কেটে যাবে। বড় উপকার করলে ভাই।"

"Ta-Ta" বলতে বলতে একদম গাড়ি ও বাড়ি।

মেজার মথুরের হাতে ফতুর হওয়াটা বাঁচিয়ে একদম বাড়ির গাড়ি-বারাণ্ডায় এসে মোটর থামালেন।

"বাড়িতে এত গোল কিসের? বেই বাড়ির জিনিসপত্তোর নিশ্চয়ই আগে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কান্নার সুরের মত ঠেকছে কেন? বউ তো ছেলেমানুষটি নয়। আর এত শিগ্‌গির মানবে কি করে? কুশণ্ডিকে তো সেইখানেই সেরে আসতে বলেছি।"

ধীরে ধীরে একটু এগুলেন। কানে এলো—"বুড়ো বুড়ো মেয়ে হলি, বাপের দিকে চাস্‌না! বৃদ্ধ লোক তোমাদের মুখ চেয়ে এই শীতে হাড় বেরুনো একটা কোট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোন্ দিন নিউমোনিয়া নিয়ে হাজির হবেন, সে ভাবনা চুলোয় গেলো, তোদের চুলের পাটই হ'ল বড়! চুল কাটলে গজাতে তিন মাসও লাগেনা, মানুষ গেলে যে,—আয় বলছি নলিনী—"

নলিনীর কান্নার সুর বেড়ে গেল,—"তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাবাকে আসতে দাও মা—"

মেজার ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও আর থাকতে পারলেন না—দ্রুত ঢুকে পড়লেন।

মেয়েরা এক সুরে বলে উঠলো—"দেখনা বাবা, মা আমাদের সব চুল কেটে দেবেন, তারপর নিজে নেড়া হবেন বলছেন,—নাপিত ডাকতে পাঠিয়েছেন..."

মেজার পরিবারের দিকে ফিরে বললেন—"কি গো, ব্যাপার কি? কিছু যে বুঝতে পারছিনা! এটা তো প্রয়াগ নয়—"

গিন্নি স্থির ভাবেই বললেন—"কিছুই নয়, দরকার পড়েছে তাই। বাড়িতে ক'দিন এক ফোঁটা তেল নেই, না রাঁধবার না মাখবার। আজকাল এ রকম তো ঘটচেই। কি করা যাবে,—যখন যেমন তখন তেমন। রাজার দরকারে সব করতে হয়।—"

ময়শা তেলী এলো, বললুম—"এসেছিস—আঃ বাঁচালি বাবা বেঁচে থাক্—ঘানী অক্ষয় হোক্—টানবার জীবের অভাব হবেনা দেখে নিস্! শীতে গা হাত পা ফাটছে—অসোয়াস্তির এক শেষ। ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই বাবা, সর্ব্বাঙ্গ ফেটে বিড়বিড় করছে।"

মহেশ পুরোনো লোক, মানুষও ভাল, বললে "—নিন্ মা কতো নেবেন। খাঁটা মাল নয়, একদম টাটকা—ঝাঁঝ্ কা!'

"সের কতো করে বাবা? আজকালের দিনে জিজ্ঞেস করতে হয়, তাই করা।"

মহেশ বললে—"সরসের তেলের দাম তো তেমন বাড়ে না, এখনো পাঁচসিকের মধ্যেই রয়েছে। নারকোল তেলের দরটা বাড়বে বলে ভয় পেয়েছিলুম মা। তা কই, এখনো দেড় টাকার ওপরে উঠতে পারেনি—নারকোল গাছ কেবল দেখতেই উঁচু!—"

"বলিস কি! থাক্, অত ঝাঁঝ্ আমাদের সইবেনা বাবা। গা হাত ফাটা তবু সইবে, তোর দর শুনে যে বুক ফাটে রে—" সে চলে গেল।

—"তোমার মেয়েদের চুল তো নয়—একেবারে—'আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ—বাধা বন্ধ হারা', বেড়েই চলেছে। তাই কাঁচি নিয়ে বসেছি—'বব্' করে দেব বলে। মাসে সতের টাকা রেকারিং খরচা বেঁচে যাবে। পরে, চুল গজাতে ক'দিন? সংসারের ভাবনা তো ভাবনা—ভাবলেই পথ মেলে। কোটু বড় জোর আর একটার দরকার হবে! কত লক্ষ কোটি ভারত লক্ষ্য করে জমছে। তোমার তো কিছু মনে থাকে না। এ শীতটে যো-সো করে

কাটালে, ছ' পয়সায় কোট, ন পয়সার অভার-কোট, পথে ঘাটে মিলবে। ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যেই করেন—চাকরগুলো তখন গায়ে দিয়ে বাসন মাজবে। সেবারে দেখনি—ভিখারির গায়েও;—মুষ্টি ভিক্ষে দিতে লজ্জা পেতুম। আমাদের ভাগ্যে সুবিধে মুকিয়ে রয়েছে, একটু সয়ে থাকো।"

মেজর মূঢ় মেরে নির্ব্বাক। মাথা চুলকে বললেন—"আচ্ছা মেয়েগুলোকে আজ দয়া করে ছুটি দাও, দশদিন পরে যা হয় কোরো।"

তারা সব ছুটে পালালো।

"ইস্—করছি কি,—চা নিয়ে আসি। সর্দ্দি হয়েছে দেখছি—কোটের বোতামগুলো খুলে দাও, হাঁচলে"—গম্ভীর মুখেই চলে গেলেন।

মেজারের একটি কথাও আজ যোগাল না। আরাম-চেয়ারখানা টেনে নিয়ে আড় হলেন; নির্ম্মম কশাঘাৎ গুলো চোখ বুজে হজম করতে লাগলেন।—"বিরাজ আজ সত্য কথা গুলোই বলেছেন,—'বড় জোর আর একটা কোট্!' আজ যেন 'চৈতন্য চরিতামৃত' শোনা হ'ল। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস ছিলনা তাও এসে গেল। কবিরাজ গোস্বামী আমার আয়েব ঘোচাতে কষ্ট করে জন্ম নিয়ে সাহেবগঞ্জে উপস্থিত। পুনর্জ্জন্ম আছে বই কি!"

"নাও—ভালো করে দু' কাপ চা খাও দিকি।" কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে—"চিনি কন্ট্রোলে গিয়ে গোলে ফেলেছে—মিষ্টি নেই—"

"তবে আর কেন—থাক্।"

"তা কি হয়, সরকার ভালর জন্যেই করেছেন,—raw চা শুনেছি ভারি উপকারী, চীনেরা খায়।"

"তা এনেছ দাও, আজ বেশ পারবো, খুব পারবো। হ্যাঁ, উপকারী বই কি—মিষ্টি নাই বা হ'ল, অনেক তো পেয়েছি, চিরদিনই কি থাকবে, 'যখন যেমন,—দাও। ভারতের ত্যাগই তো ধর্ম্ম—"

বিরাজ থম্‌কে গেলেন।—"রোসো দেখি যদি"—বলতে বলতে ছুটলেন।

মেজার ভাবতে লাগলেন—"কাশী যাই কি কোট বানাই।"

বেহ্মারদের আর কাজ কি? আহারাদির পর ভুক্ত-পর্ব্বই ছিল তাঁদের শান্তিপর্ব্ব। সারা জীবন ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, পরসেবায় কেটেছে, এখন আর কেঁচে কিছু করবার উৎসাহও নেই। নিকটে কোথাও সত্যনারায়ণের কথা হলে 'কলাবতী'র কথা শুনে আসি, শিন্নিও খাই—তাতে যদি কিছু হয়। হাই উঠলে আপনিই 'নারায়ণ নারায়ণ' বেরয়। পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে কথা শুনতে গিয়ে হয় বস্ত্রহরণ না হয় লঙ্কাকাণ্ড শুনে আসি। কোনো বীভৎস দৃশ্য দেখলে 'রাম' 'রাম' বলি। ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে এই থেকে গেছে। বরং যখন চাকরি করতুম বেরবার সময় নিত্যনিয়মিত দুর্গানাম স্বেচ্ছায় আসত, বা ডানকান সাহেব সেটা টেনে বার করতেন, তা যে কারণেই হোক্। এতদিন কি আর আপিসের মূর্খ মেথরটা টেবিলের প্যাডখানা রেখেছে! তাতে দুর্গানামের ছড়াছড়ি ছিল। এখন আবার আপিসের সেই সব শুভানুধ্যায়ী মালিকদের 'কুইটের' কথাও কানে আসছে—অর্থাৎ তোমরা দয়া করে বিদায় হও। কিন্তু বেইমানি করব কি করে—তাঁরা আমাদের জন্যে কি না করেছেন? ধর্ম্মও করিয়ে নিয়েছেন! যাক্—'দিন আগত ঐ', তাই মহাজাপক জয়ব্রহ্ম শর্ম্মার শরণ নিয়ে একটা 'শর্ট-কাটের' জন্য তাকে ধরেছিলুম। তিনি দয়া করে 'আদিত্যহৃদয় স্তোত্রটি সময়মত নিত্য আউড়ো—আর কিছু করতে হবে না' বলে দিয়েছেন। সেই 'শর্ট-কাটটি' বাগাতে তিনমাস লাগল। আহারের পর সেইটিই আওড়াবার চেষ্টা পাই, কিন্তু তার শেষটা পর্য্যন্ত পৌঁছবার অবসর কোনদিন পাই না—শুভাংসি বহু বিঘ্নানি, ঢুল ধরে, ভুল ধরে, পাওনাদারেও এসে ধরে। আবার নিদয়রাও আছেন—নাতনীরা বেলা তিনটের পর চুল বেঁধে দুল দুলিয়ে কোমর বেঁধে গল্প শোনবার দাবি নিয়ে হাজির হন। এ দাবিদারদের আবদার এড়াবার পথ নেই,—কোমলে কঠিনে মধুরে এ বিদ্যুৎ-বর্ণারা সাক্ষাৎ পাহাড়ী ঝরনা। ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত বহু।

তাঁরাই আজ 'হাফ এ ডজন' হাজির হলেন, প্রায়ই এ দয়াটা করে থাকেন। রানী 'বিষুবরেখা' অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে সহাস-ভাষে বললেন, "আজ কিন্তু তোমার

আদ্যিকালের রূপকথা শুনতে আসিনি; তার জন্যে ক্ষ্যান্ত মাসি এখনো জ্যান্ত আছেন।"

আঃ বাঁচলুম, কিন্তু 'অর্দ্ধশত বর্ষপরে এই কি বিদায়' ?

"বাঃ, বিদায় কে বলেছে ?"

তবে ?

"সত্যি কথা—গল্প পড়ে পড়ে অরুচি ধরে যাচ্ছে। সবই যেন একছাঁচে ঢালা। মোটর, বাস, ট্রাম, সিনেমা আর গড়ের মাঠ, না হয় রেস্টুরেন্ট, ডেহেরি বা দার্জ্জিলিং। হিরোরা সব সিল্কের পাঞ্জাবি-ঢাকা ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন। এ গরিবের দেশ বাংলায় এত কুবের-কুমারও ছিল! তা হোক, মিষ্টি জিনিসই বেশি মুখ মেরে দেয়, তাই আর তা ঘাঁটতে ইচ্ছা হয় না। এদিকে সময়ও কাটে না।"

তাই ত—বড় অশুভ সংবাদটা শোনালে দিদি। লাইব্রেরিগুলো তোমরাই রেখেছ, তোমাদের মুখ চেয়েই তারা বাড়ে। উঠতি মুখে তাদের বসিয়ে দিওনা, দেশের প্রতি দয়া রেখো।

শ্রীমতী তনুশ্রী বললেন, "বই আনাতেই হয়, হবেও, কিন্তু তাদের প্রথম অধ্যায় আর শেষ অধ্যায়টি দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়। তার পর কি নিয়ে থাকি ?"

শ্রীমতী বিষুব বললেন, "আজ, তোমার দেখাশোনা মজার কথা শুনব।"

কেন আমাকে বিপদে ফেলবে, ভাই।

"বিপদটা কিসের ?"

সে কালও নেই, সে চালও নেই, এখন এটা জেন্টেলম্যানের যুগ, অর্থাৎ কৃত্রিমতার যুগ। মার্জ্জিত নির্ব্বাচিত ভাষার চলন। মেয়েদের মহিলা, স্ত্রীকে 'ওয়াইফ' ও 'তিনি' বলতে হয়। তখন ওসব দুর্ভাবনা ছিল না। সেদিনের কথা সেদিনের ভাষাতে না বললে ভালও শোনায় না, রসও থাকে না, কিন্তু তোমাদের তো তা রুচবে না!

"আমরা সেদিনের ভাষাতেই শুনব।"

আমিও যে তা ভুলে যাচ্ছি, ও ফ্যাসাদে আর ফেলো না।

"কেন, তোমার আবার ভয় কাকে?

তোমরা যা ভাবছ—যমকে পার আছে কিন্তু যুগ আর জেণ্টলম্যানদের ভয় করতে হয়।

"বইটই তো পড় না, কেবল অধ্যায়ের দৌরাত্ম্য নিয়ে থাক, তাই ভয় পাচ্ছ। একখানা এনে দেখাব?"

কি বিপদ!—মাপ কর ভাই, বলছি। সে কালের সে ভাষা আমিও ভুলে গেছি, ভেজাল চলবে কিন্তু।

"তথাস্তু। আজ কাল অভেজাল কিছু আছে কি,—সে আমাদের সয়ে গেছে।"

তখনকার দিনে গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে, কোনো মঙ্গলকার্য্য আরম্ভ করবার রীতি ছিল না। 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ত ছিলই। সে সব বাজে ব্যাপার এখন আর নেই। এখন সময়ের মূল্য বেড়েছে। সংক্ষেপে বলি। তখনকার সমাজ সম্বন্ধে কিছু না বললে বোঝবার সুবিধা হবে না—সুতরাং গৌরচন্দ্রিকার বদলে অ্যাপলজি হিসেবে সেটা জানাই।—

—তখন অন্নকষ্ট বড় ছিল না, এখনকার মত অভাবে পেট মরে আসেনি—বসে বসে গুরু আহারই ছিল অভ্যস্ত। দিবানিদ্রাটাও ছিল। সন্ধ্যার পর জমিদার বা বড়লোকের বৈঠকে আনন্দ-মজলিস বসত। গল্প, গুড়ুক, গান ও হো হো হাসি চলত—তবে তাঁদের ভাত হজম হত। বৈঠকের মধ্যে সকল রকমের লোকই থাকতেন। কেহ গল্পের, কেহ গানের, কেহ রসিকতার, কেহ সংবাদ সরবরাহের বা পর-চর্চ্চার ওস্তাদ। মনুপরাশর-পড় পণ্ডিতেরাও থাকতেন। সালিসি ও সমাজ শাসনের আসনও খালি থাকত না। আসলে তা ছিল কিন্তু সময় কাটাবার ও সমাজ দুরস্ত রাখবার জন্যে আবার দুটি জমিদারদের মধ্যে কৌতুকচ্ছলে হারজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। তার

বিষয়-অনুসন্ধান ও উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে সেরা সেরা ওস্তাদেরাও থাকতেন। এক কথায়, কাজের মধ্যে মজা ও আনন্দ নিয়ে থাকাটাই ছিল তাঁদের বড় কাজ। শেষটা কিন্তু প্রায়ই আকচে দাঁড়িয়ে যেত।—

—থাক্, তোমরা শিক্ষিত মেয়ে, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তোমাদের বুঝতে বাধবে না।

"বাঁচলুম, ধন্যবাদ। এইতেই হাঁপিয়ে উঠেছি—গল্পে আবার এত হাবড়-হাটি চণ্ডীপাঠ কেন? আরম্ভ হোক না? পাতালের কথা, পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা বুঝতে পারি আর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত বেকারদের কথা বুঝতে পারব না?"

সে কি কথা—পারবে বই কি। তোমরা আবার বুঝতে পারবে না এমন কিছু আছে নাকি! তা বলছি না, তবে এটা রূপকথা নয় কিনা, তোমরা আজ 'অপরূপ' কথা শুনতে চেয়েছ যে। যাক—তবে শোনো, একটা স্মরণ রেখো কিন্তু—বৃদ্ধেরা একটু বকেন বেশি, সেটা ক্ষেমাঘেন্না করে যেও—

—শিবকালীবাবু, আমাদের শিবুদা, 'ডফের' ইস্কুলে পড়ে গাঁয়ের রত্নবিশেষ দাঁড়িয়েছিলেন। 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' মুখস্থ, 'কাণ্ট' 'হেগেল' সড়গড়,—বিদ্যের জাহাজ বললে হয়। ডফ্ সাহেব ছিলেন মেকেঞ্জি-লায়াল কোম্পানির সিনিয়ার পার্টনার। শিবুদাকে বড় ভালবাসতেন, নিজের আপিসে মোটা মাইনে দিয়ে—'সেল্-মাস্টার' করে নেন। মধ্যবিত্তের অবস্থা ফিরতে বিলম্ব হয়নি,—সেই সঙ্গে নাম-ডাকও। দ্বিতীয় বর্ষেই বাড়িতে মা দুর্গার আবির্ভাব—গ্রামস্থ ভোজ ও কাঙালী বিদায়। পয়সা হলে তখনকার দিনে এই সবই প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। স্বর্ণকারের নিয়মিত গতিবিধি, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাস বা ছুটিছাটায় স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাতে সস্ত্রীক যাওয়ার চলন হয়নি।

শিবুদা বরাবরই ছিলেন বিনয়ী, বাধ্য ও মিশুক এবং সকলের প্রিয়। বড় বড় ছোট সকলেরই ভালবাসার পাত্র। পয়সা ও পদবৃদ্ধি হলেও তিনি পূর্ব্বের মতই থাকতেন। তাই শ্রীনাথ বাবুর (অর্থাৎ বড়দের) আসরে সকলে তাঁকে সাগ্রহে ও সমাদরে দলভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

একটি বিষয়ে শিবুদা কিন্তু অন্যান্য সকলের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেটা ইংরেজি ইলেমের দোষেই বোধ হয়। বয়স প্রায় ২৫।২৬ হলেও তখনো তিনি বিবাহ কর্ম্মটি করেন নি। প্রায়ই শুনতে হ'ত—'সে কি হে, হিঁদুর বাড়ি সিঁদুরের ছাপ না থাকলে ধর্ম্মকর্ম্মে দাবি থাকে না,—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ বুঝেছ' ইত্যাদি।

অবন্তিকা বললেন, "এ নিয়মটি তো বিশেষ মন্দ ছিল না, উঠে গেছে নাকি?"

তোমরাই অন্তরায় হ'লে যে?

"কি সে—হাউ?"

তোমরা কোমর বেঁধে কলেজে ঢুকলে। ক্লাসে ট্রিগোনোমেট্রির ফরমুলা নিয়ে ব্যস্ত! বাড়িতে মৃদুলা কেঁদে উঠলে তাকে মাই দেবে কে?

একথাটা অসাবধানেই বেরিয়ে পড়ে,—ইন্‌ডিসেণ্ট হ'ল বলে সব মৃদু হাস্যে মুখ বাঁকালেন।

—হ'ল! আমি তো আগেই সে কথা বলেছিলুম। তোমাদের তো খাঁটি মাতৃভাষা আর রুচতে পারে না, ভাই।

"আচ্ছা আচ্ছা বলো, আর বাড়াতে হবে না—"

With your permission—তবে শোনো,—ওদিকে গঙ্গাপারের গাঁয়ের জমিদার কালীকিঙ্কর চৌধুরী শিবুদাকে ভগ্নিপতিরূপে পাবার জন্যে হন্যে হয়েছিলেন। তাঁরও মজলিস ছিল, দলও ছিল, এ গাঁয়ের সঙ্গে পরিচয় ও হারজিতের প্রতিযোগিতাও ছিল। সম্পর্ক-বন্ধ হলে দুই গ্রামের আসর জমাবার উপায় বাড়বে ও বজায় থাকবে, তাই এ গ্রামের এঁরাও হামরাই হয়ে সাহায্য করেন, শিবুদার বিবাহও হয়ে যায়।

শিবুদা এখন সংসারী। নৃত্যকালী বড়ঘরের মেয়ে, ধাধসটাও সেই মেকদারের; দুধ, ক্ষীর, রসগোল্লায় গড়া শরীর। দেখতে কার্ত্তিকের মত একটি ছেলেও হয়েছে, কিন্তু ক্ষীর ছানা খাইয়ে খাইয়ে অধুনা সে গণেশে দাঁড়িয়ে গেছে। সকলে আদর করে তুলতুল বলে ডাকে। আলগোছে কোলে নেয়—পাছে টোল খায়।

নেত্তকালী সংসারের কাজকর্ম্মে অভ্যস্তা নন, জমিদার-বংশের রীতি রক্ষা করে চলেন। অন্যে চুল বেঁধে দিলে পছন্দ হয় না বলেই সে নিষিদ্ধ কাজটি কিন্তু নিজে করেন। পানটা দিনরাত খান—সেটা চাকর দাসীদের দ্বারা মনোমত হয় না বলেই নিজে সাজেন। অভ্যাসবশে নিদ্রিতাবস্থাতেও পানের জাবর কাটেন। আর তাস খেলেন। বড় ঘরের এই ভাগ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্যটি শিবুদা হাসিতামাসায় হজম করেন।

দিনটা ছিল শ্রাবণের একটা ঝাপসা দিন—লেখাপড়া সম্ভব নয়, বাতি জ্বেলে ক্ষতি মাত্র, তাহা বারটার পরেই সেদিন আপিস বন্ধ হয়ে যায়। ঘি-মাখা গরম মুড়ি ধানি লঙ্কা যোগে ভোগের ব্যবস্থা দিয়ে, হলঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে, স্থূলাঙ্গী নেত্তকালী হাত-পা মেলে চিত হয়ে—Beg your pardon, I mean, ছাতমুখী হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন।

সকলে হেসে উঠল, "ভারি সামলেছ, দাদামশাই!"

রমাপতিবাবু শিবুর জ্যাঠতুতো ভাই, পাঁচ-সাত বছরের বড়। ফার্সিতে পণ্ডিত, মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে চাকরি করেন। তাঁদেরই কাজে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন—বাড়িতে শিবুর কাছেই ছিলেন। খুব আমুদে মজলিসি লোক, হাসি তামাসা নিয়েই থাকেন। ফার্সি-পড়া লোক, গল্পের গুদোম। তাঁর কাছে গল্প শোনবার জন্যে সকল আড্ডা থেকেই তাঁর ডাক পড়ত। খোসপোষাকি সুপুরুষ, হাসিমুখ—তাঁর কাছে ছোট ছেলে মেয়েদেরো সংকোচ ছিল না, তিনিও সকলকে ভালবাসতেন। পথে ঘাটে ছেলেপুলে দেখলে কোলে তুলে নিতেন, কেউ ভয় পেত না। এমন ভাবে এমন স্বরে সুমিষ্ট কথা কইতেন যেন কত সুপরিচিত। তাঁকে দেখতে পেলে ছেলেরা মায়ের হাত ছেড়ে ছুটে আসত, এই তাঁর পরিচয়।

বেলা তখন তিনটে হবে—মেয়েদের সেটা নিশ্চিন্ত সময়—দু-তিন ঘণ্টা ছুটি। রমাপতিবাবু বারবাড়িতে শুয়ে শুয়ে 'আলিফ্ লায়লা'—অর্থাৎ আরব্য

উপন্যাস পড়াছলেন। ওপাড়ার কর্ত্তাদের আড্ডা থেকে রসময় এসে বললেন, 'এই যে জেগে আছেন—ভালই হয়েছে।'

রমাপতিবাবু বললেন, 'যারা চাকরি করে তাদের ও বদঅভ্যেস পোষায় না। রোগ না দয়া করলে দিনে ঘুম চলে না, দাদা। কেন বলুন দিকি—ব্যাপার কি ?'

রসময় সুর বললেন, 'নবীনবাবু (জমিদার) আজ আড্ডায় এসে হাজির, বললেন, এমন বাদলার দিনটে ঘুমিয়ে মাটি করব না, তাই চলে এলুম; খানসামা নফরাকে বলে এলুম—এক ধামা গরম মুড়ি আর মিঠে হাজারি গাছের গোটা দশেক নারকোলের 'কুরো' নিয়ে আসতে। আর আমাকে বললেন, চট্ করে রমাপতিকে ডেকে আন, মুড়ির সঙ্গে গল্পের মজলিস জমবে ভালো।'

'নারকোল আবার কুরে আনতে বললেন কেন ?'

'কর্ত্তাদের দাঁতের দমক আছে কি ? দাঁত থাকলে মাতব্বরদের মানায় না।'

'তা বটে, ওটা ভগবানের দয়া। ফোকলা না হলে কর্ত্তা হয়ে সুখ নেই। ফক্কারটা ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে আসে—ফাঁকি, ফন্দি, ফাঁড়া সহজেই বেরবার ফাঁক পায়, ফাঁসাদ ফুরোয় না, গ্রাম সায়েস্তা থাকে। আমারও ঢিলে মারছে দাদা, বড় জোর আর পাঁচ-সাত বছর।'

রসময় বললেন, 'না এখনো ঢের দেরি। এখন উঠুন, সকলেই আপনার জন্যে উদ্‌গ্রীব।'

'এই যে, কাপড়টা ছেড়েই যাচ্ছি। খবর দিনগে, মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাজির হব।'

রসময় চলে গেলেন, রমাপতিও উঠলেন।

শ্রীমতী আকস্মিকা বললেন, "দাদামশাই তুমি বড় শা-খরচে দেখছি। ওকথার পর রমাপতি বাবু উঠবেন না তো কি ঘুমুতে যাবেন ! আমরা ওটুকু বুঝতে পারি, অত কষ্ট পাবার দরকার নেই।"

থ্যাঙ্ক্ ইউ দিদি, এই দয়াকেই দরদ বলে। আমার কষ্টটা সইতে পারছ না—লাগছে !

আকস্মিকা। "আহা আমার ভারি বয়ে গেছে!"

তাই বলো—বাঁচালে। আমি বলি আমার কষ্ট দেখে…

"থামো থামো, ভারি গরজ কিনা।"

আমি ত তাই জানতুম ভাই, রাগ কোরো না—ভুল হয়েছে।

—'রমাপতিও উঠলেন' বলে ফেলেছি বটে ওটা অভ্যাস দোষ, বঙ্কিম বাবুরও ছিল—'সেখজী তুমি বড় ঘামছ' বলার পর দয়াময়ী বিমলা যে বাতাস করতে চায় সেটা কি আর তোমাদের বুঝতে বাকি থাকে। তবুও তিনি বাতাসের কথাটা লিখে ফেলেন। তোমাদের মত সূক্ষ্ম সমঝদার তখন ছিল না বোধ হয়—

বিষুব। তুমি যা বলছিলে এখন বলো ত—কেবল হাবড়হাটি!

হ্যাঁ—এই যে ভাই,—আকস্মিকা হোঁচট খাওয়ালে কিনা, যাক্—

রমাপতি ছিলেন বাবু-লোক, একটু ছিমছাম না হয়ে বেরুতে পারেন না—সাজ বদলাতে গেলেন। দিনটা ঝাপসা তো ছিলই, বাড়ি ঢুকতে অন্ধকার ঠেকল। হলঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়—ঢুকে পড়ে অভ্যাস মত সটু নিজের ঘরে গিয়ে উপস্থিত। নেত্তকালীর নাক ডাকার কথাটা আর তোমাদের কাছে বলব না। সেইটাই তাঁকে সাইরেনের মত সাবধান না করলে বিপদ ঘটত, 'তুলতুল' ঘুমোয়নি—চিনতে পারলে ছাড়ত না।

রমাপতি কাপড়-কামিজ বদলাতে বদলাতে ভাবতে লাগলেন, 'তাই তো বউমা ওঘরে ঘুমুচ্ছেন, রসময়কে ১৫ মিনিট বলেছি, কি করি! যেতে তো হবেই।' কটকের ছড়িগাছটা ঠুকতে ঠুকতে, 'তুলতুল—তুলতুল কোথায় রে বাবা' বলে আওয়াজ দিতেই তুলতুলের হুঙ্কারে তার মাও জেগে উঠলেন। তুলতুল হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে এগুতেই পড়ে গেল—'আহা, আহা, এসো' বলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বেরুবার মুখেই বাধা, অদূরে নিঃশব্দ মূর্ত্তি হরপিসি দাঁড়িয়ে!

রমাপতির ভূতের ভয় ছিল কিনা জানিনা, চমকে গেলেন।—'পিসি নাকি,

ভাল দেখতে পারছি না। এ সময়ে বেরিয়েছেন, এই সবে বেলা তিনটে যে! খবর ভাল তো সব?

'বিধবাদের আর ভালমন্দ কি বাবা, দিন কাটে না।'

রমাপতি। আপনার ওকথা শুনব কেন, আমি সব জানি। তিনবার গঙ্গাস্নান, দিনরাত পূজাহ্নিক নিয়েই কেটে যায়। কি সুন্দর অভ্যাসই করেছেন, পরমার্থ-চিন্তা সব চেয়ে কঠিন সাধনা,—ক'জন পারে!

পিসি খুশি হলেন, বললেন, 'ও কিছু নয়, কাশীনাথের বংশ, ওসব জন্মের সাথে পাওয়া। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার ত করাই উচিত, বাবা। কেউ করেন না এটি দুঃখু। পূজো থেকে উঠে ভাবলুম, সন্ধ্যে হয় বুঝি। সকলের খোঁজ-খবরও যে নিত্য নিত্য নিতে হয়, কে কেমন আছে, কার কি দরকার—সেবাটাও যে বড় ধর্ম্ম বাবা,—তিনি (স্বামী) বলে গেছেন—'

রমাপতি। যে ক'দিন থাকেন গ্রামের মঙ্গল,—দেখে সব শিখুক।

পিসি। ছাই শিখবে, কেবল ঘুমোনো আর পান খাওয়া। কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

রমাপতি। কর্ত্তারা ডেকে পাঠিয়েছেন পিসি। কিন্তু তুলতুল যে পেয়ে বসল। পিসির কোলে যাবি তুলতুল?

তুলতুল বুঝুক না বুঝুক, আঁকড়ে রইল।

হঠাৎ মশ্‌ মশ্‌ করে জুতোর শব্দ। 'কে আবার' বলে পিসি আবক্ষ-ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই—'কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছ পিসি' বলতে বলতে শিবুর প্রবেশ!—'দেখে ঘোমটা দিতে হয় এমন কেউ বেঁচে আছেন নাকি?'

'ও মা শিবু! ষাট্ ষাট্—বেঁচে থাকবে না কেন—এঁড়েদার আহ্লাদ, গাঙুলিদের যাদু, বয়সে ছোট হলেই বা, মানী লোককে সমীহ করতে হয়। ওসব শিখতে হয়, বাবা। কেবল খ্যাকশালি আর মুরগির ডাকের কথা পড়ে

আর কি শিখবি। আমি বলি, রমাপতির দেরি দেখে জমিদার নবীন মোড়ল এলেন বুঝি। তাকে ডেকেছেন কি না। তুমি আর দেরি কোরো না রমাপতি—যাও, যাও। শিবু তুমি তুলতুলকে নাও,—ওকে ছেড়ে দাও।'

শিবু। আয় রে তুলতুল, তোকে একটা সুন্দর পুতুল দেব। কেমন ডাকে! আয়—। (সে রমাপতির কাঁধে ততই মুখ গুঁজে থাকে।) দাদাকে পেয়েছে, ওকি আসবে পিসি?

'পুতুলটা দেখলেই আসবে।'

পুতুলটা শিবুর পকেটেই ছিল, পিসির সামনে শিবু বার করতে পারছিল না,—শেষ বার করতেই হল। একটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রংবেরংয়ের মুরগি।

'সর্ব্বনাশ! তোরা একেবারে গেলি। হিঁদু মোছলমান তফাত রইল না। জাত-জন্ম গেল, আবার দুধের বাছাটাকে এখন থেকে—না—আর আসা হবে না, এসে পড়েছি, দুটো কথা কয়ে যাই—'

'সে কি পিসিমা, টিনের একটা রং করা পুতুল বই তো নয়।'

'ঐ টিনই একদিন জ্যান্ত হয়ে—দুর্গা দুর্গা। তবে আর কি বলব, যা বলতে দাঁড়ালুম—দেখেছি বলে মুখ নষ্ট করা হবে। ভবিষ্যতে গর্ভ থেকে আরো কত কি রত্ন বেরুবে বলে বাবুদের বউয়েরা ব্যথা খাচ্ছে— হরিই জানেন।

তুলতুল পুতুল দেখে হাত বাড়লে। 'নাও এইবার কোলে নাও।' পুতুলটা হাতে দিয়ে কোলে নিতেই সেটার পেটে চাপ পড়ায়—'কু কু কু' ডেকে উঠল! পিসি কানে আঙুল দিয়ে পাঁচ পা সরে দাঁড়ালেন—ছোঁয়া-ছুই না হয়। রমাপতিকে চলে যেতে ইশারা করলেন। রমাপতি বাঁচলেন, চিন্তিতভাবে চলে গেলেন।

কুঞ্জশোভা গোঁজ গোঁজ করছিল, বললে, "সেকেলে অভব্য গ্রাম্য কথাগুলো কি আমাদের সামনে বলতে তোমার আটকায় না?"

বড় ভুল হয়েছে, দিদি। আমি কিন্তু পিসির মুখের কথাটাই বলেছি, তাঁকে করেক্ট করবার সাধ্যি বিদ্যাসাগরেরও ছিল না, ভাই। যাক্ সাবধান হলুম। একটু চ্যারিটেব্‌লি শোনো, ভাই।

সকলে তথাস্তু বলে হাসলেন।

বিষুব বললে, "তোমার কাছে বহুৎ ক্ষেমাঘেন্না নিয়েই আমরা আসি।"

Very very kind of you—এতক্ষণ গল্পটার আখড়াই চলছিল নট-নটী পর্য্যন্ত। এইবার পালার সূত্রপাত—ব্যতীপাত বাদ দিয়ে শোনো ত বলি—

"তার মানে? শুনতেই ত এসেছি।"

তবে শ্রবণ করো—

রমাপতিকে সরিয়ে দিয়ে পিসি বললেন, 'শিবু আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরবে? আপিসের খবর ভালো তো? একটু এদিক উদিক দেখলে যে মনটা চমকে যায়, পোড়া মেয়েমানুষের যে সর্ব্বদাই তোমাদের জন্যে চিন্তা।'

শিবু হেসে বললে, 'ভাববেন না, আপনাদের আশীর্ব্বাদে খবর সব ভালোই। দিনটা ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে, লেখাপড়ার কাজের সুবিধে হয় না কিনা, সাহেব তাই সকলকে আজ ছুটি দিলেন।'

'পোড়ারমুকোদের বাতি জ্বলল না বুঝি?'

শিবু হাসিমুখেই বললে, 'আসল কথা—ওদের দেশের দিনগুলি প্রায় এই রকমই, সূর্য্যের মুখ কমই দেখতে পায়। আজ দেশের মত দিন পেয়ে আমোদ প্রমোদ, খানাপিনা করতে গেল।'

'তা—চুলোয় যাক্, পরের কথায় আমাদের কাজ কি! নিজের ঘর ঠিক থাকলেই হল। যায় না ক্ষ্যান যায়—কারুর পোষ মাস কারুর সর্ব্বনাশ যেন লেগেই আছে। ভাবলুম নেত্তর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি,—আহা বউ-মানুষ বেরুতে পারে না! কি কুক্ষণেই পা বাড়িয়েছিলুম বাছা, এতটা বয়সে যা দেখিনি তাই আজ দেখতে হ'ল। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি—ছি ছি, চোখ দুটো অন্ধ হ'লেই ছিল ভালো।'

'কেন পিসিমা কি হ'ল?'

'আর কি হ'ল! বড় ঘরের মেয়ে, কিছুর তক্কা রাখে না, তা ব'লে ধর্ম্ম তো রেহাই দেবে না।'

'কি হয়েছে পিসিমা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, এখনো তো বাড়ি ঢুকিনি; কোনো কথাই তো হয়নি।'

'একটু আস্তে কথা কও, আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়। বলে, দ্যালেরও কান আছে। ভাগ্যে আর কেউ না এসে আমি এসে পড়েছিলুম। আমার দেখাও যা, গাছপাথরের দেখাও তাই। ওপাড়ার মণি গিন্নি এলে আজ কি হ'ত বল দিকি ?'

শিবু একদম থ।

পিসি ছিলেন গ্রামের গেজেট, মর্দ্দানা গলা। সেকেলে কবি গাইয়েদের দোয়ার হার মানত। শিবুর গলা সেখানে তলায় পড়ে থাকে, কথা ভোঁতা মেরে যায়।

তবু বললে, 'কথাটা কি বলোই না পিসিমা। আমাকে যে ভাবিয়ে তুললে।'

'ভাবনার তো কথাই—বলতে যে আমার গা শিউরে ওঠে, শিবু। আমার জঙ্গলের শরীর, জগবন্ধু দর্শনে গিয়েছিলুম, তাও গঙ্গাজল নিয়ে।'

শিবুদা আর পারছিলেন না—বিরক্তি আর ক্লান্তি আসছিল। শেষ বললেন, 'তবে থাক্, পিসিমা। যা বলতে আপনাকে শিউরুতে হয়, পাপ স্পর্শ করে, এমন কাজ আমি আপনাকে করাব কেন ? আমাদের যা হয় হবে, তা বরং সইতে পারব।'

'সে কি শিবু, আমি কি তোদের পর ? তাই ভাবিস বুঝি ! আমার অদেষ্ট রে, ভালো ভেবে এলে মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। নেত্তকে দেখতে এসে দোরে না মাথা গলাতেই যা দেখলুম তা বাপের জন্মে দেখিনি ; মাথায় যেন কে বাড়ি মারলে, মাথা ঘুরে গেল আর এগুইনি। নেত্ত বুঝি বড়-ঘরে মাদুর পেতে ছেলে নিয়ে শুয়েছিল। কে একজন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঘরে ঢুকতেই ভয়ে তুলতুল কেঁদে উঠল। সে খপ্ করে ছেলেকে কোলে তুলে নিলে। কে-র‍্যা বলতে যাচ্ছি, দেখি রমাপতি বেরিয়ে আসছে। বললে, 'পিসিমা নাকি, ঝাপসায় ভালো দেখতে পাচ্ছি না.' আরো সব কি ! আমার তখন কি কান আছে—যেন পাহাড় থেকে খড়ে পড়ে গেছি।'

'কেন—হঠাৎ কি হ'ল, পিসিমা ?'

'ওমা এখনো তোর মাথায় আসেনি, তোরা হলি কি ? নেত্তও খুকিটি নয়, রমাপতিও ছেলেমানুষটি নয়—তায় ভাসুর ভাদ্দরবউ সম্পর্ক! এক বিছানা থেকে ছেলেকে তুলে নেয় কি করে ? নেত্তও তো মাদুর ছেড়ে দূরে যেতে পারতো ? হিঁদুর ঘরে কি কাণ্ডটা হ'ল বল্ দিকি ? ভাগ্যিস আমি এসেছিলুম। বলেছি তো—আমার দেখা শোনা আর গাছপাথরের দেখা শোনা সমান, পশুপক্ষীটিও জানবে না। নেত্ত যেন বড়মানুষের মেয়েই আছে, তা বলে সমাজ তাকে ছাড়বে কেন, ধম্মো তো ছাড়বেই না যাক্—আর কেউ তো তো দেখেনি, চেপে গেলেই হবে। কিন্তু তুমি বাবা তাকে খুব সাবধান করে দিও, আমার এই কথাটি রেখো। আমি ভেতরে আর যাব না, গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে যাই,—মা পতিতপাবনী।'

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। দু'পা গিয়ে ফিরে বলে গেলেন, 'ভাবিসনি,—একথা লোহার সিন্দুকে রইল।'

পিসিমার আবির্ভাবটা যেন ভৌতিক ব্যাপার, তিনি 'চণ্ডু' নাবিয়ে গেলেন। ছিলেন সকলেরই শুভানুধ্যায়ী, সকল বাড়িতেই একবার করে টহল দেওয়া ছিল তাঁর নিত্যকর্ম্ম। ভারতের সকল তীর্থের পবিত্র রজ, মাদুলিরূপে ছিল তাঁর হস্তগত। তার এক একটির ইতিহাসের ত্রাসে মেয়েরা থাকতেন সশঙ্ক।

মেয়েরা মেয়েদের ভালো চেনেন। পিসি বেশ জানতেন, কোনো আড়াল থেকে নেত্ত সবই শুনছে। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

অবন্তিকা বলে উঠলেন, "ভারি ভুল বকছ দাদামশাই, কি নজিরে বললে—মেয়েরা মেয়েদের ভালো চেনেন ?"

নিজেদের নজিরে, ভাই—আমরা পুরুষদের যে—

"না, আমরা তোমাদের চেয়ে পুরুষদের ভালো চিনি।"

ভৈরী গ্ল্যাড্, দিদি,—কবে থেকে ? নিমন্ত্রণ পত্র পাইনি তো—

"তা না হ'লে বুঝি—"

বিষুব বললেন, "ও কথা পরে হবে অবশ্যি, এখন গল্পটা একটু ইণ্টারেস্টিং ঠেকছে, শোনাই ভালো।"

খুব সামলে নিলে দিদি। (বিষুব হাসলেন।)

শিবুদা প্রমাদ গনলেন। পিসিমার আশ্বাসবাণীগুলো যে উলটো পথে চলে এবং সুবিধা বুঝে বেঁকেও চলে তা তিনি বিশেষ জানতেন। পিসি আবার দলপতিদের সম্মানিত এজেণ্টও। শিবুদা শিউরে উঠলেন। তাঁকেও তাঁরা সেই বলিষ্ঠ দলের মেম্বার করে নিয়েছেন। তাঁরা এমন একটা ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট অকস্মাৎলব্ধ ঘটনা কারো খাতিরে খোয়াতে পারেন না—সেটাও জানেন। পিসির সাক্ষ্য যে ফাইন্যাল্ তাও তাঁর অবিদিত ছিল না। এতগুলি জানার দুর্ভাবনা তাঁকে অকূলে ফেলে দিলে। তিনি মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

নেত্তকালী দোরের পাশেই গা-ঢাকা ছিলেন ও সব কথাই শুনেছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে স্বামীর হাতটা খপ করে ধরে বললেন, 'আমি সব কথাই শুনেছি।—কি—হয়েছে কি ? অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়! এসো, হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাবে চল। কোন্ সকালে বেরিয়েছ,—আজ তো আর আপিসে কিছু খাওয়া হয়নি,—এসো।'

শিবুর মুখে কেবল একটু ম্লান হাসির রেখা না ফুটতেই মিলিয়ে গেল।

নেত্তকালী বলে' চলল, 'মিছে কুচ্ছ কুড়িয়ে আর কুচ্ছ বানিয়ে বেড়ানোই ওঁদের কাজ,—তা তো সবাই জান। ওঁর ওইতেই সুখ, ওইতেই আনন্দ। বালবিধবা পিসির আর কোন্ সুখ আছে ? ওঁকে সুখী করাও তো আমাদের কাজ। উনি যাতে সুখী হন্ তাই করুন। এখন এসো।'

শিবনাথ নেত্তকালীর জন্যে আকাশ পাতাল ভাবছিলেন। তাঁরই মুখে এমন অভাবনীয় মিষ্ট মুষ্টিযোগ শুনে বল পেলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নেত্ত, সত্যিই বড় খিদে পেয়েছে—চলো।'

নেত্ত ঈষৎ সুরফেরতা টেনে বললে, 'এক ঘটি পবিত্র গঙ্গাজলের চেষ্টা নয়তো ?'

উভয়েই হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন।

হিল্লোলিনী হেসে হাততালি দিলে, "ব্র্যাভো নেত্তকালী!"

চাকুরেদের প্রত্যুষে ওঠাই অভ্যাস। শিবুদা অভ্যাস মত দাঁতন করতে করতে বারবাড়িতে পায়চারি করছিলেন। বেকারেরা বেলা সাতটার আগে শয্যাত্যাগটা করেন না, আবশ্যকও হয় না। মহা চিন্তাকুল ভাবে আজ সহসা নিয়মভঙ্গ!

হরিশ খুড়ো এসেই 'শিবু কেমন আছ বাবা, শুনলুম কাল তিনটে না বাজতেই বাড়ি ফিরেছ; মনটা খারাপ হয়ে গেল,—অসুখ বিসুখ নয় তো?' —পিঠে পিঠে রাসুজ্যাঠা, আশুখুড়ো, অর্থাৎ সহানুভূতিশীল জ্ঞাতিরা উপস্থিত হলেন। গ্রামে থাকার সুখই এই, শহরে কে কার খবর নেয়?

আশু খুড়ো বললেন, 'যাক্ বাঁচলুম,—বর্ষাকাল, একটুতেই শরীর বেগড়ায় কিনা, তাই শুধু সন্দেহ কেন, চিন্তাও হয়েছিল,—অমন অসময়ে তো আস না।'

শিবু বললে, 'কাল দিনটে মেঘ করে ঝাপসা হয়ে থাকায় সাহেবরা ছুটি দিয়ে গেলেন, তাই সকাল সকাল আসা ঘটেছিল।'

রাসুজ্যাঠা বললেন, 'তুমি ভালো আছ ব্যস্, তাহলেই হ'ল, তবে পিসি নাকি কি একটা—সে অমন কথা বলে কেন? তাতে আমাদের বংশের যে—'

'তিনি আমার গুরুজন, তাঁর কথায় তো আমি প্রতিবাদ করতে যাব না জ্যাঠামশাই,—ক'রে ফলও নেই—তা সকলেই জানেন।'

'সে কি কথা! তা হ'লে তার পরিণাম তো জান। সমাজে থাকতে হলে বৌমাকে যে—'

'আপনারা আছেন, শাস্ত্রও আছে, আমি তো ও দুইয়ের বাইরে নই। এখন আমি স্নানে যাই, ছুটির এই সুখ, সকাল সকাল গিয়ে দু'দিনের কাজ মেটাতে হবে।'

'হ্যাঁ যাবে বইকি, বাবা, সেটা আগে। যাক্, নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি তো

বংশের যোগ্য কথাই বলেছ, প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ, দীর্ঘজীবী হও। পুরুষ বাচ্ছা—আমরা রয়েছি, ভেবো না ; সদ্বংশের মেয়ের অভাব হবে না।'

আশীর্ব্বাদ করতে করতে ও দুষ্প্রাপ্য আশ্বাস দিতে দিতে সব চলে গেলেন। শিবুদাও গঙ্গাস্নানে গেলেন। যাবার পথে শুভানুধ্যায়ীদের আজ অভাব ছিল না, তিনি সকলের সন্তোষ বিধান করে এসে আহারান্তে কুটীর পানসিতে গিয়ে ওঠেন। তাতেও নিস্তার ছিল না, ঐ কথারই অবতারণা ও করুণামাখা ক্ষোভ।

শিবুদার নির্লিপ্ত ভাব ও বন্ধুবান্ধবদের উপর নির্ভরশীলতায় তাঁদের আন্তরিক আনন্দ উপভোগটা কোথাও তেমন জমে নাই। বাড়িতেও বলে গিয়েছিলেন, 'আজকে কোনো মাসি পিসির আসতে আর বাকি থাকবে না।—সমাদরে ত্রুটি না হয়।'

তাঁদের অবশ্যকরণীয় প্রশ্নাদির উত্তর স্বামীর কাছে নেত্তকালী শুনেই রেখেছিলেন এবং ধীরভাবে সে অগ্নিপরীক্ষাও দিয়েছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁদের মুখে নির্ব্বাসন শাস্ত্রের সঙ্কেতের সুমধুর ইঙ্গিত যে তাঁকে বিচলিত করেনি এমন কথা বলা যায় না।

পিসির চেপে যাবার আশ্বাসবাণী গ্রাম হতে গ্রামান্তরেও ঢালা নিমন্ত্রণ ভাবেই পৌঁচেছিল—ইতর সাধারণও বঞ্চিত হয়নি।

শিবুদা কর্ম্মস্থল থেকে ফিরে জল খেতে বসে মেয়ে-এজলাসের সব কথা শুনলেন,—নেত্তকালীও পেট খালি করে বাঁচলেন। শিবু বললেন, 'ভেবোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি পণ্ডিতপ্রধান কৈলেশ বাচস্পতির কাছে হয়ে এসেছি। তবে গ্রামের দলপতিদের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের ও তোমার দাদার কিছু করতেই হবে। জানইতো চিল পড়লে, ঝুটো হলেও কুটো নিয়ে ওড়ে। সেটা তার মেকি মান বজায়ের আনন্দ মাত্র। বিশেষ তোমার দাদাও দলপতি ও প্রতিপক্ষ, তাঁকে মিথ্যে ফেঁসাদে ফেলাতেই এঁদের আত্ম-প্রসাদ, পরম সুখ। বুঝছ তো—'

নেত্তকালী শুনে স্তম্ভিত। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'গ্রামের দলপতিদের ঘরগড়া মিথ্যা আবদারে পরম সুখ। বেশ কথা, কিন্তু আমি 'পরম' চাচ্ছি না, সাধারণ সুখ দুঃখ তো সবারই আছে, আমার সুখটা তাতে কোথায়? মিছে একটা অপরাধ মেনে নিতে হবে নাকি? তুলতুল বড়-ঠাকুরের সাড়া পেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে দু'হাত তুলে মাদুর পেরিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়, উনি কোলে করে নেন। সেটা এক বিছানা হল নাকি?'

বিষুব আর সইতে পারলে না, ফোঁস করে উঠল, "কোয়াইট্‌ রাইট্‌, মেয়েদের চরিত্র নিয়ে দেশময় মিছে একটা কুৎসা রটনা, আর শিববাবু স্বামী হয়ে তার সহায়ক! তা হলে তাঁর এডুকেশনের মূল্য কোথায়?"

তা বলতে পার না ভাই, তার পার্চমেণ্টে ছাপা পাকা ডকুমেণ্ট রয়েছে,—লোহার সিন্দুকে তার সার্টিফিকেট সযত্নে রাখা আছে,—সরকারী সেরেস্তায় ক্যালেণ্ডারেও পাবে।

বিষুব বললে, "শিক্ষা দীক্ষা সিন্দুকে বন্ধ করে টোঁড়া দলপতিত্বে সুখ খোঁজার চেয়ে—যাক্‌ আমরা আর শুনতে চাই না—"

চটে গেলে চলবে কেন, আমি তো আগেই বলেছি—সে এ যুগের কথা নয়, তোমরাও তাই শুনতে চেয়েছ, গল্প নয়, রূপকথা নয়, অপরূপ কথা। সেটা এ্যাংলো-ভার্নাকুলার যুগান্তরের দিন, কিন্তু সমাজের সামনে সে শিক্ষার মাথা তোলবার শক্তি তখনো আসেনি।

"বেশ, এখন তোমার শিবুদা নেত্তকালীর কথাটার কি জবাব দিলেন শুনে রাখি।"

শিবু বললে, 'নেত্ত, সে কথা শুনবে কে? পিসির কথা আর পার্লামেণ্টের রায় যে সমকক্ষ। তোমার দাদাও তো একজন দলপতি, জবাবটা তাঁর কাছেই শুনো। আমার আজ সময় নেই, আমি এখনকার আমাদের সমাজের পবিত্র যজ্ঞিডুমুরের কাঠগড়ায় হাজির হতে চললুম।"

চলে গেলেন।

দলপতিদের মজলিস সরগরম। যারা কখনো কদাচ আসেন তাঁরাও এসেছেন। মামলা সঙ্গীন, সকলেই শিবুর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

শিবুদা গরম কোট গায়ে দিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে হাসিমুখে 'এতদিনে সম্বন্ধীকে বাগে পাওয়া গিয়েছে' বলতে বলতে উপস্থিত।

'এই যে, এসো এসো ভায়া, আমরা তোমারি প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিলুম। বিষয়টা যেমন জটিল তেমনি অপ্রত্যাশিত কিনা। সব খুলে বলো তো। না বুঝে বিচার চলে না।'

শিবুদা হাসিমুখেই বলিলেন, 'যদি একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে ঘেঁটে এলিয়ে ফেলে হালকা করা কেন ? কথায় তো দোষ মিটবে না, কেবল সময় নষ্ট হবে। দোষ মেটাতে তো আসা নয়, দোষ সাব্যস্ত করবার জন্যেই তো আমরা উপস্থিত।.. আমিও তো দলছাড়া নই, আপনাদেরই একজন। দোষ যখন ধরে নেওয়া হয়েছে তখন আর বিচার কিসের। এখন সাজার কথাই আসল কথা। সম্বন্ধী কালীকিঙ্কর আমাদের বিরুদ্ধে দলপতি, সেই 'কাতলা' যখন পড়েছে—কান টানলে মাথাও আসে, তার ভগ্নীও আসতে বাধ্য—না এসে পারে না। দোষ যখন স্থিরই করে ফেলা হয়েছে তখন তো আমাদের কাজ মিটেই গেছে, বাকি যা তার জন্যে শাস্ত্র রয়েছেন শাস্ত্রজ্ঞ রয়েছেন—তা সে জমিদারপুত্রের যতই খরচ হোক। গরিব নয় যে দয়ামায়ার দরকার। আমি খুশি—প্রতিপক্ষ দলপতিকে কায়দায় পাওয়া গেছে বলে আর গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে বলে। এখন যা হলে ভালো হয় আপনারা ভাবুন বা করুন। আমার আর কেবল একটিমাত্র প্রার্থনা আছে—আমাদের গ্রামের ন্যায়পরতায় কেউ না দোষ দিতে পারেন।'

শিবুদা নীরব হলেন। তাঁর কথা এতক্ষণ মাতব্বরেরা অবাক হয়ে শুনছিলেন,—বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। একি হল ! তাঁরা ইতিপূর্ব্বে বহুৎ সলাপরামর্শ,—বহু দাঁ্যাওপ্যাঁচ ভেবে ও ভেঁজে মনে মনে সব উৎফুল্ল ও উন্মুখ ছিলেন,—শিবু কিন্তু সেদিক মাড়ালে না, দলের একজন বিশিষ্ট শুভকামী হয়ে পড়ল। সব মাটি, ব্যাপারটা বেশ করে ধাঁটা হল না। তাই শিবুর কথা

শুনে কেউই আশানুরূপ সুখ পেলেন না; মনমরার মত দু'একজন দুএকটি কথা মাত্র কইতে চেষ্টা করলেন—'হ্যাঁ, একে বলে আপন লোক, নিজের গ্রামের মর্য্যাদা রক্ষার দিকে দৃষ্টি ষোলআনা, তবে—'

কেউ বললেন—'তা বলতেই হবে, তবে—'

একজন বললেন, 'শাস্ত্রে যা যা বলে, তা খুঁটিয়ে করতে পারলে বটে—'

ভেতর দিকের জানালার আড়াল থেকে চাপা গলায় একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'দোষীর আস্পর্দ্ধা তো রয়েই গেল, তার কি করছ?'

শিবুদা বলিলেন, 'তাও হবে পিসিমা,—ক্ষুন্ন হবেন না—'

'না তাই বলছি, কারো ওপর অবিচারটা না হয়। দশরথের ব্যাটা—রামই তার নজির রেখে গেছেন কিনা। রামের চেয়ে তো শাস্ত্র বড় নয়—'

এতক্ষণে পণ্ডিতদের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সব চাঙ্গা হয়ে নস্য টানলেন।

মতি শিরোমণি বললেন. 'আমরা তো শিবুকে গ্রামের রাম বলেই দেখি, তুমি ভেবো না পিসি—'

ইত্যাদি অভয়বাণী অনেকেই উচ্চারণ করলেন।

শিবুদা হাসতে হাসতে বললে, 'এটা আমাদের দল. এবং তার সম্মানরক্ষার্থে যা যা দরকার সবই করতে হবে। আমি বয়ঃকনিষ্ঠ তাই আপনাদের মুখ থেকে উচ্চারণের অপেক্ষা করছিলুম। সুখ্যাতি বড়দেরই প্রাপ্য, তাতে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি কি?'

ধন্য ধন্য পড়ে গেল, 'বেঁচে থাক, বাবা!'

ইতর ভদ্র অনেকেই কর্ত্তাদের বিচার শুনতে বাইরে জড় হয়েছিল। বৃদ্ধ ছিরু-জেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ফেল্লে, 'চল্ চল্—একি মানুষের গাঁ? ঘরের বৌ ঝি নিয়ে খেলা—'

ভেতর থেকে দু-একজন মাতব্বর বলে উঠলেন, 'কে? কেও? কে বললে দ্যাখ্ তো রে!'

দীপালী দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, বললেন, "ঐ ছোট লোকেরাই ভরসা। ভদ্ররা ছিলেন কেবল ভণ্ডামি করতে—তোমরা যে বড় চুপ করে রইলে সব?"

বিষুব বললেন, "এর পর দাদামশায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।"

সেই ভালো ভাই, আগে কথাটা শেষ করতে দাও।

এমন সময় বাহিরে বহু কণ্ঠে আওয়াজ দিলে, 'ওপাড়ায় কোথায় আগুন লেগেছে,—উঃ উঃ কি জ্বলছে, ইস্!'

শুনতে পেয়েই কে একজন 'এসো এসো' বলতে বলতে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। 'শিববাবু না? চল চল, ভাই সব।' ছোটো-লোকেরা তাঁর সঙ্গ নিলে। ছুটল।

কর্ত্তারা তামাকের হুকুম করেছিলেন,—অপেক্ষায় রইলেন। একজন বললেন, 'কার বাড়ি হে—সেটা আগে ছাখো—ছোটোলোক ব্যাটাদেরই হবে।'

পিসি ছুটলেন—'আমার বুধির গলায় যে দড়ি বাঁধা গো! কালই যে নতুন দড়ি গাছটা কেনা হয়েছে।'

কর্ত্তারা তামাক টেনে যখন 'অগ্নিদেবতা,—আমরা গিয়ে আর কি করবো' ব'লে জুতো খুঁজে পাচ্ছেন না, পা ঘষছেন, শিবুদা তখন ছোটো-লোকদের সাহায্যে, জল-কাদা মাখা অবস্থায় আগুন নিবিয়ে ফিরছেন। আগুন নিবলে দেখি, কেবল শিরোমণির বাইরের চণ্ডীমণ্ডপখানিই গিয়েছে।

অশক্ত বৃদ্ধ রাজকৃষ্ট দাদামশাই হতভম্বের মত আসরের এক কোণে বসে-ছিলেন। পিসিকে ত সকলেই চিনতেন,—অসাম্বিতে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'এই আরম্ভ হল!'

মিটিং আপনিই এ্যাড্‌জোর্‌ন্‌ড্‌ হয়ে গেল।

মুলতুবি আসর আর তেমন জমে না। বিশেষ বিশেষ উৎসাহীরা এসে ফিরে যান। বাড়িতে আগুন লাগা পর্য্যন্ত শিরোমণির মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। গৃহিণী কথা কন না—'একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বউমানুষের লাঞ্ছনা,—ফের যদি ওখানে যাও, ইত্যাদি।—'.

—'পিসির না সংসার না স্বামী না পুত্র, তাঁর ভাবনা—নতুন দড়ি গাছটার, —আর তোমরা বুদ্ধির ঢেঁকি আছ—'

প্রতাপ পণ্ডিত মধু জ্যাঠা প্রভৃতি চাঁইয়েরা এত বড় 'কেস্' ছেড়ে দিতে পারেন না, এমন্ সুবিধা ভাগ্যে মেলে। শেষে কি সমাজটাকে ডুবুতে হবে? হিঁদুর বাড়ি, শিবুর স্ত্রীর হাতে জল খেতে হবে নাকি!

শিবুদা এসে বললেন, 'আপনারা কি করবেন সত্বর করুন, পাঁচ ছ দিন হয়ে গেল, আমি তো আর এক সঙ্গে থাকতে পারি না। আমি কাল না-হয় পরশু ওকে ওর বাপের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসি গে—তারপর—'

মধু-খুড়ো বললেন, 'তারপর তোমাকে ভাবতে হবে না, খাসা আভাঙা কুলীনের মেয়ে এনে দেব।'

'সে কথা থাক জ্যাঠামশাই, আর পাপ বাড়ানো কেন? তারও একটা কিছু দোষ পেতে কতক্ষণ।'

'আরে পাগল ছেলে, ওকি একটা কথা হ'ল। থাক্, এখন যা করতে যাচ্ছ করে ফেলো। পরের কথা পরে আছে, বুঝলে!'

উমাচরণ বললেন, 'সকল দিক বজায় রাখাই সমাজকর্ত্তাদের কাজ। শুধু ছেড়ে দিলেই তো হ'ল না, অপরাধীর ভালোটাও দেখা চাই—তবে না মহত্ত্ব! প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার দেহশুদ্ধি হবে না, হাতের জল দেবতা ব্রাহ্মণে নেবে না তা সে যেখানেই থাক্। তার নিজেরও তো ধর্ম্মকর্ম্ম আছে—কি নিয়ে সে থাকবে, সেটাও তো দেখতে হয়। প্রায়শ্চিত্তটা বিধিমত করানো চাই আর ব্রাহ্মণের মুখ দিয়েই দেবতারা খান। সম্বন্ধীর কিছু খসলে তুমিও তো খুসি বলছিলে। কালীকিঙ্কর অজ্ঞানও নয়, অক্ষমও নয়। সবদিক বজায় হবে।'

শিবুদা বললেন, 'আমিও তো আপনাদেরি একজন, 'তাই সকলেরই ভালো যাতে হয় সেইটি খুঁজছিলুম। এই কালকের কথা, জগন্নাথঘাটে কৈলেশ বাচস্পতি মশার সঙ্গে দেখা। কারো কাছে সব শুনে থাকবেন। বললেন 'এসব বিধান দিচ্ছেন কে—বউমার যদি অপরাধই হয়ে থাকে, তা এক অপরাধে দুই সাজা কি রকম? মড়ার বাড়া গাল নেই—যদি নির্ব্বাসনই হ'ল

তো আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের—দরকারই বা কি? সে জন্যে অন্যের এত মাথাব্যথাই ধরে কেন? ও করতে তো মানা নেই, ইচ্ছা হয় প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে পারেন কিন্তু মহাপাপটা তুমি যেন কোরো না, শিবু।' বলতে বলতে নৌকায় গিয়ে উঠলেন—'

বিপুলকায় হরকুমার বললেন, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—বারাসাতের লোক, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার দেশের লোকের কথা কি বুঝবে? পূর্ব্ব-পুরুষ প্রচলিত প্রথাই প্রবল। টিকিনাড়া শাস্ত্র সেখানে ট্যাকে না। ছিনাত ভায়া তো 'জেলার'—স্বয়ং উপস্থিত। একটা বেগুন চুরিতেও চোরকে পাঁচ রকম সাজা ভোগ করতে হয়। কম্বলের জামা পরো, জাঁতা পেসো, ঘানি ঘোরাও, আর বেত-খাওয়াও আছে। একটা সাজা হল নাকি? যত বাজে কথা। তুমি ভড়কে যেও না শিবু, কর্ত্তব্য করা চাই। তার ভগ্নীর ভালো কালীকিঙ্কর দেখবে, তোমার কাজ তুমি করোগে।'

শিবুদা বললেন, "সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিষুব বলে উঠল, "স্বামী বটে! মুখপোড়ারা বে ক'রে মরে কেন!"

সমাজ, সংসার, বংশরক্ষা যে ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে, ভাই—

শিবুদা ইতিমধ্যে সম্বন্ধী কালীকিঙ্কর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে সকল কথা জানাতে গিয়ে বুঝলেন, তিনি সবই শুনেছেন।—হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছ নাকি? কিছু ভেবোনা, অল্প দিনেই সব মিটে যাবে। তুমি নেত্তকে কালই এখানে রেখে যাও,—নির্ব্বাসনে থাক্ হে!' বলে আবার হাসলেন। 'পুজোটার পরই আমার গয়ায় যাবার কথা আছে। তুমি মাতব্বরদের বলে দিও, নেত্তর কাশীতে থাকবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে বাড়িতে সাবিত্রী-চতুর্দ্দশীর ব্রত উদ্‌যাপন আছে, নেত্তকে তো সেই আসতেই হবে, না হয় দু দিন আগেই এল। যখন স্বীকার করেই নিয়েছ, আমাকে তো ঘটার ভোজ দিতেই হবে—সেইটে হবে প্রায়শ্চিত্তের ভোজ হে! ওরা তো সেইটেই চায়। তুমি কিন্তু নেত্তকে সব কথা বুঝিয়ে এনো—গূঢ় কথাগুলো বাদ দিয়ে। বাকি যা তা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

আরো অনেক কথা হয়।

শিববাবু সম্বন্ধীকে চিনতেন। সব কথা নেওয়ার ভার তাঁকে দিয়ে নিশ্চন্ত হয়ে ফিরলেন। নিজেও নেত্তকে যথাসম্ভব সব বুঝিয়ে এবং ব্রত-উদ্‌যাপনের কথাটি বিশেষ করে গোপন রাখতে ব'লে পরদিন তাকে বাপের বাড়ি ত্যাগ করে এলেন। গ্রামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

পিসির মত গঙ্গাজলের শরীর যাঁদের তেমন দু'চারটি ধার্ম্মিকা ছাড়া মেয়ে-মহলে ক্ষোভের ও শিবুর প্রতি ধিক্কারের সীমা রইল না। পোড়ারমুকো' বয়ারদের কথা তো জানাই আছে, শিবুও সেই দলে ভিড়ল—সব সমান গো?—পোড়া কপাল!' ইত্যাদি।

পাঁচজন নামজাদা পণ্ডিতের সাহায্যে নেত্তকালীর প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রমত সমাধা হয়ে গেছে, এ সংবাদ সকলে পেয়েছেন।—'ভোজ এই বৃহস্পতিবার,—সেটা তো পরশু। সাড়াশব্দ নাই কেন,—ইতস্তত আছে নাকি?'

অনেকদিন পরে তাই আজ মজলিসে অনেকেই উপস্থিত, মতি শিরোমণিও এসেছেন। অতিকায় হরকুমার বক্তার আসন নিয়েছেন। রুক্ষ প্রকৃতি ও রুদ্র মূর্ত্তির জন্য গ্রামে তিনি দুর্ব্বাসা নামেই পরিচিত। বলছিলেন, 'ব্রাহ্মণ হয়ে তারা কি জানে না—ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ভিন্ন শুভকার্য্য মাত্রই নিষ্ফল; ও প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বথা অগ্রাহ্য—'

ঠিক এই সময় সহ-শিবনাথ কালীকিঙ্করবাবু বিনীতভাবে করজোড়ে নমস্কার করতে করতে ঢুকলেন। সকলে চমকে গিয়েছিলেন; শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এসো এসো, ভায়া, এসো কষ্ট করে নিজেও বেরিয়েছ, ব্যাপার কি?"

কালীকিঙ্কর বাবুও সবিস্ময়ে বললেন, 'ব্যাপার কি? এর চেয়ে বিপদ ভদ্রঘরের আর কি হ'তে পারে দাদা, এখন আপনারা দয়া করে উদ্ধার করে দিন। আসল কাজ আপনাদের আশীর্ব্বাদে শেষ হলেও দেবতারা এখনও

অভুক্ত, ব্রাহ্মণভোজন ভিন্ন সবই নিষ্ফল। তাই আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। অপরাধিনীর দেহশুদ্ধিকল্পে দয়া করুন!'

দুর্ব্বাসা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু বামাল তো আজো ঘরে পুষছ! সে বাড়িতে—'

'চাটুজ্জে মশাই, আমি এত বড় ভুলটা করতে পারি কি? ক্ষমা করবেন, বাবা অনাবশ্যক কতকগুলো বাড়ি করে যাওয়ায় আমরা তাঁর উপর বিরক্ত হই, কিন্তু এখন কাজ দিলে।'

'কতদিন কাজ দেবে শুনি? মনকে চোখ ঠারা নাকি?'

'পুজোর পরই বেরুবার ইচ্ছা আছে। আসল কথা, নেত্তকে কাশীতে রাখার ব্যবস্থা করে আসা!'

'বেরুবার ইচ্ছা আছে নয়, বেরুতে হবে। যাক্—রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে আসা কি তোমাদের নিয়ম নাকি? এ বৈঠকী নিমন্ত্রণ নেবে কে?'

'আমি সস্ত্রীক এসেছি, দাদা। কাল সকালে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে যাব। আমি মায়েদেরও চাই, নচেৎ আমার চলবে না, দাদা। আমার লোকবল কম, আমি গ্রামের লোকের সাহায্য নেব না, মায়েদের না পেলে কর্ম্মই পণ্ড হবে। এ অনুগ্রহ করতেই হবে, আমাকে হতাশ করবেন না। তাঁদের সাহায্য পাব এই সাহসেই পাঁচ সাতশো লোকের আয়োজন করে ফেলেছি, আমি বড় বিপন্ন। আপনাদেরি সব করতে হবে, শুদ্ধাচারে যাতে হয়।'

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'ইস, করেছ কি? এত লোকের আয়োজন! আচ্ছা কাল সকালে তোমরা গিয়ে তাঁদের রাজি করতে পার ত আমাদের আপত্তি নেই।'

হরকুমার 'এখন তোমরা কথা কও আমার কাজ আছে—চললুম' বলে উঠে গেলেন।

মধুজ্যাঠা শ্রীনাথবাবুর দিকে চেয়ে হাসলেন—থার্ড, ফর্ট্‌নাইট্ কিনা?

(তৃতীয় পক্ষ)

বিষুবর দিকে চেয়ে হিল্লোলিনী কল্লোলিনী হয়ে পড়লেন, বললেন, "সেসব প্রাচিত্তিরের পুঁথিতে আগুন লেগে গেছে বুঝি! ভাগ্যে মনু মরেছেন—নইলে আমাদের কি হ'ত দিদি! ঘোমটা নেই, প্রাচিত্তির নম্বর ওয়ান; চটি পায়, নম্বর টু; পুরুষদের সঙ্গে কথা, থ্রি—ক্রমে শট্‌কে পাচার। প্রাচিত্তিরের পদাবলীতে কেবল মহিলা-বলি! মিনসে কোন্ দেশের নীরো ছিলেন দিদি!"

তরুণীরা হেসে উঠলেন।

বিষুব চাপা হাসির সঙ্গে রোষের রেখা টেনে বললেন, "ব্যবস্থার চাকা মারতে হয় না, সে আপনি ঘোরে। এখন শুনতে দে।"

আজ সেই প্রত্যাশিত বৃহস্পতিবার। মহাসমারোহ কাণ্ড। কালীকিঙ্কর-ভবন বা জমিদারবাড়ি লোকে লোকারণ্য। জাফরানের সুগন্ধে গ্রাম ভরপুর। দুইটি দ্বিতল চকমিলন বাড়ি—পারের লোক ও গ্রামের লোকের জন্য সুন্দর ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। কোনোরূপ ত্রুটি বা অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। বৈঠকে পান তামাক তাস, আনন্দ কোলাহল চলছে। কালীকিঙ্কর সকলের নিকট হাতজোড় করে ঘুরছেন।

—'দেখবেন দাদা, আমার ভরসা আপনারাই।'

শ্রীনাথ বাবু অভয় দিচ্ছেন, 'কিছু ভেবোনা, ভাই। আমি পরিবেষণের জন্য লোক ঠিক করে রেখেছি—সকলেই কুলীন সদ্‌ব্রাহ্মণ, আবার ও কাজে ধুরন্ধর—তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। আর শৃঙ্খলা-রক্ষার্থে স্বয়ং হরকুমার থাকবেন। কিন্তু আমার একটি কথা রেখো—চকের চারটি কোণের বড়ঘরে চার রকমের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রেখে ভালোই করেছ। পোলাও ব্যঞ্জনাদি পুরুষদের হাতে থাকবে, কেবল মিষ্টান্নের ভাঁড়ার যেন ভালো জানাশুনো বা আত্মীয় সধবা স্ত্রীলোকের হাতে থাকে। তাঁদের নিষ্ঠাভক্তিই স্বতন্ত্র।'

কালীকিঙ্কর বিনীতভাবে বললেন, 'আমি ত দাদা এ গ্রামের লোক নিচ্ছি

না, কি জানি কে কেমন। আপাতত আপনার বউমা সে ঘরে সব গুছিয়ে রাখছেন। ব্রাহ্মণেরা আসন নিলে আপনি যাঁকে বেছে দেবেন তিনিই মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে থাকবেন।'

'বেশ কথা, মিষ্টান্নাদি শেষ পড়বে, আমি তার পূর্ব্বে আমার এক শক্ত সমর্থ সর্ব্বকর্ম্মকুশলা বউমাকে এনে দেব। বড়ঘরের মেয়ে—ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে মানুষ হয়েছে, কিছু দেখতে হবেনা, বলতে কইতে হবে না।'

'বাঁচালেন দাদা, আমি আর ভাবি না।' পায়ের ধুলো নিলেন। 'আর একটি কথা—মেয়েদের মর্য্যাদা রক্ষার্থে এক মোট কোরা শান্তিপুরে শাড়ি আনিয়ে রেখেছি, মায়েরা সকলে পছন্দমত নিয়ে পরলে আমার মনটা শান্তি পায়। অনুমতি করুন আমি একবার সেই চেষ্টা পাই।'

'ইস্, তুমি এ সব করছ কি,—কেন? হরকুমারের কথায়—'

'না, তা কেন দাদা। মায়েরা আমার মুখ রক্ষা করেছেন, কষ্টস্বীকার করে এসেছেন, আমারো তো—

'তারা যে অনেকগুলি—'

'তা হোক্, সকলে একসঙ্গে বেরুলে কি সুন্দর দেখাবে বলুন ত!'

'তোমার যা ইচ্ছা করোগে, আমি কিন্তু হরকুমারকে ডেকে দেখাব। গণ্ডারের কি কাণ্ডজ্ঞান হবে?'—চলে গেলেন।

'এ আবার কি, এ সব কেন, এ সব কিসের জন্যে' ইত্যাদির মধ্যে জমিদারপত্নী সে কাজ আগেই সেরে রেখেছিলেন।—সকলকেই নূতন শাড়ি পরিয়েছেন।

কালীকিঙ্কর দেখে সত্যকার একটা আনন্দ অনুভব করলেন। সকলের উদ্দেশ্যে একটি নমস্কার ক'রে 'মায়েদের পেয়ে আজ আমার বাড়ি পবিত্র হ'ল বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলেন, একজন বর্ষীয়সী থাকতে পারলেন না, বললেন, 'তুমি রাজা হও, আমাদের প্রাণে কিন্তু আজ সুখ নেই, বাবা।'

কালীকিঙ্কর দাঁড়ালেন না 'সবি তাঁর ইচ্ছা' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

উভয় পক্ষের কথাগুলির মধ্যে সত্য ছিল। হরকুমারকে দেখিয়ে শ্রীনাথবাবু চলে যাচ্ছিলেন। হরকুমার তখন বলছেন, 'এ তো কর্ত্তব্যই ছিল। সকলেই ক'রে থাকে—যাক্ আমাকে যখন ভার দিয়েছেন একবার ভাঁড়ারগুলো দেখে আসি ব্রাহ্মণ বসাবার সময়ও হল।'

পরিবেশকেদর নিয়ে ভাঁড়ারগুলি দেখে উপদেশাদি দিতে দিতে মিষ্টান্নের ভাঁড়ারের সামনে মেয়েদের জটলা দেখে দু-এক ধমকও দিলেন।—'এখানে এত বাজে লোকের ভিড় কেন?' ভিতরে একজন পট্টবস্ত্র-চেলি-পরিহিতা স্ত্রীলোক সব গুছিয়ে রাখছিলেন।—'কে উনি?' শুনলেন এ বাড়ির গৃহিণী।—তা' ভালো, তবে যাঁরা ওপার থেকে এসেছেন, তাঁদের ২।৩ জনও যেন থাকেন ওঁকে সাহায্য করতে। এ দিকের যাঁরা, তাঁরা সব বাইরে থাকতে পারেন,—যাতায়াতের পথ যেন খোলসা থাকে।'—নিম্নকণ্ঠে 'তবে যে কিঙ্কর বলেছিল, এ গ্রামের কেউ' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

এ বাড়ির প্রথা—বিশে শুদ্ধাচারে ভাঁড়ারে থাকতে হয়, তাই কিঙ্কর-পত্নী গঙ্গাস্নানান্তে চেলি পরে এসে ভাঁড়ারে ঢুকে সব গুছিয়ে রাখছিলেন, নূতন লোককে অসুবিধায় না পড়তে হয়। মিষ্টান্নের ভাঁড়ারের কাজ শেষের দিকে। ব্রাহ্মণ বসতে আরম্ভ হয়েছে শুনে তিনি কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের বাইরে এ গ্রামের মেয়েদের জমায়েত-মধ্যে শোনা গেল, 'ঐ সাত হাত থামের মত লোকটা কে গা!' ওর পরিবার এসে থাকে তো ব'লে দিতে হবে, যেন মধু-সংক্রান্তির ব্রত করায়, একেবারে কাটখোট্টা!' সকল গ্রামেই ২।৪টি পিসি থাকেন, তাঁরা কারো তক্কা রাখেন না, কেবল জমিদারবাড়ি ও কালীকিঙ্করের অনুরোধে চুপ ক'রে আছেন। হরকুমারের কথাবার্ত্তা শুনে তাঁদের গা জ্বলে যাচ্ছে, মুখ নিস্‌পিস্ করছে।

ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হয়ে গেছে ধুরন্ধর পরিবেশকরা পোলাও ব্যঞ্জনাদি নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, পদভরে বাড়ি কাঁপছে।

এই সময় একটি সধবা, শ্রীনাথবাবুর নির্ব্বাচিতা হরকুমার-পত্নী বিমলা, চেলি প'রে এসে ভাঁড়ারে ঢুকলেন। এ পারের মাসি পিসিরা সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। অর্থাভাস—ও অপরিচিতা, ওপারের কোনো শুদ্ধচারিণী হবেন। তাঁরা আঁচল গুটিয়ে গা মেরে সরে দাঁড়ালেন পাছে স্পর্শদোষ ঘটে। বিমলা সব দেখে নিয়ে পর পর সাজিয়ে এগিয়ে রাখতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাও চলল। পিসিদের একজন বললেন, 'কথাতে ছোঁয়াচ লাগবে না ত?'

নবাগতা বিমলা চমকে চাইলেন, বললেন, 'মাপ করবেন দিদি, আমরা হুকুম পালবার দাসী, কর্ত্তারা যা বলেন করতেই হয়, আপত্তি করলেই বিপত্তি। পণ্ডিতদের শাস্ত্রে প্রাচিত্তির পোরা, দয়া করে একটা ছাড়লেই দফা রফা। তাঁরা সকলেই যে পীরের দরগার প্যায়দা দিদি।'

শুনে সকলে তুষ্ট হলেন, হৃষ্ট হাসি হাসলেন।—'বেশ মানুষ, আলাপ করতে হবে।'

পরিবেশক আসছেন আর নিজেরাই মিষ্টান্নের পরাত নিয়ে যাচ্ছেন। এমন শৃঙ্খলায় সাজানো আছে চাইতে হচ্ছেনা। —'আর শেষ হয়ে এসেছে, সন্দেশটা একবার দেখানো উচিত, এদিকেও বোধ হয় বারবেলা পড়ে গেল—'

একজন পরিবেশক বললেন—"আমাদের বউমাকে দেখছি এইবার সকল ক্রিয়াবাড়িতেই ভাঁড়ারে থাকতে হবে। সাজানোর এমন পারিপাট্য কোথাও পাইনি।" চলে গেলেন।

গ্রামের পিসিরা কথা কইতে যাচ্ছিলেন, একজন বললেন, চুপ করো সুকো পিসি, সেই সাতহাত লম্বা শয়তান!'—তাড়াতাড়ি একজন তাঁর গা টিপে বললেন, চুপ্‌ চুপ্‌ (বিমলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে) ওঁর স্বামী যে—'

"সত্যি নাকি! অজদের গলায় মুক্তোর মালা—এমন মেয়ের কি অভাগ্যি!"

রূঢ়কণ্ঠে 'সরে যাও, সরে যাও—একটু বিবেচনাও নেই' বলতে বলতে হরকুমার দ্রুত এসেই ভাঁড়ারে ঢুকে পড়লেন ও চেলি-পরিহিতার সামনে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'পান্তুয়ার পাত্রটা আমাকে দাও তো, মা!'

সুকো পিসি বলে উঠলেন, 'আহা কি মিষ্টি কথা, কান-জুড়িয়ে গেল, ভালো ক'রে শুনে নে বউ—'

শুনেই বিমলা চুপ্‌সে মড়ার মত হ'য়ে গিয়েছিল। স্বামীর দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে চেয়ে 'কাকে কি বলছ' ব'লে ধমকে উঠলেন।

'অ্যাঁ একি—তুমি নাকি! তোমাকে তো শান্তিপুরে পরতে দেখেছি, চেলি পরা ছিল ত বাড়ির গিন্নির,—কে বুঝবে বলো, তা হয়েছে কি—অজান্তে—'

দোরগোড়া থেকে কে ব'লে উঠল, 'তা ত ঠিকই, অজান্তে বিষ খেলে অমৃত হয়, ওপারের শাস্ত্রে আছে যে!'

পিসিদের এখন আর কে রোকে। সুকো পিসি বললেন, 'সত্যিই ত হয়েছে কি। এত বড় প্রাচিত্তিরের ঘটা, এরা বাজনা আনেনি গা!—বাজাতে বল্, বাজাতে বল্।—ঢাক আছে ত? আমি দেখছি।' ব'লে ছুটলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে সুকো পিসির কথাটা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়। থিয়েটারের আখড়া ছেড়ে যুবকেরা কর্ম্মবাড়িতে ভিক্ষুকের সাজে (বোধ হয় রূপচাঁদ পক্ষীরই হবে) একটি গান গাইতে গাইতে উপস্থিত—'কেঁদোবাঘ পড়েছে জালে, পাপ চারপো হলেই আপনি ফলে।'

কালীকিঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি সব থামিয়ে দেন।

আমার কথাটি ফুরুলো—

বিমুব। খুব বেঁচে গেলে দাদামশাই, না হ'লে ঝগড়া আজ আর থামত না। গায়ের জ্বালায় ছটফট্ করছিলুম। বুনো শূয়ারটার বিষ দাঁত ভেঙে খুশি ক'রে দিয়েছ। এইবার এপারেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চলবে ত?

কালীকিঙ্কর জমিদারবাচ্ছা, পালটা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়ে ছাড়তে পারে কি? যাক্ শিবুর সার্টিফিকেটগুলোও নেপথ্যে সিন্দুক ফুঁড়ে সার্থক হ'ল। নেত্তকালীও বাড়ি ফিরে পিসির পায়ের ধুলো নিয়ে পবিত্র হ'ল।

তরুণীরা মুখ ঘুরিয়ে ব'লে গেলেন, "কি দুর্ল্লভ যুগই খুইয়েছি, দাদামশাই —পায়ের ধুলো দাও,—চললুম।"

আমারও পেট ফুলছিল। তামাক সাজতে বসলুম।

নিতাই লাহিড়ী

বহুদিনের কথা। তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮৮০-র কোঠার মাঝামাঝি। বাঙালী তখন শাস্ত্রীয় দশবিধ সংস্কারকে 'প্রমোশন' দিয়ে একাদশেই সমধিক শ্রদ্ধান্বিত। সেটি হ'ল দাসত্ব, আমিও নূতন চাকুরি স্বীকার ক'রে তার পুণ্য আস্বাদ আরম্ভ করেছি।

দক্ষিণেশ্বর থেকে নিত্যনিয়মিত কলিকাতা-যাত্রার উপায় পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা ক'রেই রেখেছিলেন, নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে বালির খালে ঢুকে পেপার-মিলের পূর্ব্বপ্রান্তে নামা, সেটা প্রায়ই ট্রেনের সময় থাকতে হ'ত না। স্টেশনে গাড়ি পৌঁছবার বংশীধ্বনি মাত্র মিনিট দুই আগে কানে পৌঁছত ও প্রাণে টান দিত। তখন যার যেমন দৌড়—পায়ের জোরেই ট্রেন ধরা। মান্থ্লি প্যাসেঞ্জারের টিকিট কেনার বালাই ছিল না, তাই রক্ষা। হাওড়া পৌঁছবার কিছু পূর্ব্বে ঘামটা ও হাঁপটা থামত। সুবিধামত কামরা বাছাইয়ের দুর্ব্বুদ্ধির অবসর থাকত না, চাকরি বজায়ের সুবুদ্ধিই কাজ করত—প্যাসেঞ্জার-পীড়াই সৃষ্টি করা হ'ত। কেবল একটি সদাশয় লোক আমাদের দু-একজনের জন্য স্থান রেখে নাক বাড়িয়ে প্রতীক্ষা করতেন। নাকের উল্লেখের কারণ—তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহের প্রত্যঙ্গে প্রধান ছিল নাকটি। সে হাঁক না দিলেও নীরব ডাকের মত কাজ করত।

ইনিই আমাদের নায়ক নিতাইবাবু। তাঁর আপিসের পোশাক ছিল, রেলির (থান) উনপঞ্চাশের ওপর চাপকান ও চাদর, পকেটে পানের ডিবে ও কানে খড়্‌কে গোঁজা। পায়ে চীনে-বাড়ির পেটেণ্ট-লেদার পাদুকা। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাসিমুখ, আমুদে ও মজলিসী লোক, তাই মনের মতন লোক খোঁজেন ও বোঝেন। ভাল মাইনের ভাল চাকরিই করেন; বলেন, "আপিসে গল্প করাই আমার বড় কাজ, নিজেও কাজ করি না অন্যের কাজেও ব্যাঘাত দিই। হিঁদুর ছেলে, পূর্ব্বজন্ম মানতে হয়, নিশ্চয়ই ব্যাটারা পূর্ব্বঋণ পরিশোধের সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে। চাকরি করাচ্ছে, বোঝে না আমাদের সেটা শাপে বর। তাই ফাঁকি দেওয়াটা আমার পাপ ব'লে মনে হয় না। আবার পর-জন্মে যাতে চাকরি জোটে, ফাঁকি দিয়ে তার উপায় ক'রে রাখছি ভায়া।"

এইরূপ সরস আলাপ নিয়েই থাকতেন। ওদিকেও একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না, শুনেছি সম্পন্ন। বাড়ি-বাগান, চাকর-দাসী, মাঝে মাঝে মাসি-পিসিরও আবির্ভাব ছিল। রবিবারে ও ছুটির দিনে সুসজ্জিত বৈঠক পাঁচ-জনকে নিয়ে গল্পে গুড়ুকে গুলজার থাকত। বলতেন, "আমার 'পরিবারবর্গ' বলবার জো নেই ভাই, শব্দার্থে বাধে, আছেন কেবল পত্নী আর একটিমাত্র কন্যা সুষমা। তবে পত্নীদেবীর ব্যাস ও পরিধি ধ'রে 'বর্গ' বললে সমঝদারদের কাছে ভুল না হতেও পারে। বুঝেছ ভায়া ?"

"অনেক রসিকের সঙ্গ করেছি, কিন্তু একটিকে পেয়েছি যাঁর জোড়া আর মেলে নি। দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই,. কাজের 'বুক-কিপার', কাজেতেই তাঁর পরিচয়। পূর্ব্বেই বলেছি, হিঁদুর ছেলে, জন্মটার দু পিঠই মানি। আপিসে ফাঁকি দিই—ফিরে চট ক'রে চাকরি পাব ব'লে, বেশি বেগ পেতে হবে না, কর্ম্মফল ভুগতেই হবে, তার আটকে বাঁধা রইল। কি বল ভায়া ?

"এই দেখ না ভায়া, যা কিছু আছে আর করছি, সবই তো কর্ম্মভোগ, পরের জন্যে। যাবে তো গোত্রান্তরে। ছেলে নেই, তাই এই তো সেদিন দেখে শুনে মেয়েটিকে মনের মত সুপাত্রে দিয়েছি যথেষ্ট খরচ ক'রে, জামাই বি. এ. পড়ছে। পত্নী ড্যাম. খুশি, আমি অঙ্গুলি কৃতার্থ, অথচ একটা পিণ্ড

পাবার আশা নেই! কেন নেই? সেই রসিকচূড়ামণি 'বুক-কিপারের' নিভু'ল নিষ্ঠার খাতাই মাথা খেয়েছে, গতজন্মের কথা তাতে গাঁথা আছে যে! এ তো বড় ছুম্নিথাঁর খেয়াল নয় যে, তেহাই মারলেই রেহাই। তবু যে জেনে শুনে বেটাদের ফাঁকি দিই, সেটা ফিরে এসে এক মুঠো অন্নের যোগাড় ক'রে রাখা, কেরাণী হতেই হবে, মুদী বেটাও উঠনো দেবে। নয় কি ভায়া?

"এই যে রমেশ, কোথায় ছিলি, এক যুগ অ্যাব্‌সেণ্ট! আমি বলি অমন টুকটুকে চেহারা, ডাকিনীতে চেলে নিয়ে গেল নাকি!"

অবনী বললে, আপনি শোনেন নি দাদা, ও যে বে করতে গিয়েছিল।

কোথায়?

মণিপুরে।

রমেশের পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বাসের সহিত "ব্র্যাভো, ইট অ্যামাউণ্টস টু যা বলেছি। একেবারে ফণিমনসার মুলুক, কাঁটা ছাড়িয়ে ফিরে এলি কি ক'রে? বাহাদুর ছেলে! বেঁচে থাক, একটা নৃসিংহ কবচ পরিস। যাক, এখন 'হাফ্‌ দি ওয়ার্ল্ড্‌' হাতে এসে গেছে, বাঙালী-জন্ম সার্থক, বড় কর্ত্তব্যটি সেরে ফেলেছিস, এতদিনে মানুষের কোঠায় উঠলি।"

রমেশ একটু অপ্রতিভভাবে বললে, আপনাকে কষ্ট দিতে সাহস পাই নি।

"আমিও দুঃসাহসী নই ভায়া। মণিপুর নাকের শনি, এ নাক নিয়ে ফিরতে পারতুম না, সেখানে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যেত। এরই মধ্যে চেহারায় যে সিঁদুরের রং ধরেছে রে, হাই পাওয়ার রিফ্লেক্টার ঘরে এনেছিস দেখছি। সু-সংবাদটা বড় সাহেবকে প্রথম সেলামেই জানিয়ে দিতে ভুলো না—ভেরি ভেরি গ্ল্যাড হবেন, ইয়ার্লি ইন্‌ক্রিমেণ্টের পথ খোলসা থাকবে, ওরা জানে এমন ফ্যামিলিতে ইয়ার্লি ইন্‌ক্রিমেণ্ট ইন্‌ফলিব্‌ল—

"বাড়িতে লক্ষ্মীর মেজাজ বুঝে চ'লো, বেসুরো বাত না বেরোয়। অসাবধানে দামী ল্যাম্পটা ভেঙে ফেললে, হাসি যেন ড্যাম্প না হয়, বললে, আপদ গেছে, একটা জুয়েল ল্যাম্প কেনবার ইচ্ছে অনেকদিনের ছিল; বাঁচলুম, সুবিধে হ'ল, ওটা আমার দু চক্ষের বিষ ছিল।

"নিউটন সাহেব কত টন বুদ্ধিই ধরতেন, তাই টান সম্বন্ধে কি টনটনে জ্ঞানই দিয়ে গেছেন! এ পাশেও নয়, ও পাশেও নয়, মাথার দিকেও নয়, একেবারে প্রমাণ ক'রে গেছেন, 'পদানত' হওয়াই ল, ছুনিয়া তা মেনে নিয়েছে। এই অধমও সেই ল মেনে আজ বিশবছর সুখের সংসার করছে। আমাদের শিব আবার তারও তলায় ঢুকে প'ড়ে গ্যালান্ট্রির চরম দেখিয়েছেন, দেবাদিদেব ব'নে কি সুখেই আছেন—একদম নিশ্চিন্ত! নান্যঃ পন্থা। কেমন, মনে থাকবে তো?"

নিতাইবাবুর কথাবার্ত্তাই ছিল এই ধরনের। বেশি উদাহরণ দিয়ে পাঠক-পাঠিকার সহিষ্ণুতা হরণ করব না। বহুদিনের কথা, সব মনেও নেই। ফল-কথা, তিনি আমোদপ্রিয় আলাপী লোক ছিলেন।

২

রসরাজের রেজিস্টারে কিন্তু একটানা কিছু নেই, রকমফের নিয়েই থাকেন। ছুঃখের চ্যাপ্টারও আছে, নিটোলকেও চেপ্‌টে দেন, বোম্বাই-আমেরও আমসির অধ্যায় আসে।

বেশ চলছিল, অকস্মাৎ নিতাইবাবুর দেখা নেই। ট্রেন আসে যায়, শাঁখের মত নাকের সেই ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল আর দেখতে পাই না। ব্যাপার কি? অসুখে পড়লেন নাকি?

বিরহ বিষম বাড়ছে। শেষ তাঁর এক গ্রাম-বন্ধু প্রতিবেশী সতীশবাবুকে বার করা গেল। তিনিও ছিলেন ডেলি-প্যাসেঞ্জার, বয়সের গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রে স্বতন্ত্র কামরায় থাকতেন। বললেন, ভীষণ ছুঃসংবাদ, তাঁর জামাইটি মারা গেছে। এই সেদিন মেয়েটির বিয়ে দিলেন, বারো বছরের বড় আদরের সেই একটিমাত্র কন্যা, এখনও শ্বশুরঘর করে নি। যেমন সুন্দরী, তেমনই স্বভাব, তার পানে কেউ চাইতে পারছে না। এ বিপদে সান্ত্বনার কিছু নেই। সেই আমোদপ্রিয় নিতাই প্রাণশূন্য পাষাণের মত নিস্পন্দ নীরব। বোধ হয়

দু-এক দিনেই কোথাও সব বেরিয়ে পড়বে, বাড়িতে কেউ আর থাকতে পারছে না, ইত্যাদি। সবই অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়, কিন্তু সত্য।

ভেতরটা হায় হায় ক'রে উঠলেও, মুখে কারও কথা সরলো না,—বিপদটা সম্যক্ উপলব্ধির অবস্থাও তখন চ'লে গেছে। চুপচাপ যে যার আপিসে গিয়ে ঢোকা গেল। যমের বাড়ি আর আপিসে আমাদের যেতেই হয়।

দিন আসে যায়, আমরাও আফিসে যাই আসি। আমাদের রবিবার আছে; রবির তাও নাই, ওইটাই বড় লাভ। দু-এক রবিবার নিতাইবাবুর প্রসঙ্গে কাটল, তারপর তাসের কল্যাণে মাস কাটতে লাগল। নিতাইবাবু আমাদের মনে ক্রমেই ফিকে মারলেন। এই নিয়ম।

কয়েক মাস পরে হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা।—"এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলুম, তোমরা নিতাইয়ের প্রিয় সঙ্গী ছিলে, ইণ্টারেস্টেড্। তিনি ফিরেছেন, গ্রামে নয়, কলকাতায় বাসা ক'রে আপিস করছেন। কলকাতায় নানা রকম দেখবার শোনবার আছে—যাদুঘর, জু, সার্কাস, থিয়েটার, সমাজ প্রভৃতি। শুনেছি, মেয়েটির মন ভাল থাকবে ব'লে নিজে তাকে নিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়ান। সুষমা লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না, সেই দিকটায় তাকে উন্নত ও নিবিষ্ট করবার জন্যে ইংরিজী ও সংস্কৃত জানা ভাল একটি শিক্ষকও নিযুক্ত করেছেন। একটি পাকা কাজ করেছেন, এর ফল আছেই, সদ্গ্রন্থে মন একবার আকৃষ্ট ক'রে দিতে পারলে, আপনিই সে পথ বুঝে নেবে, মন বশে আসবে। নিতাই বরাবরই বুদ্ধিমান ও উদার। মেয়েটির সুখের জন্যে সবই করতে প্রস্তুত। তোমাদের জানানো আমার কর্ত্তব্য ছিল, তাই—। আচ্ছা, আজ আর নয়, বেলা হয়ে যাচ্ছে, চলি।" বলতে বলতে দ্রুত চ'লে গেলেন, আমরাও পা চালালুম। এতক্ষণ শোনাটা হচ্ছিল সংবাদ শোনার মতই আগ্রহে। সতীশবাবু আর বেশি বাড়ালে বোধ হয় ভদ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে পা বাড়াতে হ'ত।

এইরূপই হয়ে থাকে এবং তাতেই নাকি প্রমাণ করে,—সময়ের হীলিং এফেক্ট, শেষ সবই খাঁটিতে গিয়ে পৌছয়। অর্থাৎ জগতে এসব তো নিত্যই

হচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর কার হাত আছে বল? "রাজ-ঘোটক" দেখেই তো বিয়ে হয়, তবু এমনটা ঘটে কেন? মেয়েটির যেমন ভাগ্য, ও নিয়ে ভাবা মিছে। হাফ-ইয়ার্লি রিটার্নখানা ফিফ্‌টিন্‌থ আগস্ট ডিউ, সেইটাই সত্য। আপিসে পৌঁছে তাই নিয়ে পড়া গেল। মিছে যা, তা মন থেকে মুছে গেল।

ইতিমধ্যে কোথা দিয়ে কখন দু বছর কেটে গিয়েছে। কারুর মাইনে বেড়েছে, অনেকেরই ছেলেমেয়ে বেড়েছে।

ট্রেনে এখন আর কামরা বাছাই নেই, যেখানে হয় ঢুকে পড়ি। এখন কেবল পাওয়া ও যাওয়া হ'লেই হ'ল। যেদিন যে কম্পার্টমেণ্ট পেয়েছি, তাতেই বহুৎ আচ্ছা। নিতাইবাবুর ব্যবস্থা আর নেই, সে কথা ভুলেও গিয়েছি। মানুষ চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকে না, ওটা কেবল স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

ট্রেনে উঠেই নিতাইবাবুর বিস্মৃত নামটি কানে এল। চেয়ে দেখি, কাঁচা পাকা কেশের ও অল্‌মোস্ট পাকা গোঁফের কয়েকটি প্রবীণ লোক, নিতাই-প্রসঙ্গে আতুর আগ্রহনিবিষ্ট। বক্তা বিজ্ঞতম ভঙ্গিতে বলছেন—

"কই, দেশ ছেড়ে থাকতে পারলে না? মেয়ে বিধবা হ'লেই যে দেশ ছাড়তে হবে, এমন বিধান তো কোন শাস্ত্রে দেখি নি, কিছু কিছু ঘাঁটি নি তাও তো নয়। অমন ঘটনা তো লোকের আকছার ঘটে, আমাদেরও কারও কারও ঘটে নি এমন নয়, তা ব'লে দেশ ছেড়েছে কে? ওসব টাকার ফুট, খোদার ওপর খোদকারি করতে যাওয়া। আবার তো আসতে হ'ল। বিশু, তুমি তো বিশু নও, অনেক দেখেছ, কি বল?"

বিশু। শুধু কি আসতে হ'ল! কত বড় প্যাঁজ-পয়জার হাঁসিল ক'রে তা বল!

১ম বক্তা। তোমরাই বল না, শুনেছ তো সবই, সমাজ তো আর একার নয়। ওই তো নিমাই রয়েছে, তার দশ রাত্রির জ্ঞাতি। কলকাতার বাসায় খোঁজখবর নিতে ওর যাতায়াতও ছিল। ওই বলুক না।

নিমাই। হ্যাঁ, আমি যেতুম বটে, বাড়িখানা যদি বেচে, সুবিধেয় পাই। নিতাই তখন অতশত ভাবে নি, জানই তো সে বরাবরই ছেলে-ছোকরা-ঘেঁষা। একটি ফুটফুটে সুশ্রী যুবা পেয়ে মাস্টার রেখেছিল। ছেলেটি অনারে ফার্স্ট ক্লাস বি. এ. পেয়েছে, তখন ল পড়ছিল। শুনেছি তাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

১ম বক্তা। (বিরক্তভাবে) আরে, রেখে দাও তোমার ফার্স্ট ক্লাসের ফর্দ্দ, আসল কথা কও। সে তো সকল বিষয়েই ফার্স্ট ক্লাসের পরিচয় দিয়েছে।

নিমাই। আসল কথা তো নিতাই নিজেই স্বীকার করেছে, ঢাকবার তো উপায় নেই। সুষমা আজ দু-তিন মাস বাড়ি-ছাড়া। অনেক খোঁজ ক'রেও পাত্তা পাওয়া যায় নি, যাচ্ছেও না। মাস্টার সুবিলাসও কলকাতায় নেই, সব চেষ্টা শেষ ক'রে তবে নিতাই দেশে ফিরেছে, আশা থাকতে ফেরে নি। এখন যা বোঝ।

১ম বক্তা। শুনলে সব? নিতাই তো এলেন, এখন তাঁর কর্ত্তব্যগুলোও তো সঙ্গে এসেছে! প্রায়শ্চিত্ত ব'লে জিনিষটি তো কেবল পুঁথির পাতা বাড়াবার জন্যে পণ্ডিতেরা লিখে যান নি, হাড়ী-মুচিতেও ক'রে থাকে। চন্দর যে কথা কইছ না বড়?

চন্দর বাগচী। ও আর বোঝাবুঝি কি দাদা, শাস্ত্রমত সব খুঁটিয়ে করা চাই। অঘর্ষণে একচক্ষু জনার্দ্দন শাস্ত্রীই পাকা লোক, তাকে ধরলেই হবে, চক্ষুলজ্জার চৌহদ্দি মাড়ান না।

নিমাই। জনার্দ্দনই ঠিক লোক, সমাজ-রক্ষার অমন তক্ষক মিলবে না, কিন্তু নিতাইয়ের ভাগ্য চিরদিনই ভাল। কথা জমাবার তেমন সুখ হবে না, সুবিলাস ছেলেটা ব্রাহ্মণ হয়ে মরেছে, ধোপা হ'লে তোফা হ'ত, চাপের চটক হ'ত।

১ম বক্তা। যে এমন কাজ করতে পারে, তার আবার জাতের খবর কেন—রাঢ়ী-টারীও হতে পারে, সে খোঁজে লাভ কি?

নিমাই। না, তা বলছি না, কেবল কথা বলার একটু সুখ ছিল দাদা।

১ম বক্তা। সে ভাবছ কেন, অনেক পাবে, অনেক বেরুবে। সৈ

সব ভেবেছি। নাকে খত দিইয়ে ওকে খ্যাঁদা ক'রে ছাড়ব, ও সেকেন্দরী নাক আর থাকবে না। আর কালবিলম্ব নয়, শুভস্য শীঘ্রম্। পরশু রবিবার বেলা আটটার আগেই যেন উমেশ ভাদুড়ীর বৈঠকখানায় সকলকে পাই।

ট্রেন হাওড়া স্টেশনে থামল, কথাও থেমে গেল, সকলেই আপিস-মুখো—ছত্রভঙ্গ। মনটা কিন্তু কেমন হয়ে গেল। পরচর্চ্চার চেয়ে পরিচিতের চর্চ্চা—। যাক, স্বভাবের পরিচয়ে আর কাজ নেই। যে কারণেই হোক, ঔৎসুক্য র'য়ে গেল।

কাল শনিবার, যেমন ক'রে হোক মাতব্বর সমাজ-প্রবীরদের গাড়িতে উঠতেই হবে, ফাইনাল রায় শোনাটা অসমাপ্ত র'য়ে গেছে। কেন যে এত আগ্রহ, তার কারণটা ঠিক না বুঝলেও তাতে একটু আনন্দ যে ছিল না, সেটা আজ অস্বীকার করতে পারি না। তবে মনে আছে, বন্ধু—বললেন, সমাজ-অভিজ্ঞদের এসব গুহ্য কথা শুনে রাখা ভাল, বহুদিনের চিন্তা চেষ্টা ও তালিমে আয়ত্ত হয়েছে, উত্তরাধিকারী মানে তো কেবল ভিটেটুকু আর বাসন-কোসন নয়। সমাজ-শাসনের আসন তো একদিন আপসে আসবে, তখন কার দারস্থ হব ভাই? জানা না থাকলে শেষে কারও অনিষ্ট ক'রে ফেলব নাকি?

শুনে বললুম, ব্র্যাভো বন্ধু!

যে কারণেই হোক, জষ্টিস্‌দের কামরায় ঢুকে পড়া গেল। গাড়িতে উঠে সেই পাকা পাঁচজনকেই পেলুম। কিন্তু এ কি ভাবান্তর! চেহারা চিন্তাকুল, বিষণ্ণ। হ'ল কি?

সেই প্রথম বক্তা বিশ্বম্ভর ভাদুড়ী যেন ঘুম ভেঙে বললেন,—"ওর বাপ গুপী লাহিড়ী বলতেন, ও আমার লগ্নচাঁদা ছেলে।" তাই বটে, আমটি কোম্পানির ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে পড়ে!

চন্দরবাবু ব্যগ্রভাবে ভ্রূ কুঁচকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি, অমন মুষড়ে গেলে কেন? কাল রাতটা পরিবারের কলিক নিয়ে ঘর-বার ক'রে কেটেছে, মণ্ডপে তাই হাজির হতে পারি নি, এরই মধ্যে এমন কি—

প্রথম বক্তা বিরক্তভাবে বললেন, কার পরিবারের কোন্‌টা নেই, একটা ছাড়লেই হ'ল। যাক, এখন যে বাড়াভাতে ছাই পড়ল!

চন্দরবাবু। একটু খোলসা ক'রে বল দাদা। আমাদের সে যৌবনের দিন বহুদিন চ'লে গেছে, তখন ঠারে ঠোরে কাজ হ'ত, চোখের ভাষাই যথেষ্ট ছিল,—মনে পড়ে তো,—তেহি নো দিবসা গতাঃ। এসব যে স্বতন্ত্র কথা, একটি কথায় কেস মাটি হয়। খুলে বল, তুমি অমন হ'লে চলবে কেন? তুমিই আমাদের ভরসা।

ভাদুড়ী বিশ্বম্ভর হতাশভাবে বললেন, ভরসা ফরসা হয়ে গেছে। নিমাই বীইং প্রপার ম্যান, তাকেই পরামর্শ-সভার সঙ্কল্পাদি পাকা ক'রে আসতে উমেশ জ্যেঠার কাছে পাঠিয়েছিলুম। তারপর যা, নিমাইয়ের মুখেই শোন। বল না হে নিমাই।

নিমাই। কি আর শুনবেন দাদা? বিশ্বম্ভর দাদার উপদেশগুলি সারারাত মওড়া দিয়েছি, একটি কথা না ভুল হয়। সকালে উঠে সাতটা না বাজতে সব সেরে আগেই নতুন গাছের প্রথম ফল লাউটা কচাৎ ক'রে কেটে নিলুম, শুধু হাতে যাব! উমেশ জ্যেঠার বৈঠকে মাথা না গলাতেই মাথা ঘুরে গেল। আটচল্লিশ বছরে যা দেখি নি, আটটার আগে যে ওঠে না, চা না খেয়ে দুর্গানাম করে না, সেই খোশ-পোশাকী নিতাই গলায় গামছা, মলিন বস্ত্র, জ্যেঠার পায়ের ধুলো নিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়াল, জ্যেঠা তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কল্যাণ হোক।

"তিন রাত্রির ঘুম নেই জ্যেঠামশাই, আমাকে বাঁচান। সব শুনেইছেন এই হতভাগ্যের কথা, এ জন্মের তো এই সাজা। চুলোয় যাক তারা। এখন আপনাদের এই হতভাগা ছেলের পরজন্মের উপায় ক'রে দিন। বাপ-পিতামোর আর আপনাদের কুলাঙ্গার হয়ে থাকতে পারব না। আমার ব্যবস্থা ক'রে দিন জ্যেঠামশাই। ওদিকে আপনার বউ কেবলই ফাঁক খুঁজছে ভাদুড়ী-পুকুরে ডুবে মরবার। আমি এখন কি করি? ছুটির কদিন না হয় আগলালুম।—আমাকে বাঁচান।—ব'লে কাঁদতে লাগল।"

"রাম রাম, অপঘাতের কথা মুখে আনতে নেই। হয়েছে কি, এমন ঘটনা তো নতুন নয়, তার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাও রয়েছে, সেটি ক'রে ফেললেই পরকালেও মুক্তি। তুমি রাজি হ'লেই হ'ল।"

আপনি যা হুকুম করবেন, তাই করব। রাজি আবার কি, আমি আপনাদের ঘরের ছেলে, আদেশের দাস!

তবে আবার ভাবনাটা কি, তুমি বউমাকে দেখ গিয়ে, পাগলামি না করেন। ব'লো—আমি কথা দিয়েছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী বউ হয়ে অপবাদ না কেনেন, আমাদের মাথা নিচু না করেন। ব্যবস্থাদি আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। বিশ্বম্ভর, চন্দর সকলকেই ডাকাচ্ছি, যাও, তাঁকে দেখ গিয়ে, দরকার হয় আমি নিজেই যাব। যাও, ভেবো না, কিছু খরচ হবে বটে।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে সে—

তবে আর কি! যাও, বউমাকে দেখ। ইত্যাদি।

নিতাই তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে, পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। যাবার সময় চোখোচোখি হওয়ায় আমাকে বললে, দাদা, আমি বড় বিপন্ন, সকলেরই সাহায্যপ্রার্থী, আমাকে উদ্ধার ক'রে দিন। আপনারাই আমার ইহলোক, আমার সব। দেখে শুনে পরজন্মের ভয়েও বড় ভীত হয়েছি দাদা।

বলতেই হ'ল, কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, সকলেই তোমার পক্ষে। তোমাকে কে না চায়!

নিতাই প্রণাম ক'রে চ'লে গেল, আমারও কাজ ফুরিয়ে গেল। কথার মধ্যে জ্যেঠামশাইকে বললুম, নতুন গাছের এই প্রথম লাউটি দিতে এসেছিলুম, তা না তো বাড়িতে আপনার বউমার তৃপ্তি নেই।

উত্তম হয়েছে, ভোরেই মেছুনী মাগী চিংড়িমাছও দিয়ে গেছে। বউমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

আমি ফেরবার চেষ্টা করতেই বললেন, যাচ্ছ কোথা? দাঁড়াও, ফিরলে চলবে না। শুনলে তো সব। নিতাই ছোকরা বড় বিপন্ন, চিরদিনই ধর্ম্ম-

ভীরু, পরকাল পর্য্যন্ত ভাবছে, তার ওপর সতীলক্ষ্মী বউমা, সত্বর উপায় না পেলে, শুনলে তো, আমি আর কথাটা মুখে উচ্চারণ করব না।

সব শুনেছি জ্যেঠামশাই, আপনি যেমন বলবেন, তাই করা হবে।

"সে তো জানি, কিন্তু এটা সামাজিক কাজ। বিশ্বম্ভর, চন্দর, চিত্ত, তোমরা হ'লে আমার ডান হাত। কাল রবিবার সকালে সব এসে, সকলের মতামত ও পরামর্শ মত, কাজটির ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া চাই। নিতাই আমাদের ঘরের ছেলে, বাধ্য, কিছুতেই 'না' করবে না, বুঝলে ? তুমি বাবা, এই ভারটি নাও, সকলকে আমার অনুরোধ জানিয়ে একত্রে সব হাজির হওয়া চাই।"

আপনার আবার অনুরোধ কি, হুকুমই যথেষ্ট, তাই হবে। এই ব'লে চ'লে এসেছি। নিতাইয়ের নাকটিই কেবল বড় নয়, মাথাটিও মস্ত, দেখুন না, কি অভাবনীয় গোলটা বাধিয়ে দিলে! উমেশ জ্যেঠা সমাজের প্রধান হ'লে কি হবে, প্রধানের মত প্যাঁচ জানেন না, তাঁকে আগে থেকে তোয়ের ক'রে না রাখলে কবে আর তাঁর দ্বারা কাজ পাওয়া গেছে! রাম উল্টো বুঝেই থাকেন। এখন যা হয় ভাবুন।

বিশ্বম্ভর ভাদুড়ী। ভাববার আর কিছু পাচ্ছি না ভাই, থাকলে পেতুমই। গাঁথা মাছ খুলে গেছে, এখন হাতে কেবল গ্রামস্থ ফালাও পোলাও-কালিয়া আর বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা প্লাস ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় হইতে হাজারে ঘা পড়বে।

হাওড়া ষ্টেশন এসে গেল, কারও মুখে হর্ষ ফুটল না, 'মন্দের ভাল' বলতে বলতে সব বিমর্ষভাবে নেবে গেলেন। কেবল চন্দরবাবু উদাসভাবেই শুনছিলেন, নিশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললেন, বেঁচে থাকাটা কেবল শিক্ষার জন্যে, ম্যান লিভস্ টু লার্ন।

এতদিনে নিতাইদার জয়ে মনের মধ্যে সিম্প্যাথির সাড়া পেলুম। হাস্যমুখে দাস্যবৃত্তি করতে চললুম।

পরিশিষ্ট

সব জিনিসের পরিশিষ্টই মিষ্ট। ভূরিভোজনের পরও কেউ কেউ হাত চেটে থাকেন।

নিতাইদা কাজে জয়েন করেছেন; আমাদের গাড়ির আসর অবার জ'মে উঠেছে। সেদিন নিতাইদার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ফুঁড়ে আমিরী আতরের সুবাস গাড়িখানাকে বেগমমহল ক'রে তুলেছে। ব্যাপার কি দাদা, ব্যাগের মধ্যে আতরের শিশি ভেঙে গেল নাকি? হেসে বললেন, খোলবার হুকুম নেই যে, আর একদিন দেখাব, আজ থাক। ওর মধ্যে খানকতক পেস্তার বরফি ক'রে দিয়েছেন, মেয়ে-জামায়ের জন্যে।—ব'লেই এদিকে ওদিকে একবার চাইলেন। জামাই কথাটির প্রতিবাদ নয়, সমর্থ জানতে আগ্রহ হ'লেও সাহস হ'ল না, পাছে ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয়। দাদা বুঝতে পেরে বললেন, ভুল বলি নি ভাই। সেসব কথা এর পর শুনলেই ভাল হয়।

সেটা যে এখন আমাদের সাজার ব্যবস্থার মত হ'ল দাদা!

তবে সংক্ষেপে একটু বলি, ভেরি কন্‌ফিডেন্স্যাল কিন্তু, তোমাদের কাছে আমার অনিষ্টের ভয় নেই, তায় তোমরা গঙ্গাপারের ছোটখাট পল্লীর লোক, জন-বহুল স্থান নয়। জ্ঞাতিদের জানই তো, তাঁরা তো আমার কিছু খসিয়েই খুশি হন নি, মাইনাস অবশ্য উমেশ জ্যেঠা। অনেক বেছে মেয়ের মাষ্টার বার করেছিলুম, ওই উদ্দেশ্যেই—স্বঘর, কেষ্টনগরের ভাদুড়ী, রূপে গুণে রত্ন বলতে পার। এখন তো সে হাইকোর্টে দশজনের মধ্যে একজন। তাতে তার শাশুড়ীটিকেও যেন সেকেণ্ড এডিশনের রাজসংস্করণরূপে পেয়েছি। তিনি এখন ঘোড়ার চালে চলেন, বার্কের চালে বলেন, হিল্লোলের চালে হাসেন। আরে, কি বলতে কি বলছি, ড্যাম্ ডাইগ্রেশন, থাক। দু বছর না ফিরতেই নববিধানে বিবাহটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। জামাই সুবিলাস এখন সার্কাস রোডে বাড়ি করেছে, দুজন সেইখানেই থাকে। তাদের

সব গুছিয়ে দিয়ে, স্থিতু ক’রে, বাড়ি ফিরেছি। মাঝে মাঝে দুজনেই যাই আসি। এই পেস্তার বরফিও সেই সেরেস্তায় চলেছে ভাই।

থ্রী চিয়ার্স প’ড়ে গেল। বললুম, একটু পায়ের ধূলো দিন দাদা, আমাদের বুদ্ধি বাড়ুক।

বেয়ান বিভীষিকা

ক্ষুদিরামপুরের গোপীনাথ চট্টো বা গুপী চাটুয্যে,—সে যুগের আংলো ভার্নে-কুলার স্কুলে পড়া ভালোছেলে ছিলেন,—অর্থাৎ “ফার্ষ্টবয়” ছিলেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও চতুর। বাপের স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা, প্রায়ই রোগ ভোগ করতেন, আর শুয়ে শুয়ে ভাবতেন—গুপীর স্কুলের পড়া শেষ হোলেই, তাকে ক্যাম্বেল মেডিকেলে ডাক্তারী পড়তে দেবেন। ডাক্তারের দর্শনী আর বিলের টাকা, যোগাতে আর পারেন না।

গোপীনাথ স্কুল থেকে বেরিয়ে কিন্তু মোক্তারির মোহে পড়ে গেল। সে-জেলার আবহাওয়াই তাকে টেনেছিল। দেশে যত সুদৃশ্য বাড়ি বাগান,—কমলা যেন শাম্‌লাধারীদের দিয়ে রেখেছেন। বাপকে সহজেই বুঝিয়ে দিলে—“দেশে ডাক্তারি করার চেয়ে ঝকমারি আর নেই বাবা। গ্রাম—জ্যাঠা খুড়ো, মাসি পিসিতে পোরা। তখন আত্মীয়ের অভাব থাকবেনা। সকলের অবস্থাও তো জানেন,—ভিজিট তো নিতেই পারব না, আর দেবেই বা কে! ওষুধের ‘বিল্’ করাই হবে, একটা আলমারি জোড়া ক’রে তা ধরাই থাকবে। কিন্তু মোক্তারিতে নিত্য নগদ পয়সার মুখ দেখা যায়, আর পয়সা থাকলে ডাক্তারকে ঘরে বাঁধাও যায়। আপনি ভাবছেন কেন, আশীর্ব্বাদ করুন—বছর না পার হতেই তার পরিচয় যেন দিতে পারি। বুঝছেন না,—ডাক্তার হ’লে, অপ্রয়োজনেও পাশের গাঁয়ের গঙ্গাপিসি, ঘরের ডাক্তারের কাছে ছুটে

আসবেন—"শিগগীর ওঠ্‌, বাবা আমার ননী কেমন করছে, হরি রক্ষা করো—ষাট্‌ ষাট্‌—গিয়ে যেন।"…তখন পায়ে পায়ে যেতেই হবে। ননীর ডুবার নাকি দাস্ত হয়েছিল। গিয়ে কিন্তু তাকে পেয়ন্না গাছে পাব! "ও কিছু নয়" বললে শোনে কে? তারপর পিসির সঙ্গে শিশি হাজির! অদরকারেও ওষুধ চাই। যেহেতু "আমার কাছে আবার দাম চাইবে কে? যাক্‌, এখন আপনি যেমন বলবেন"—

গুপীর যুক্তির কাছে বুড়রাও টুপি খোলেন। বাপ আর কথাটি কইতে পারেন নি,—আশীর্ব্বাদই করেন। তখনকার লোকের আশীর্ব্বাদ নাকি ব্যর্থ হ'তনা মোক্তারিত গুপীর অর্থ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ বাধামুক্ত দাঁড়ায়। গ্রামের লোক, সকল কাজেই গুপীর পরামর্শ মত চলে! ধারণা—আইন জানা লোক সবজান্তা হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার "রাস" তাদের হাতেই থাকে—সব দেশেই। বুদ্ধির জন্যই বৃহস্পতির খ্যাতি। গুপীও বাল্যাবধি বুদ্ধিমান।

এ হেন গুপী মোক্তার ডাবা হুঁকোয় নল লাগিয়ে, চিন্তাকুল অন্যমনস্কভাবে বেতালা ফুড়ুক্‌ ছাড়ছিলেন,—তামাক পুড়ে ধোঁয়া যে ফিকে মেরেছে সে দিকে লক্ষ্য নেই। গ্রামের অনেকেই তাঁর বৈঠকে—কাজে বা অকাজে, নিত্য হাজির দেন, গুড়ুক টেনে যান। আজও এসেছিলেন।

নটু জ্যাঠা তাঁকে তদবস্থ দেখে, অসহিষ্ণুভাবে বললেন—"কি হয়েছে কি? একেবারে বেহুঁস্‌ যে? কাল তো বে-ই বাড়ি মেয়ের সংবাদ নিতে গিয়েছিলে শুনলুম। এত মনমরা ভাব কিসের, রোগটা কি? গুমোট্‌ মেরে কেন? সব ঝেড়ে বলো,—দাও, হুঁকোটা ছাড়ো। ডাবাটা যে বাঘের থাবায় পড়েছে!"

মতি মাষ্টার বললেন—"তা ভালোই বলো আর মন্দই বলো, মণিমালার অসুখ শুনে যাচ্ছ, দিনটা মঘা হলেও ব'লে বাধা দিইনি ভাই। কেমন, সব কুশল তো?"

আশু খুড়ো মাঝে মাঝে ইংরিজি কন্‌, বললেন—A man is Known by the company he keeps—ছেলেদের সঙ্গে থেকে থেকে পণ্ডিতদের

বুদ্ধি ষাট বছরেও আঠারোয় আটকে থাকে। বলনি, তো মঘার কথা আজ এখন শোনাবার কি তাড়াটা ছিল ?"

মতি মাষ্টার অপ্রস্তুতভাবে—"তা তা, সে সময় তো কেটে গেছে"—

শম্ভুদা বললেন—"থামো থামো—থাক্। সকলেরি মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে, আগে গুপীর কথা শুনতে দাও—যে জন্যে আসা। আমার বেই-বাড়ি 'পাঁচ' পেরিয়েছে ও স্থান সম্বন্ধে আমার জানতে কিছু বাকি নেই ও আফগানিস্থানের বাবা! প্রায়ই ফৌজ্‌দারি আদালতের কাছাকাছি বা 'ফাউ'। মঘায় নৌকোডুবি কি কোলিসন্ হয় বটে, ওগুলি নিজগুণেই মঘার আড্ডা—মিষ্ট কথার হুলে ভরা মৌচাক্। তবে গুপী আমাদের পরম বন্ধু বুদ্ধিমান, ঢেউ কাটাবার "ষুণ্ডি গণেশ"। বিশেষ দেখে শুনে কাজ করেছেন। সে দুর্ভাবনা নেই।"

এতক্ষণে গুপী মোক্তার—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলেন ও ভৃত্য পেল্লাদকে তামাক দিতে হুকুম ক'রে বললেন—"তোমরা আমার বহুকালের বন্ধু, এক সঙ্গে খেলেছি, তালপাতায় লিখেছি, পাল্‌কী চড়ে বে ক'রে এসেছি। এখন পৌঢ়ত্ব পেরিয়ে, চুল পাকিয়ে বৃদ্ধ হ'তে বসেছি। নাতী নাতনী নিয়ে সংসার করেছি। ছেলেদের মানুষ করেছি। মানুষ আর কাকে বলে,—যেমন ক'রে হোক্ দু' পয়সা আনছে তো ? ছেলের প্রার্থনা আর কিসের জন্যে ? দু'পয়সা আনলেই জন্ম সার্থক,—আর বিবাহ ক'রে বংশরক্ষা করতে পারলেই বাহবা,—কি বলো ? তাও তারা মন্দ করছে না।"

ধর্ম্মদাস রায় গুড়ুক টেনে খক্ খক্ ক'রে কাস্‌তে কাস্‌তে বললেন—"বয়সের দোষে রে ভাই, শেষ্-টান্ আর সয়না। ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা! নাও আশু-খুড়ো, যে সর্ব্বগ্রাসী নজর হান্‌ছ, তামাক আর তলাবেনা, নাও।"

—"ওতে আর কিছু রেখেছ কি—নল্‌চে ফাটা টান। বর্দ্ধমেনে গুরু-মশায়ের সর্দ্দার-পোড়ো ছিলে, হবে বইকি! দেরে পেল্লাদ—কল্‌কেটা বদলে দে বাবা।—হ্যাঁ, যে কথা শোনবার জন্যে আমরা ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, তুমি তো গুপী সে দিক মাড়াচ্ছনা। যা আরম্ভ করেছ সে সবই ঠিক্। ছেলেরাও

লায়েক হয়েছে—ভারতচন্দ্রের মহাভারত কণ্ঠস্থ তাও ঠিক্। সে অন্যদিন শুনব। অমন অস্বাভাবিক রকম ভোঁতা মেরে ছিলে, তা'তে আমার যে পীলে চম্‌কে দিয়েছ। আগে মণিমালার অসুখটা কি, সে কেমন আছে ইত্যাদি বে-ই বাড়ির সংবাদ শোনাও।"

গুপী মোক্তার তাঁর ব্যবসাগুণেই বক্তার লোক। আজ শামলা মাথায় না থাকলেও, পাঁচজনকে পেয়ে অভ্যাসই কাজ করছিল, গোড়াপত্তন ক'রে নিচ্ছিলেন। কাঁচা পাকা গোঁফে দু'বার হাত বুলিয়ে বললেন, "শুনবে আর কি, সত্যনারায়ণের কথার মত সবি তোমাদের জানা কথা,—শম্ভুদা তো বলেই দিলেন। কেবল "বেই বাড়ি, বেই বাড়ি" কথাটার প্রয়োগ আমার Caseএ ভুল হচ্ছিল। আমার বে-ই বাড়ি নেই—"বেয়ান বাড়িই" সুষ্ঠু প্রয়োগ"···

"অ্যাঁ"—তা তো শুনিনি। বেই কবে—কতদিন,—তাঁর শ্রাদ্ধ তো দোরে খিল্ দিয়ে হবার কথা নয়,—অ্যাঁ!

গুপী সহাস ভাবে—"আরে না না শম্ভুদা, বে-ই বেশ আছেন, ভালো আছেন। বাল্যকালে সেই "লেনিজ গ্রামার" পড়া Silent H.এর কথা মনে আছে তো? সংসারে তিনি সেই ভাউয়েলটি মেরে আছেন। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আছেন কেবল আমার বেয়ানের কটাক্ষের আঁচে—ঝল্‌সে!—আমার বেই হরিশমুখুয্যে শিবালয়ের ছোটে'খাটো ভূমিদার,—ঠিক্ জমিদার নন্, বউমাষ্টারের যাত্রার ভাঙাদলের পত্তনীদার—ভালোমানুষ—শিবালয়ের শিব বললে হয়। পত্নীর আওতায় প'ড়ে মুষড়ে গেছেন। মাতঙ্গিনী দেবী হাতে বহরে ঢাকা খেদার আমদানী, গজদাঁতও আছে। সেকেলে তিনমহল বাড়ির মধ্যে তাঁর আওয়াজে সকলে তটস্থ। সর্ব্বদাই চুপি চুপি ধ্রুপদী কণ্ঠে লক্ষ নাম জপ করেন। পথের লোক চম্‌কে যায়। হরিশ মুখুয্যে তখন ও পাড়ার রাসু-খুড়োর বাড়ি তামাক খেতে পালান। বাড়ির লোকের "বিপদি ধৈর্য্যম্" ছাড়া উপায় থাকেনা। দুর্গাপুরের দোয়ারীবাবু ধ্রুপদী, তিনি বলেন—ধ্রুপদের উৎপত্তিস্থান নাকি আমার বেয়ানের গর্ভে বা গলায়। নিন্দা ভেবনা, আমি প্রমাণ-সহ কথাই বলছি।"

নটু জ্যাঠা বললেন—"বলো, আমরা অবিশ্বাস করছিনা। তোমরা সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলনা জানি, বলো। কিন্তু আসল কথাটা যে"…

"হ্যাঁ—এই যে। সেই বেয়ান ঠাকরুণের একখানি পত্র বা পরোয়ানা পরশু পাই। তার মর্ম্ম—তাঁর কথাতেই বলছি। "তোমার মেয়ে কয়দিনই বা,—এখনো আড়াই বছরও হয়নি—এ বাড়িতে এসেছে। জমিদার বাড়ির অন্ন খেয়ে সেই কাটি চেহারা দোহারা দাঁড়িয়েছে। আনলায় দোল খাওয়া বালা আর অনন্ত আঁট মেরেছে, না বদলালে নয়। যাক্, সে পরে দিও। তোমাদের মত এ বনেদী বাড়ির উঠোন আর রোয়াক তো একসা নয়। তায় তোমার আদুরে মেয়ের গুণ অশেষ—অসাবধানীর একটি। ভাতের থালা নিয়ে 'ভোজ-বারাণ্ডায়' আসতে প'ড়ে গিয়ে কর্ত্তাদের আমলের কাঞ্চন-নগরের খাঁটি রূপসাই কাঁসার থালা ভেঙেছেন। তার আর আদায় নেই। তা চুলোয় গেলো, আবার কোঁতানি কি! বউমানুষের বেহায়াপনা ছাখো। সেই যে শুয়েছেন, আজো সেই হরিশয়ানেই আছেন। শুনেছি নাকি রক্ত আমাশা ছিল, তার ওপরে ঘুষঘুষে জ্বরও জুটিয়েছেন! পেট কামড়ানির সত্যি মিথ্যে মানুষের ধরার তো জো নেই! যে বাড়িতে রুই-কাতলা ছাড়া কোনোদিন পুঁটি চিংড়ি ঢোকেনি, গুণের বউয়ের পথ্যের জন্যে এখন কাঁড়ি-কাঁড়ি গেঁড়িগুগ্‌লি ঢুকছে। এ অধম্মোও অদেষ্টে ছিল! ঘেন্নায় আমার নন্দ বাড়ি ছেড়েছে। করতে তো কিছু বাকি রাখছিনা? নায়েব কপিল শুনে বললে—রোগের নামটি যে "দেশান্তরি"—ডিসেন্ট্রি মা! যেমন ছোঁয়াটে তেমনি কুচুটে।" শুনে বললুম—"আসলে রক্ত-আমাশা তো, তবু ভালো। কেউতো বলতে পারবেনা—বউকে না খাইয়ে নিরক্তে ক'রে রেখেছিল, ভগবান আছেন লজ্জা নিবারণ করেছেন। এতো হাঘরের বাড়ি নয় কপিল,—হাঁড়ি চাঁচা কাঁড়ি ব্যবস্থা আর নয়।" এসে নিজে দেখে যা করতে হয় করো, শেষ না বলো খবর দেয়নি। কখনো ত' আসা নেই, কেউতো তোমাকে ভদ্দর লোকের চিরকেলে প্রথামত, কিছু হাতে ক'রে আসতে—মাথার দিব্যি দেয়নি। এখন দয়া ক'রে একবার পায়ের ধুলো দিলে কেতাখো

হবো। সাবাস্ মেয়ে দিয়েছ,—সেই যে ‘বাবা বাবা’ বুলি ধরেছে—তা থামুক, আমরা বাঁচি। বাড়ির ওঁর যে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে সে আক্কেলও নেই। মাঝে মাঝে উঠে শাস্ত করতে যান। হুঁ, সেই মেয়ে কিনা, সেই শিক্ষাই পেয়েছে কিনা,” ইত্যাদি।—

“পত্র পড়ে তো আমার হাতে পায়ের খিল ঢিলে হয়ে গেল।”

“বলো কি মোক্তার—কোন্ মেয়ের বাপের না যাবে—ঘটোৎকচেরও যেত। এসব কথার কোনো আভাস তো এতদিন তোমার মুখে পাইনি। টাকা তো কম খরচ করনি গুপী,—আমরা তো সব জানি, নিজেরাই তো দাঁড়িয়ে থেকে সব করেছি, একি! শিবালয় একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, সমাজও আছে, মানুষও আছেন—”

“সবই আছেন, কাজ দেয়নি কেবল আমার নিজের বুদ্ধি, অর্থাৎ ‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়’। বাবার আদেশ ছিল—“শ্রেষ্ঠ কুল দেখে মেয়ে দেবে—আর কিছু দেখতে হবে না। তাতে ভগবানের আদেশ অমান্য ক’রে নিজের নিধনং ডেকে আনা হয়েছে। এখন দেখে শুনে নীরবেই বিষ হজম করছি। তোমাদের নিয়ে ভুলে থাকি,—ও ভুল ত’ আর শোধরাবার নয়।”

শুনে শম্ভুদা বললেন—“ও দুঃখ কোরনা—ও দুঃখু কোরনা। আমরা অনেকেই ওর আস্বাদ ভোগ করেছি, করছিও। কে আর ব’লে বেড়ায় বলো। যাক্ তারপর সেই বৈতরনী পার হ’লে কি ক’রে?”

“সে এক মহাভারত দাদা,—উদ্‌যোগ পর্ব্বটাই নয় শোনো।—আমাদের ঘরের ডাক্তার রাজকুমারকে নিয়ে সারাপথ তালিম দিতে দিতে, ঘোড়ার গাড়ি ক’রে হাজির হই, দুর্গানাম আর হৃৎকম্পও সঙ্গে ছিলেন কারণ একবার মেয়ে আনতে গিয়ে শুনে আসতে হয়—“কেন, মেয়ে জলে পড়ে আছে নাকি? দু’বেলা কুলীনের অন্ন পেটে যাচ্ছে—তা জানো? তার ভালোটা এখন আমরা দেখব—তোমরা নয়”—ইত্যাদি।

—“বেয়ানই এগিয়ে এলেন—ঘোমটা তাঁর নথপরা নাকের ডগা পর্য্যন্ত থাকে—বাক্য না বাধা পায়—সেটি জাত সাপের hood বা ফণার দ্যোতক।

বেয়ান পেণ্টালুন পরা পরপুরুষ দেখে একটু থমকে গেলেন। আমি পরিচয় দিলুম,—"ইনি আমার পরম বন্ধু—কলকাতার স্বনামধন্য নীরদ ডাক্তার। একসঙ্গে পড়েছিলুম। আমি বিপন্ন তাই দয়া ক'রে এসেছেন। ওঁকে পাওয়াই কঠিন—কলকাতার বাইরের লোক ক'জনই বা ওঁকে আনবার ক্ষমতা রাখে।—

—"বেয়ান আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় তিরস্কার ক'রে বললেন —'তিলকে তাল করা তোমাদের কেমন স্বভাব! নয়া বড়লোকদের ওটা হয় বটে। টাকার পরিচয় এই সব কাজেই পাওয়া যায়। কি হয়েছে কি এমন? এ দেখছি ঘটার অসুখ। তা এসেছ যখন, একবার দেখে যাও—মেয়ের কান্না কমুক্'—ইত্যাদি—

—"গিয়ে যা দেখা গেল, তার বর্ণনা শুনে ফল নেই। আমার ত' মাথা ঘুরে গেল। তখনি বোধ করি একটা পাথর বাটী ক'রে একটু ফিকে রংয়ের বার্লি এনে রাখা হয়েছে। মেয়েটা ছট্‌ফট্ করছে।—ডাক্তার থারমামেটারটা বার ক'রে বেয়ান গিন্নির হাতে দিতে গেলেন। তিনি সাতহাত সরে গেলেন—"আমার এখনো জপ শেষ হয়নি।"

—"বাড়ির ঝি দাঁড়িয়েছিল—"এখন ত' সকলেই দেখতে জানে" ব'লে ডাক্তার তার হাতেই দিলেন।

—"কিন্তু আপনাকে যে চাই মা—বউয়ের পাশে একবার বসুন, আমি যে জায়গাটা দেখিয়েছি আপনি না হয় হাত দিয়ে দেখুন। সকালে ১০৩° জ্বর থাকবার তো কথা নয়, কারণটা বুঝলে সেইমত ব্যবস্থা করতে পারি।"

বেয়ান রুষ্ট মুখে বললেন—"ও-সব এ বাড়ির রেওয়াজ নয়, এ সে বাড়ি নয়।"

"তা বুঝতে পারছি মা, কিন্তু caseটা গোলমেলে পাছে দাঁড়ায়...তখন... তা না হয় কোনো মেয়েকে ডেকে দিন্‌না। শেষ আপনাদেরই বড় ভুগতে হবে যে..."

বেয়ান মনে মনে ভয় পেলেও একটু হাসি টেনে বললেন—"ওসব

কলকাতায় করতে হয় বটে নইলে কদর থাকেনা জানি। ঐ একটা কাঁচের কাটির কথা শুনে তোমাদের কাজ তো! গুরুর কথাতেই লোকে বড় বিশ্বাস করে।"

ডাক্তার সবিনয়ে বললেন—"আমরা আপনাদের ছেলেপুলের মধ্যে, যতটুকু জানি—রোগটা বুঝতে ওসব যে করতে হয় মা! আর ঐ কাঁচের কাঠির কথা,—তা মা ওর সাহায্যেই আমাদের লাটের অসুখও দেখতে হয়।"

"তুমি ভদ্রঘরের ছেলে দেখছি। না হয় আর একবার নাইবো। এ বিছানায়" ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে, সামলে—"রোগীর বিছানা কিনা!"

ডাক্তার বল্‌লেন—"তা ত' ঠিক কথাই। কষ্ট হবে তা বুঝছি মা। অনেক রুগী ফেলে বাল্যবন্ধু গুপী ভায়ার অনুরোধ এড়াতে না পেরে এসেছি। আপনার অসুবিধে বুঝতে পারছি, বেড়ে গেলে এর পর আপনাদের বিব্রত হ'তে না হয়—তাই। আমি ত আর বার বার আসতে···। হ্যাঁ, এই খানটায় একবার হাত দিন মা।"

'মা' বুলিটাই কাজ দিলে। বেয়ান সদয় হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাত দিতেই রোগী 'মাগো বলে কেঁদে উঠলো।"

"চুপ করো বেহায়া মেয়ে,—বাপ এসেছে কিনা···"

ডাক্তার একটু গম্ভীর মুখে চুপ ক'রে থেকে শেষ বললেন—"এখানে নিশ্চয়ই ভালো ডাক্তার আছেন, কিন্তু···"

মণিমালা পড়েছিল সিঁড়ির ডান দিকে—তাতে একটা পইটের কোণ লাগে, তার তাড়সেই বেদনা ও জ্বর বৃদ্ধি। ডান দিকে লাগার আভাস ডাক্তার একটু পেয়েছিলেন। গুপীর মুখ থেকেও ধীরে right abdomen কথাটির সঙ্গে appendi পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে, আপনা আপনি ভাবার মত। ডাক্তার সজাগই ছিলেন—miss করেন নি। ডাক্তারের কথাই মাতঙ্গিনী দেবী একাগ্রে শুনছিলেন। তাঁর রাঙা তিজেলের মত মুখ রং বদলাচ্ছিল, চক্ষুর চঞ্চলতা ছিল না। বললেন—"তুমি বাবা ঘরের ছেলের মত। আমার বয়েস হয়েছে,—কর্ত্তা মানুষ নন, নানা ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে ঘর করি, সন্‌তেটি

পর্য্যন্ত নিজে পাকাই,—আবার উষা মেয়েটা সময় বুঝে বিউতে এসেছে। আমাকে খুলে বলো—তুমি আবার 'কিন্তু' বলেই অমন ক'রে রইলে কেন? রক্ত-আমাশা তো হামেশা লোকের হয়, গেঁড়ি গুগ্‌লির ঝোল আর আমরুলের রস খাওয়ালেই সেরে যায়, তাতে তোমার মত ডাক্তারের মুখে অমন "কিন্তু" বেরুলো কেন?"

ডাক্তার বললেন—"আশ্চর্য্য, আমি আপনার মত বুদ্ধিমতী দেখিনি মা, ওটুকুও লক্ষ্য করেছেন। আপনার একটি কথাও বেঠিক পেলুম না। রক্ত আমাশা সত্যিই তেমন মারাত্মক রোগ নয়—ভোগায় বটে। তার জন্যে "কিন্তু" বেরয়নি মা। তবে বউ আপনার বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বোধ করি মোক্ষম আঘাত পেয়েছিলেন, তার জন্যেই এই বিপদটি। সকালে ১০৩° জ্বর দেখেই চম্‌কে গিয়েছিলুম। যা অনুমান করছি তা যদি হয়, ভগবান না করুন, হ'লে মেডিকেল কলেজ ছাড়া উপায় নেই, গ্রামে বা বাড়িতে তা যে সম্ভব নয়, তাই মুখ থেকে "কিন্তু" বেরিয়েছিল মা। পেটে বোধ করি ফোঁড়ার সূত্রপাত হয়েছে—যাকে "এ্যাপিণ্ডিসাইটিস্" বলে"—

বেয়ান হঠাৎ বিচলিত ও রুষ্ট হয়ে বললেন—"তুমি কি বলছো ডাক্তার, এসব তো বাপের জন্মে শুনিনি। না হয় যা হবার হ'ত, কতো ত' হচ্ছে। আমার মাথা খেতে আসা কেন? বউকে কেইবা বেকায়দায় পড়তে বলেছিল। আর আমার "এ-পিণ্ডির" ব্যবস্থা করতেই বা কে বলেছিল! হাড়ে নাড়ে জ্বালালে, এখানে যদি না হয় তোমাদের মেয়ে নিয়ে যাও তোমাদের রাজবাড়িতে। একটা বউয়ের জন্যে এ বাড়ির বংশ মর্য্যাদাতো নষ্ট করতে পারব না—বাঁচাটাই কি..."

"ও কি করছেন মা—স্থির হোন্। আপনি এত বিচলিত হলেন কেন। ভাবনার কি হয়েছে? রাগ করেই বলুন আর মনের দুঃখেই বলুন—ভাল কথাই বলেছেন। এ অবস্থায় ওর চেয়ে ভালো ব্যবস্থাও যে আর নেই। ক্রোধের অবস্থায় বললেও শুনেছি যাঁদের পূজো পাঠের শরীর তাঁদের মুখ থেকে ভুল বেরয় না। মেয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল—রোগটা এই সবে দেখা

দিয়েছে, ভগবানের দয়া হ'লে এখনো বসে যেতে পারে—সেই চেষ্টাই ক'রে দেখা চাই। তারো অনেক ল্যাঠা আছে। উষা-মার (মেয়ের) আসন্ন প্রসবের অবস্থা শুনছি—আপনারো কম ল্যাঠা নেই। আপনাকে সব দিক্ দেখতে হবে তো। যা বলেছেন, ও ভগবানের বলানো। এখন দু' জায়গায় ঝঞ্চাটের ভাগ থাকাই ভালো মা। মাস তিনেক পরে, তখন বউ আনলেই হবে—কি বলেন?"

মাতঙ্গিনী দেবীর সে প্রলয়ঙ্করী ভাব, ডাক্তারী প্রলেপে ক্রমে শাস্ত হয়ে এসেছিল—একটু হাসিটানাভাবে বল্লেন—"আমাদের আনাআনি নেই বাবা, বেইকেই সঙ্গে ক'রে এনে রেখে যেতে হবে, এ বাড়ির নিয়ম তাই। কিছু মনে ক'রনা বাবা, একা মানুষ কতদিক আর সামলাব—মাথার ঠিক থাকে না, যেন আগুন ধরে যায়। মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে—নিয়েই যাও। আমিও মেয়েমানুষ—সব বুঝি তো—বাপ মার কাছে গেলে মন্দ হয় না। আমাদের কষ্ট হয় হোক—আপত্তি নেই বাবা। বাপ-মার কাছে সব কথা সহজে বলতে পারবে, এখানে তো পারে না—বউমানুষ কিনা…"

ডাক্তার বললেন—"দেখুন দেখি, আমার মায়ের চেয়ে এমন বিবেচনার কথা কে এমন বুঝবে। গুপী তো ও প্রস্তাব করতে সাহস পায় না, তাই বোধ করি চুপ ক'রে আছে।"

"ওমা—সে কি কথা। তবে মোক্তারি করেন কি ক'রে? ওঁর মেয়ে উনি নিয়ে যাবেন তাতে আবার…"

আমি তখন বলতে বাধ্য হলুম—"যে বাড়িতে কত চেষ্টা ক'রে মেয়ে দিতে পেরেছি—সে বাড়ির মর্য্যাদা কত্তো তা'ত আমি জানি। তাঁদের সনাতন নিয়ম রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য, সেটা ভঙ্গ করতে সাহস কি ক'রে পাব বেয়ান? তাই ওকথা মুখে আনতে পারিনি।"

"তা ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু তোমার মেয়ে যে অনাছিষ্টি ক'রে বসেছেন। এ বাড়ি চিন্‌তে ওর অনেক দেরী…"

"এটিও আপনার ঠিক কথা মা এখনো ওঁর ঘর বুঝে নেবার—যাক্। মা যখন অনুমতি দিচ্ছেন, এখন তোমার তো আর বাধা নেই ভাই।"

"না—এখন আর আমার বাধা কি ডাক্তার। কিন্তু তুমি তো ভাই ব'লে রেখেছ—এখান থেকে সোজা কলকাতায় পাড়ি দেবে..."

ডাক্তার বললেন..."সেই কথাটাই ভাবছি ভাই। (বেয়ানের দিকে ফিরে)—কিন্তু সঙ্গে একজন ডাক্তারের পৌঁছে দিয়ে আসতে যাওয়ারও যে দরকার হবে মা। দু একটা ওষুধও সঙ্গে থাকা চাই—ডাক্তারদের ওটা রাখতে হয়"—

"তোমার সঙ্গেও আছে নাকি?"

"তা আছে বইকি মা, ডাক্তারদের দায়িত্ব যে অনেক, পাড়াগাঁয়ে পথে ঘাটে কারো কিছু ঘটলে, কোথায় কি পাব"—

"তা হ'লে বাবা—তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দুর্ভাবনা থাকে না, সেটা আজ হ'তে পারে না কি?"

"আজ? শরীর ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল দেখলুম যে।" একটু চিন্তিত ভাবে আপনা আপনি—"দু একদিনে বেড়েও ত যেতে পারে—তখন আর—"

"আচ্ছা, আমরা বাইরে গিয়ে বসছি। আপনি একটু আদা-আদি জল মেশান গরম দুধ—চামচ্ চামচ্ ক'রে বউকে খাইয়ে দিতে বলুন। আমি আধ ঘণ্টা পরে আর একবার দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব।"

"উভয়ে বাইরের বৈঠকখানায় এলুম।"

—"একটা কথা বলতে ভুলেছি—বেয়ানের স্বহস্তে পাকানো মার্ব্বেলের মত আটটি তামাকের গুলি—বরাদ্দ মত বেই নিত্য পেয়ে থাকেন। আমরা আসছি দেখে তামাক সাজবার জন্যে তিনি তার তিনটে গুলি একত্রে চটকাবার উপক্রম করছিলেন। নচেৎ তারা যে অগ্নিস্পর্শেই উপে যায়..."

—"মাতঙ্গিনী দেবী, সঙ্গেই এসে পৌঁছেছিলেন গুড়ুকের দুর্গতি দেখে বললেন—"ও আবার কি হচ্ছে?" হরিশবাবু থতমত ভাবে বললেন—ভদ্রলোকেরা এসেছেন, তিনটে এক সঙ্গে না নিলে যে বেইয়ের" ..

"বেইয়ের না তোমার? আট ছিলিমও পার নেই—সংসারের শনি।—আচ্ছা!"…বাকিটা তাঁর চক্ষুই ব'লে দিলে, আর ঐ "আচ্ছার" মধ্যেই রইল।—"যাই দুধ খাওয়া হয়েছে বোধ হয়, দেখিগে।"

ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ মা—ওটা আগে।"

"—শোনা গেল, ভেতরে কে বলছে—বাড়িতে দুধ কোথায়?"

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"ব'য়ের সঙ্গে কি কি যাবে মা?"

বেয়ান বলছেন—"যাবে আবার কি? রোগ নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে—দু'খানা আটপৌরে কাপড় দিলেই হবে।"

"আর গয়না টয়না?"

"তোরা আমায় পাগল করবি"—আর শোনা গেলনা।

হরিশবাবু ভবিষ্যৎ ভেবে সব কটা গুলি চুলিতে চড়িয়ে দিলেন।

আমি বুঝলুম—"শুভস্য শীঘ্রম্।" ডাক্তারও সেই সঙ্কেতই করলেন। তামাক টানতে না টানতেই মাতঙ্গিনী দেবী হাজির।

ডাক্তার বললেন—"মা, নিয়ে যাওয়াই ঠিক করলুম, এখন বাড়ের মুখ, কি জানি যদি…তখন আর…। আপনি গাড়িতে তুলে দিন, আমি শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

"একি আসা হ'ল! দেরি—করতে বলতেও সাহস হয়না, হারামজাদা চাকরটা সেই গেছে—পথ চেয়ে রয়েছি। কিছু মুখে দিয়ে না গেলে যে…"

"না মা, আজ এ অবস্থায়, বুঝতেই পারছেন…আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট।"

তারপর আর কি শুনবে দাদা! কাল রাতে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। সবই রাজকুমারেরই করা, নচেৎ সে যমপুরী থেকে বার করবার উপায় শত সাবিত্রীও করতে পারতেন না। বেয়ানের ভাবটা—"বউটা গেলেই লাভ।"—হাজার দুই টাকার জিনিষ—হাতে রাখলেন। যাক্ তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর ডাক্তারের কল্যাণে এখন মেয়েটা বাঁচলেই যথেষ্ট।

রাজকুমার ডাক্তার বললেন—"গুপী ভায়া গাড়িতে যাবার সময় আমাকে

যেন পাখী পড়াতে পড়াতে গেছেন। সে রকম তালিম পেলে কার্ মামলা জিত্ না হবে। উপদেশ ছিল বেয়ানকে বিনয়ে একেবারে "মা" ক'রে নেওয়া চাই। মাথা নিচু ক'রে বসেছিলেন বটে, কিন্তু দরকারে চোখের কোণ আর পায়ের তাল্ কথা কইছিল। ইঙ্গিৎগুলোর মানেও বুঝিয়ে রেখেছিলেন। বলেও ছিলেন—রক্ত-আমাশায় সে বেয়ানের মন ভুলবেনা তখন ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবস্থা—ওই 'এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্'। এ সব সারা রাস্তা শিখিয়েছেন। বড় মোক্তার ও ফাঁকি দিয়ে হয় নি—স্কুল থেকেই ওর বুদ্ধির পত্তন্ ছিল—তোমরাও তো জানো। সে বাঘিনীর বাসা থেকে অন্য কোন মিয়াই মেয়ে আনতে পারতো না—এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি…"

গোপীনাথ বললেন—"কিন্তু তোমার সাহায্য না পেলে পারতুম না ভাই। বড় বড় ধুরন্ধর পাপিষ্ঠ সাক্ষীদের ঘাবড়ে যেতে দেখেছি, তাদের ভুলে মামলাও হেরেছি, কিন্তু তুমি ভাই…"

রাজকুমার—"Thank you for the Certificate আর নয়, মাপ্ করো। তুমি উত্তরসাধক রূপে না থাকলে আমার সাধ্যও ছিলনা ভাই।"

"আমরা কিন্তু জেনে রাখলুম" ব'লে সকলেই হাসলেন।

গোপীনাথ চিন্তিত ভাবে—"এখন ভাই মেয়েটার…"

ডাক্তার—"ওর জন্যে ভেবনা, মণিমালা এক সপ্তাহেই সেরে উঠবে। আমি ভাবছি তোমার বেচারা বেইয়ের জন্যে—তাঁর গুড়ুকের গয়া হয়ে গিয়ে থাকবে। তুমি তাঁর গুড়ুকের আড্ডায় মাঝে মাঝে সের পাঁচেক ক'রে ভালো তামাক পাঠিয়ে দিও ভাই—এইটি আমার অনুরোধ রইল!"

গোপী—"নিশ্চয় দেব ভাই। উঃ কি দজ্জাল!"

আশুখুড়ো বললেন—"নিজের জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেল গুপী, আর মেয়ের তরে স্বস্ত্যয়ন। শিবু আচার্য্যিকে আজই ডেকে পাঠাও।"

"সেই কথাই ভাবছি খুড়ো—দৈব ছাড়া বল্ নেই—পথও নেই।"

নটু জ্যাঠা বললেন—"অমন হয়, অমন হয়, পুরুষদের হাঁক্‌ডাক্ চিরদিনই বাইরে,—অন্দরে নয়। ছাঁদনা তলা থেকেই ওঁরা পুরুষদের কাঁধে চড়ে বড়

হয়ে আসেন, 'বর বড় না কনে বড়'র সাতপাকটা মনে নেই? সেই দাবীতেই আমাদের খাবিখাওয়ায়। ও ঝেড়ে দাও, যাক্—এত কথা কইলে, কিন্তু "সোনা" ফেলে। তোমার জামাই—নন্দদুলাল নাম না? তার উল্লেখ পর্য্যন্ত যে পেলুম না। জামাই ভালো হ'লে সব সয়ে যায়রে বাবা।"

"ক্ষ্যামা দিন জ্যাঠামশাই—গরিবের ঘরে সোনা না ঢোকাই ভালো। তিনি বেয়ানের 'মাদুলি-মোহন',—দেবতার দোরধরা ছেলে। অধুনা কলকাতার রূপচাঁদ পক্ষীর পেয়ারের শিষ্য—লক্ষ্মীর ধোঁয়ায় পাকছেন!"

"দুঃখু ক'রে আর কি হবে গুপী, দুনিয়াটাই এমনি। বেশী বয়সে বুদ্ধিমানদেরই পা খানায় পড়তে দেখি। তা না ত' তুমি কুলীনের কবলে পড়! যাক্, বলছিলে না—ছেলেরা লায়েক হয়েছে—মানুষ হয়েছে—অর্থাৎ কেরাণী হয়েছে। এইটিই আমাদের ধাতে সয়—"অমৃত-সমান" আর ভয় নেই। বাড়-বৃদ্ধি দু টাকা বছর, নজর বাড়তে দেবেনা—বড় কুলীনের বা বড়দের কাছে ঘেঁষবেনা।"

আশুখুড়ো বললেন—"Hear, Hear!"

সভা ভঙ্গ হল।

লুপ্তোদ্ধার

স্থান—কৈলাস

উমা। জয়া, একবার দেখে আয় দিকি কর্ত্তা কি করছেন? ধ্যানস্থ কি?

জয়া। তাঁকে আবার জ্বালাতন করা কেন?

উমা। আমি একা আর কত জ্বালাতন হব, আমি যে গেলুম! দিনরাত "মা মা" ক'রে ছেলেরা যে অস্থির করছে! আবার কি হ'ল? একটা না একটা লেগেই আছে!

জয়া। নতুন কিছু নয়, সে তো দুই-তিন বছর চলছে।

উমা। দুই-তিন বছর? কই, তা তো কিছু জানি না?

জয়া। আমার নন্দীর কাছে শোনা। তারা বহু দূরের, সেই অন্তর্যামীর দিকে থাকে কিনা, "মা মা" করে না, তাই শুনতে পাও নি। তারা নিজেকেই জানে, নিজের ওপর নির্ভর রাখে।

উমা। সত্য-যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝি,—বেদান্ত-চর্চ্চা করছে? ভালই হয়েছে—

জয়া। না, অতটা হয় নি, অহংকে আঁকড়ে ধ'রে মিথ্যাকে একদম সাফ ক'রে ফেলেছে, তাকে না সরালে সত্যের স্থান হয় না যে।

উমা। বলিস কি! ভেতরে ভেতরে ঠিক ভুলটি ধরেছে তো। হবে না, একদিন হতেই হবে, তা জানতুম। বড় আনন্দ পেলুম, বেঁচে থাক সব। ভারত একদিন আচার্য্যের আসন নেবে বইকি। কিন্তু কি লজ্জার কথা বল দিকি? ওঁর অপেক্ষা কেউ করলে কি, কেউ পুছলে? কতদিন আর সইবে? যাই, একবার শুনিয়ে আসি—(দ্রুত চ'লে গেলেন)

জয়া। (নিজে নিজেই) তাই তো, নন্দীর কথা শুনে কি করলুম! সেও তো টানে, না টেনে ওঁকে দেয় না। মিছে হ'লে ধমক খেয়ে না আসেন। যাই, বেলতলাটা ঝাঁট দিতে দিতে একটু শুনিগে। (প্রস্থান)

শিব আসনে ব'সে ঘন ঘন হাই তুলছেন,– চক্ষু বুজেই আছেন।

উমার প্রবেশ। তাঁর গতিটা একটু ত্রস্ত ছিল, শব্দ শুনে নন্দী ভেবে—

শিব। হারামজাদা, এখন তোমার হুঁস হ'ল? আজ না অমাবস্যা, রাত আর কতটুকু আছে? আমার সব কাজ বাকি—

উমা। রাত আবার কি? একপোর বেলা হয়ে গেছে। তিনটে চোখেও কুলুচ্ছে না নাকি?

শিব। কে, উমা নাকি—এত রাত্রে? কার্ত্তিক ভাল আছে তো?

উমা। আবার রাত? একবার চেয়েই দেখ না।

শিব। (হাই তুলে, চোখ না খুলেই) ইস, তাই তো!

উমা। (রুষ্টভাবে) আমার মাথা,—চোখ বুজেই—

শিব। পারি না বুঝি, এই দেখ। (ভুরুটা কেবল কোঁচকালেন।)

উমা। তাই তো, খুব হয়েছে। আর কাজ নেই, এদিকে যে শিবত্ব ঘোচে।

শিব। ঠিক বলেছ, পঞ্চত্ব ওই হারামজাদাই পাওয়াবে। রাত পোয়ায় —বেটার হুঁস নেই। হাই তুলে তুলে হাঁ বেড়ে গেল। একবার দেখ না, বেটা ঘুমুচ্ছে বুঝি—

উমা। ফের—আবার রাত?

শিব। আহা, বুঝছ না—বেটা গণ্ডমূর্খ, "ন দিবা শাপ্নি" ও জানে না। একটা ইংরিজী-জানা লোক দেখে—ওকে নিয়ে আর—

উমা। ঐ ইংরিজী-জানা পণ্ডিতদের কথাই তো বলতে এসেছি।

শিব। আঃ, বাঁচালে দয়াময়ী! এত দিকে নজরও রাখতে পার! শুনেছ বুঝি, এখন দারোয়ান পিওনদেরও ম্যাট্রিক পাশ ক'রে চাকরি পেতে হয়? দূর ক'রে দাও, দূর ক'রে দাও হারামজাদাকে, অভাব কি? এখন ভিখিরীও ভিক্ষে নিয়ে থ্যাঙ্ক্‌স দেয়, আর এ গর্দ্দভ পোড়া কল্‌কে দেয়! বেইমান, ব্রুট, এইবার বুঝবে বেটা—

উমা। এখন তুমি বুঝলে যে বাঁচি।

শিব। দেখে নিও। আমার এ "মরদ্‌কি বাৎ"।

উমা। ওদিকে মদ্দামি যে যায়! তোমার গেঁতোমি দেখে সুসভ্য শিক্ষিতেরা তোমার তক্কা না রেখে নিজেদের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেছে, "পুরুষকারে" পৌঁছে গেছে। বেদান্তের সারে পৌঁছে গেলে আমাদের আর পুছবে কে? তারা আর "বাবা বাবা"ও করে না, "মা মা"ও করে না—স্বয়ং সিদ্ধ। নিজেকেই জানে, নিজের ওপরেই বিশ্বাস। বলে সায়েন্সই সবার বড়, বুদ্ধির জোরে তাকে হাত করতে পারলে, কোনও মিঞার পরোয়া রাখি না।—কানের তো পলক নেই—শুনছ?

শিব। একটু আছে বইকি—ঐ জটাগুলো।

উমা। আরও ঘটা ক'রে বাঘ-ভাল্লুকের বাসা বানাও।

শিব। সাপগুলো মাথায় উঠেছে, দিন কত আনন্দ করুক না। ওরা নিজের ছেনা নিজেরা খায়—

উমা। কথাটা বুঝছ না, তুমি ধ্বংসের মালিক কিনা, এখন তারা তাইতে মাথা দিয়েছে ধ্বংসের কল বানিয়েছে—বানাচ্ছে। "গেল গেল" রব প'ড়ে গেছে ছুনিয়াময়।

শিব। আমার পরম সহকারী ভক্ত বল!

উমা। সহকারী নয়—কীর্ত্তিহারী। তোমাকে বাতিল করাই উদ্দেশ্য—ক'রেই দিয়েছে। বুঝেছ—দেবতা আবার কি? সব আমরা। আরও চোখ বুজে থাক—ভিক্ষেও মিলবে না। আমার কার্ত্তিক—(স্বরটা ক্রন্দনের আওয়াজ দিল)

শিব। আহা, শোন না। আমার কাজের বাধা তো তুমিই। সাধে কি চোখ বুজেছি? একবার 'মা' বললেই মাফ! ওদের 'সায়েন্সে' সেটি পারে না—শিশু-স্থদ্ধ মা সাফ। দোষী নির্দ্দোষ নেই। দেখ দিকি, কেমন সোজা রাস্তা! একে বলে বুদ্ধি,—তাদের বৃদ্ধি হবে না? যাক, কাদের এত বুদ্ধি বাড়ল? ভারতবাসীর?

উমা। ওগো না, তারাই তো "মা মা" ক'রে আমায় জ্বালাচ্ছে।

শিব। এখনও মুখ্‌খুরা আছে? যেতে দাও না, দু নৌকোয় পা দিয়ে থাকা কেন, যাক না। বছর বছর বাপের বাড়ি যাও কি চোখ বুজে? কেবল আমাকেই চোখ বুজতে দেখ? ওর যে আরাম কত, তা তো জান না।

উমা। কেন আমি চোখ বুজে যাব কেন? বাড়ি, ঘর, রাস্তা ক্রমেই পাকা হয়ে যাচ্ছে—দেখব না কেন? তুমি একবার চক্ষু সার্থক ক'রে এস না —মা কত বলেন—

শিব। বটে, সব পাকা হয়ে যাচ্ছে! আর তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত, আমাকে উৎসর্গ করা মন্দিরগুলো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে! রাতে গোরুর গাড়ি ক'রে কেউ আমার গঙ্গাজলী কু'রে আসছে, কেউ পাকা বাড়ির ভিতে গোর দিয়ে বাড়ি পোক্ত করছে, না? পরের মুখে ঝাল খাওয়া বিদ্যে শিখছে—বুদ্ধি বাড়ছে, ক্রমে পইঠে বানাবে, সেইটের অপেক্ষা করছি। পথ

পাও তো এইবার দেখে এস—বাপের বাড়ি খুঁজে নিতে হবে কিন্তু। আর 'কণকাঞ্জলির' লোভ যেন না থাকে।

সচকিত ভাবে কানঢাকা জটাগুলো সরিয়ে

বীণাবাদ্য না ?

বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ

নারদ। এই যে, মাও উপস্থিত। (উভয়কে প্রণাম)

উমা। এস, নারদ এস। অভীষ্ট লাভ কর।

শিব। এত রাত্রে যে ? সব মঙ্গল তো ?

উমা। আবার ঐ কথা ?

শিব। না, এত বেলায় যে ? (নারদের প্রতি) উনি বুঝতে পারছেন না, রাত কি দিন। (উমার প্রতি) হারামজাদাকে একবার ডেকে দাও না, হাই তুলতে যে আর পারছি না। রুষ্ট হাস্তে উমার প্রস্থান

(নারদের প্রতি) দুনিয়ার হালচাল কি দেখে এলে, সব ভাল তো ?

নারদ। (মাথা চুলকুতে চুলকুতে) মরবার বয়স পেরিয়ে গেলুম, কিন্তু ঐ "ভালর" অর্থটা মাথায় ঢোকে নি প্রভু। একজনের ভাল, আর একজনের মন্দ না হ'লে তো বড় দেখতে পাই না। কার কথা বলব—একটু খুঁট ধরিয়ে দিন।

শিব। ধর—এই যেমন 'সায়েন্স'।

নারদ। ও, ও তো আপনার ডিপার্টমেণ্টের কথা। তার প্রভাবই তো এখন পৃথিবীময়। প্রধান স্থান সেই নিয়েছে। ব্যহবা প'ড়ে গেছে। আপনাকে আর আসন ছেড়ে উঠতে হবে না, কাজ আপ্‌সে চলছে ও চলবে। তোফা জিনিস বানিয়েছে, একটা ছাড়লেই হাজার লোক ফিনিশ। দেবরাজের বজ্র তার কাছে এখন চীনে পটকা—আপনার 'টিকে' ধরাবার কাজে লাগতে পারে বটে।

শিব। বল কি হে নারদ—এমন ?

নারদ। বলেছি আর কই, অমন কত কি করেছে ; এক'রকম তো নয়। একটার কথা বললুম। ফলে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।

শিব। বাবাজীর নামটি কি ?

নারদ। সেটা পরে শুনবেন, আমার সাহসে কুলুচ্ছে না। আর একটার কথা বলি।

শিব। সে আবার কি, তাঁর কাজ ?

নারদ। তিনি উভচর, যাতে ঠেকেন, তিনি আর টেঁকেন না; তা জলেই কি আর স্থলেই কি। রাজপ্রাসাদকে স্পর্শ করলে দ পড়িয়ে হ্রদ বানায়, না হয় মরুভূমি। সমুদ্রে লৌহদেহ মানোয়ারি জাহাজে ঠেকেছে কি তিনি মাল-মানুষ সমেত তলসই। তাঁর নাম 'টরপেডো'। একটা গ্রাম গ্রাস করতে একটিই যথেষ্ট।

শিব। বড় সুখবর শোনালে নারদ। হ্যাঁ, ঐ প্রথমটির নামটি যে শোনা হয় নি।

নারদ। অভয় দিতে হবে কিন্তু, না অনুমতি নিয়ে একটা বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু। বয়স হয়েছে, স্নায়ু দুর্ব্বল, সহজেই ক্রোধের উদয় হয়, সইতে পারি নি।

শিব। সে তো আমারও গো। এই দেখ না, নন্দী হারামজাদা আজ জুতো খাবে দেখছি। ভাগ্যে তা নেই, তাই বেঁচে যাচ্ছে। আজ আর রাগের ভাগ অন্যে পাবে না, তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার। দুনিয়ার খবরের জন্যে আমি উৎসুক নই, তারা স্বাধীন জাত, মারতে জানে, মরতে জানে, আমার কাজ সহজেই চালাতে পারবে। পেন্‌শন নেবার বয়স হয়ে গেছে, কেবল কার্ত্তিকবাবুর খরচ যোগাবার জন্যে এক্সটেন্‌শনে থাকতে হয়েছে। বেটার পোশাক এসেন্স আর চুল-ছাঁটার বিলেই পিলে শুকুচ্ছে। আবার কে 'পেন্সিটি' আছেন, তিনিই ছেলেটির মাথা খেলেন। যাক, আমাকে ভারতের খবরটি শোনালেই হবে।

নারদ। (স্বগত) ফেললে গাড়ি নদ্দামায়। (মাথা চুলকে প্রকাশ্যে)

সব চাকুরে কিনা, আফিসে অধিকাংশেরই কাপি করা কাজ, তাই সব বিষয়েই তারা অনুকরণপ্রিয়, দাগা বুলুতে দক্ষ হয়ে পড়েছে, দোষ বড় নেই। বিদেশীদের যা দেখে, তাই শেখে। তাই পূজাপাঠ উঠে গেছে,—তাদের নেই কিনা। মন্দিরগুলোয় লোক ঢোকে না, ঢোকে ছুঁচো প্যাঁচা আর চামচিকে। শ্যাল-কুকুরের আড্ডাও হয়েছে। নাম আর করব না, সেদিন দেখি মন্দিরগুলো মিউনিসিপ্যালিটিকে বেচেছে, তারা মন্দির ভেঙে— ; আর শুনে কাজ নেই।

শিব। (জটা খাড়া হয়ে উঠছিল) বল, বল, শেষ কর—

নারদ। (বল পেয়ে) শেষ হবার দেরি নেই, আপনিই হবে। পূজো মনে মনেও চলে, চলতও, কিন্তু 'বম্‌বম্‌'টা এক-একবার সাড়া দিত। কোথাও তা কানে এল না, তখন প্রাণে এল রাগ, অপরাধ ক'রে ফেলেছি প্রভু, ক্ষমা চাইতেই এসেছি।

শিব। (ক্রমোচ্চ স্বরে) তারপর, তারপর ? (বলতে বলতে তৃতীয় চক্ষু ধক্‌ধক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল) বল, বল, তারপর ?

নারদ। (কাঁপতে কাঁপতে, স্বগত) তাই তো, করলুম কি ? (প্রকাশ্যে) থাকতে পারলুম না প্রভু। সায়েন্টিস্টদের ঠিকানা জানি না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করি, বুড়ো আর এই চেহারা দেখে সব পাগল ভাবে—কেউ লালবাজারের থানা, কেউ ধাপার মাঠ দেখিয়ে দেয়। ভাবছি ব্রহ্মার শরণ নিই, এমন সময় হঠাৎ এক বিকট কান্নার স্বর। বাঙালীদের কি দয়ার শরীর, মেয়ে মদ্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, বোধ হয় সান্ত্বনা দিতে। ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। কি গা, কি হয়েছে—কোথায়, কার ? কেউ কথা কয় না। একজন পাজামা-পরা প্রবীণ আমাকে ধাক্কা মেরে বললে, সত্বর একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়, সার্সিওয়ালা বাড়ি না হয়। বাইরে উঁকি মারবার চেষ্টা ক'রো না—শিগ্গির। ছুটলেন। আর একজন আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে। সেটা বাইরের ঘর, আরও কজন ছিল সব কাঁপছে আর ত্রাহি ত্রাহি দুর্গানাম। কথা কইলেই ধমক দেয়। তি

মিনিটেই আকাশ ফুঁড়ে উল্কা! চন্দ্র সূর্য্য যেন চারদিকে আলো ক'রে নামছে, আবার তার আওয়াজ কি! বজ্রপাত মেঘগর্জ্জন তার কাছে বোবা মেরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শহরময় হৈ-চৈ—পরেই হাহাকার, গেল গেল রব। পরে শুনেছি, উনিই সেই প্রথম নম্বরের তিনি, নাম "বোম্"।

শিব। (উত্তেজনার সহিত) কিছু কাজ হয়েছে ?

নারদ। কিছু হয়ে থাকবে বইকি, বস্তুটি কাঁচাখেগো কিনা। তবে ঠিক খবরটা কে রাখে ? যাদের কেউ গেছে, তারা রাখে বটে।

শিব। যে নাম শোনালে সে অকেজো হতেই পারে না, যমের সঙ্গে 'বমে'র অমন সুমিল যখন রয়েছে, কাজ করেছে বইকি। ধর্ম্মরাজের লিস্টখানা তলব করলেই পার।

নারদ। শুনলুম, তারা যা ছেড়েছিল, তা নাকি কিছুই নয়, খেলাঘরের পটকা, লোককে একটু ভয় দেখানো। এখনও আসল মাল ছাড়ে নি।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) শনৈঃ পন্থাঃ।

নারদ। আমার ঐতেই কাজ হয়ে গেছে প্রভু। এখন মেয়ে-মদ্দ, এঁণ্ডা-বাচ্চা, বালক-বৃদ্ধ সবার মুখে দিনরাত 'বম্' বেরুচ্ছে। বম্ ছাড়া কথা নেই। মোটর মেরে বাইরে বেড়ানো থেমে গেছে।

শিব। ওটা যে তেলের কাজ, তেল ফুরিয়েছে বুঝি—(অদূরে উমাকে ও পশ্চাতে নন্দীকে কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে আসতে দেখে) নারদ, কথা বদলাও, কথা বদলাও। তোমার ছিঁচকাঁদুনি মা-টি আসছেন। ওল্ড ফিমেল, বুঝেছ তো, হোল্ড ইওর টাং।

উমা এসে পড়লেন

(নন্দীর প্রতি) আর ফুঁ দিতে হবে না রাস্কেল। ওতে কিছু আছে কি ? টেনে এনেছ তো ?

কস্‌কে নিয়ে একটানে চতুর্দ্দিক ধূমাকার

উমা। (চোখে মুখে আঁচল ঢেকে) ধোঁয়ে যে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

শিব। হবে না ? আগুনে জল পড়ল যে! কল্‌কে নয়, বেটা ফায়ার

ব্রিগেড এনেছে। হ্যাঁ, নারদ, যা বলছিলে এইবার বল, উনিও এসেছেন, শুনুন। চোখে তো দেখতে পাব না, শুনেই সুখ। ওই তোমার দ্বারিক মোদকের দরবেশের কথাটা হে।

নারদ। বললুম তো।

শিব। ছাই শুনেছি। তখন কি আমার শোনবার অবস্থা ছিল?

উমা। বল না নারদ, আমিও শুনি।

নারদ। মা, সে আর কি বলব, দ্বারিক মোদক এমন তোফা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার খুলেছে, আর এমন সব জিনিস বানাচ্ছে, আগেকার পক্কান্নো, মোণ্ডা মেঠাই, রসগোল্লা সব গোল্লায় গেছে, এখন তারা কেউ 'পরিতোষ', কেউ 'পরিমল', কেউ 'পারিজাত'। পার্শেলের প্যাকেট, সুটকেসের বাছারা ব'য়ে নিয়ে যায়।

উমা। কোথায়?

নারদ। যেখানে বাঙালী আছে মা—পেশোয়ার, ফ্রন্টিয়ার সর্ব্বত্র। তৃতীয় নয়নটি তো খুলবেন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ষষ্ঠীবাটার ঘটা যদি দেখতেন! একেবারে অমৃত বণ্টন হচ্ছে! চাটগাঁ পর্য্যন্ত তার সুগন্ধ পৌঁছেছে। রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি নিত্য বরাদ্দ। লোকের ভিড় কি! মোদকের দেরাজে প্রশংসার পদক আর ধরছে না, দেশের অবস্থা ভালই মা। পুরুষেও নাচে, বলে শিব-নৃত্য। কই, বাবাকে তো কোনদিন নাচতে দেখি নি।

শিব। দেখবে দেখবে, দেখাব।

উমা। তোমার বাবার তরে দুটো মিষ্টান্ন আনতে হয়।

নারদ। লজ্জা দেবেন না মা, মনে যে হয় নি তা নয়। বাবুদের গান শুনিয়ে কিছু টিকিটও যোগাড় করেছিলুম।

উমা। টিকিট!

নারদ। সকলের পকেটেই ওই, তাইতেই পয়সার কাজ হয়, অথচ ছোঁয়াটে রোগ চালান দেয় না। এমন সময় দেখি, আমারই মত পাকাদাড়ি একটি প্রবীণ রাস্তায় দাঁড়িয়েই একটা 'সরোজকলি'তে কামড় দিয়েছে

একেবারে বেহাল, রসে দাড়ি ভেসে বসুধারা শুরু। মৌচাক যেন খোঁচা খেয়েছে। লোকটি অপ্রস্তুত, ফেলে দিয়ে বাঁচে। তাই সাহস হ'ল না মা, পাহাড়ী পথে—

শিব। হয়েছে, থাম, আর বর্ণনা বাড়িও না। (উমার প্রতি) ও আর শুনবে কি, ওইসব কথায় এতক্ষণ আমার মাথা খাচ্ছিল, ভাগ্যিস এসে পড়লে।

উমা। (নারদের প্রতি) বেশ করেছ যে, আন নি বাবা, পথে বিপন্ন হ'তে। গণশাকে যেন শুনিও না, একে পেটুক, তায় পেটের অসুখ লেগেই আছে। ভালই করেছ। সেখানে ছেলেরা খাচ্ছে, তাতেই আমার তৃপ্তি, তারা ভাল থাকুক। (শিবের প্রতি সহাস্যে) শুনেছ? ভারি মজা হয়েছে। আশ্চয্যি কাণ্ড! তোমার তরে নন্দীকে বলতে গিয়ে দেখি, একমনে ইংরিজী পড়ছে। হতভাগা তোমার সঙ্কল্পটা শুনলে কার কাছে?

শিব। সেটা আমি জানি, যার মা আছে তার শোনবার অভাব থাকে না। কিসেরই বা থাকে? (নন্দীর প্রতি) কি শিখেছিস, একটু শোনা দিকি, এদিকে আয়।

নন্দী। Rifle বলে বন্দুককে, Cannon হন কামান
বড় বড় কেল্লার গর্ব্ব এক গোলাতেই থামান।
Shell হন তোপের গোলা—গুলির ঠাকুরদাদা,
পাথরের প্রাকার ভেঙে বানায় বালির গাদা।
Tommy gun তোপের বাচ্চা—কাজ সারেন দ্রুত,
দ্বাপরের অভিমন্যু—অর্জ্জুনের সুত।
মাসতুতো ভাই Machinegun—হন হাজারীলাল,
ছারপোকার বংশ ছাড়েন—কামড়েতে কাল।
চাকায় চ'ড়ে সর্দ্দার আসেন—নাম তাঁর Tank
অস্ত্রের গুদাম তিনি—সবার বড় Rank,
Torpedoও রাখেন পেটে—তাঁর জলে স্থলে গতি
দুর্গ কি জাহাজের যম—ধ্বংসই নিয়তি।

Gunboat, Uboat কিংবা Cruiser,
Destroyer হউন না কেন—স্পর্শেই পাচার।
Battleship সে সামনে পেলে Cattle সম মারে,
ডুব মেরে Submarineগুলো সহজে কাজ সারে।
নানাবিধ Gasও হাজির, নাকে ঢুকলেই জখম,
হাসায় কাঁদায় অক্কাও দেয়, আছে কত রকম।
হ্যাঁ, Fire আগুনকে কয়, Steel ইস্পাৎ,
এই দুই কর্ত্তা মিলেই বাধায় উৎপাত।
তার চেয়ে জানা ভাল Hemp মানে গাঁজা,
বলেন তো এক ছিলিম সেজে আনি তাজা।

শিব। (উৎফুল্ল হয়ে) যা যা, শিগগির যা। চাকরির তরে আর ভাবিস নি রাস্কেল, এখন সাতপুরুষ বাধামুক্ত, সরকারী ভাষার গুণই ওই। বেঁচে থাক।

কল্‌কে নিয়ে আনন্দে নন্দীর প্রস্থান

(উমার প্রতি) তাই তো গো, বেটা দরকারী কথা সবই শিখে ফেলেছে দেখছি। এমন ওস্তাদ মাস্টার পেলে কোথায়?

উমা। তুমি তো আমার গ্র্যাজুয়েট কার্ত্তিককে দেখতে পার না।

শিব। বটে, তার এত বিদ্যে? বিলেত যাক, বিলেত যাক। অমন সোনার চাঁদ ছেলে এখানে মাটি হয় কেন?

তাজা ছিলিম হাতে নন্দীর প্রবেশ

ওকে আজ দুখানা বিস্কুট খেতে দিও। যাও, এখন সব ছুটি। (নন্দীর প্রস্থান)

উমা। (যেতে যেতে নারদের প্রতি) না খেয়ে যেন যেও না বাবা।

নারদ। প্রসাদ না পেয়ে তা কি পারি মা? এখানে চাল কত ক'রে পাচ্ছ মা?

উমা। (সহাস্যে) তোমার সে খোঁজে কাজ কি?

শিব। চারদিকে ঘোরে কিনা, খুব সস্তা দেখে এসেছে, এই সুযোগে

এখানে এনে ব্যবসা করতে চায়। ঢেঁকি তো সঙ্গেই আছে। আমাদের কুটবে বোধ হয়।

উমা। তোমার যেমন কথা! সস্তা শুনে স্বস্তি পেলুম, ছেলেরা পেট ভ'রে খাক। (চ'লে গেলেন)

শিব। (নারদের প্রতি) কতদিন স্নান করা হয় নি মনেই নেই। চল, একবার মানস-সরোবরটা হয়ে আসি। রাজহাঁসগুলো কেমন সুখে সাঁতার দিচ্ছে দেখে আসি, কদিন আর দেখতে পাব, কে জানে।

নারদ। কেন, স্নান করেন নি কেন?

শিব। (সহাস্যে) একটা অষ্টবজ্র যোগ খুঁজছি, একেবারে মুক্তিস্নানের ইচ্ছা, ছোটখাট বিয়োগ-যোগ আর নয়, অনেক হয়েছে। সাপগুলোও মুখ চেয়ে থাকে, শীতে মরে, তাই পারি না। তাদের খুশি রাখতে হয়।

নারদ। আহা! দেবতার দয়াতেই চ'লে যাচ্ছে।

শিব। ওরাই তো নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছে, মাছিটি পর্য্যন্ত ঘেঁষতে পায় না, লাফিয়ে কামড়ায়। ধ্যানের বড় সুখ। সুখে ডুবিয়ে রেখেছে। তেল মাখবে কি? বোধ হয় নেই। (উভয়ের প্রস্থান)

খুড়োর পরলোক-দর্শন

কালাচাঁদ-খুড়ো চিরকাল 'লিবারেল' লোক। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁর আপন, ভিন্নভাব কাকে বলে, জানেন না। রহস্য-প্রিয় স্বভাব। মিশন স্কুলে পড়েছিলেন—যীশুখ্রীষ্টকেও নমস্কার করেন, তুলসীতলাতেও মাথা খোঁড়েন, মসজিদ দেখলেও সেলাম দেন। শোনাও ছিল এবং চাকুরি-শেষে 'রিটায়ার' ক'রেও বুঝেছিলেন, ইংরেজেরা কিরূপ জীবতত্ত্বজ্ঞ—প্রাণনাড়ীর পাকা পণ্ডিত, সূক্ষ্ম হিসাবী। তাই পঞ্চান্নের পরে আদা-অন্নের ব্যবস্থা ক'রে ছেড়ে দেন। দেহে তখন আর রসকস থাকে না, মস্তিষ্ক মেধাশূন্য—ঝুনো হয়ে খড়ুলি মেরে যায়। থাকে খট্‌খটে শব্দ—পূর্ব্বকথার জৃম্ভন। বড় বড় ব্যাঘ্রবধের বাহাদুরি।

নাঃ, আর নয়। বেড়া এগিয়ে জমি বাড়ানো আর কেন? কিন্তু তার পরেও যে ছোবড়া ব'য়ে বাঁচতে হয়! খুড়োর পরলোকের চিন্তা এসে গেল। 'সেও যে একটা কি আছে!' খুড়ো মুশকিলে পড়লেন। তার জন্যে নাকি দেবতা বাছাই ক'রে একটিকে ধ'রে প'ড়ে থাকতে হয়। মানুষে মানুষ দেখেই জ্ঞানার্জ্জন করে, মানুষই নাকি ভগবানের 'ইমেজ'। নমুনোই সব ঘুলিয়ে দেয় যে, ভীষ্মও আছেন, ভস্মলোচনও আছেন! কিন্তু বিরূপাক্ষই যে বহুত।

আমি তো যীশু থেকে বিশু বা বিশ্বনাথ, সকলকেই সমান ভাবি। এ কি ফ্যাঁসাদ! যে দেবতারা কথা কন, তাঁদের পরিচয় কিছু কিছু মিলেছে। যাঁরা নির্ব্বাক, তাঁরাই নাকি আসল। বোধ হয়, দেবতার মধ্যে তাঁরা 'অভিজাত' হবেন, কথা না কইলে বুঝব কি ক'রে? শুনেছি, তাঁরা জাগ্রত, তবে বোধ হয় বাজে কথা কন না। হ'তে পারে দেশময় প্রবল বক্তৃতার বাড়াবাড়ি তাঁদের অবাক ক'রে দিয়েছে। তাই কথা বাড়ান না, কাজ না।

নাঃ, দেখতে হয়েছে। খুড়ো তীর্থযাত্রাই স্থির করলেন।

শুনে বাদল বললে, দাদামশাই, ভুল করছেন, আসল দেবতারা ঢের বেশী বুদ্ধি ধরেন, টুঁ শব্দটি করেন না। জানেন, কথা কইলেই বিপদ, এটা চাই, ওটা চাই। এটা সভ্যতার যুগ, আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ধারা আর কারাই সারা কাজ করে। ক্ষমা করবেন, ও বড়দের কথা এখন ছাড়াই ভাল, নন্দী-ভৃঙ্গীসহ কেউ বা পাহাড়ী বাবা। শিষ্যরা সজাগ, এগুতে দেয় না। আপনার কাছেই শিক্ষা, সাধকদের ধ'রে অর্থাৎ ছোট ধ'রে এগুতে হয়। আর একটা গোলমেলে কথাও রয়েছে যে, আপনার কাছেই শুনেছি, ধর্ম্ম ধ'রে জাত নয়, জাত ধ'রেই ধর্ম্ম। তাই আমার জাত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমাকে বোঝাবার জন্যে বলেছিলেন—এই যেমন আমি বাঙালী।

খুড়ো বললেন, সেই সব বুঝি মনে ক'রে রেখেছিস? তখন তোর শিক্ষানবিসির অবস্থা, তোকে শেখাচ্ছিলুম, জাতিধর্ম্মাদি বড় বড় কথা আয়ত্ত করবার বয়স তোর সেটা ছিল না, কথাগুলো শুনে রাখবার জন্যে আভাস দিয়ে যেতুম মাত্র। আমার কাছে সব জাতই আমার জাত, সব ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম।

ও কথা আজ কেউ শুনবেন না দাদামশাই। আপনি যে বাঙালী—এ কথা সকলেই জানেন। দাসত্বের সেবা যে অনেকেই পেয়েছেন। আমি আপনাদের অনেক পুঁথি যে ঘেঁটেছি। পরলোকের চিন্তায় দেবতা খুঁজছেন, আর আপনাদের দেশের দেবতাই তো শ্রীচৈতন্য। বাংলার চৈতন্য কি লোপ পেলেন?

খুড়ো হাঁ ক'রে অবাক মেরে শুনছিলেন, বললেন, এসব তুই কোথায় পেলি? আমার মাথা খেয়েছিস দেখছি। আমার গোয়াল ঘরের মাচাই ধর্ম্মের খাঁচা, ধর্ম্মের ব্রিডিং-হাউস পবিত্র গোবরের সারেই বাড়ে। ওসব গুহ্য গ্রন্থ প্রসন্ন-গোয়ালিনী রেখে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে প্রহিবিশনের দিন আসছে, পরিবেষণ আর চলবে না, আমার ওই গোয়ালের জীবগুলির মাথায় রইল যুগের প্রতীক্ষায়। তুই ইস্টুপিড তাদের ডিস্টার্ব করতে গেছিস কেন? দিশী ফ্যারাডে হবি নাকি? খবরদার, গোয়ালে আর ঢুকিস নি।

বাদল বেজায় অপ্রতিভভাবে বললে, আমি জানতুম না, মাফ করবেন, খান দুই মাত্র দেখেছি। তাতে না আছেন দেবতা, না ধর্ম্ম, কেবল 'আপ্ত' বাক্যের নববিধান, জাত আর ধাত বুঝে তাদের আবশ্যক মত প্রয়োগ।

সর্ব্বনাশ, সেইখানাই দেখে মরেছ! যাক ও সব বুঝতে পারবি নি, এইটুকুই বাঁচোয়া। বীরভূমের লোকটিও মারা গিয়েছেন, অ্যানোটেশন বেরুবে না।

তাতে একটা বড় মজার কথা আছে দাদামশাই, সেইটে একটু বুঝিয়ে দিন, আমি আর কথা কইব না, বড় লোভ পড়েছে। চুপটি ক'রে মৌনীবাবা মেরে ভাল ছেলে হয়ে প'ড়ে থাকলে দেবতা সকল ঐশ্বর্য্যই দেবেন। সত্যি নাকি দাদামশাই? এটা পারব, অনুমতি করেন তো লেগে যাই। মোটর চড়তে বড়—

খুড়ো একদৃষ্টে বাদলের দিকে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক চেয়ে থেকে শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, মোটর চড়বি তো দূর হয়ে যা। বেরো; আর নয়—

বাদল কাঁদকাঁদ হয়ে পায়ে ধ'রে বললে আমি বুঝতে না পেরে, আপনার

কাছে কেবল জানতে চাচ্ছিলুম, বীরের মত চুপ থাকলেই সিদ্ধি? সহজ কাজ ব'লেই লোভ হয়েছিল।

খুড়ো বাদলকে পুত্রবৎ পালন করেছেন, 'দূর হয়ে যা' ব'লে ফেলে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একটু মিষ্ট হাস্যে বললেন, লোভ মহাপাপ, খবরদার লোভ বাড়াস নি। উচ্চদরের সাধকদের আরও সহজ পথ আছে রে, সে সব ব'লে দেব, যেমন রোগীর সেবা, নিরন্নে অন্নদান, প্রভৃতি অনেক আছে।

আমার ওসব কিছু কাজ নেই দাদামশাই, আপনার সেবাই আমার সাধনা। বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল, তাই মনের উত্তেজনায় জিভ পিছলে গিয়েছিল, এই কান মললুম।

নে, তবে প্রস্তুত হ, পুটলি বাঁধ। আমি পরলোকের পরিচয় খুঁজতে বেরুব।

পুটলি আবার কিসের?

হুকো, কল্কে, টিকে তামাক, ছোবড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, দেশলাই আর একটা হাঁড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র তামাক খেতেন, জানিস? তাঁর 'কমলাকান্ত'খানি নিতে ভুলিস নি।

আর আমার বাঁশের বাঁশিটে?

আচ্ছা, সেটাও নে। এখন চা খাওয়া দিকি।

বাদল মহানন্দে চা বানাতে ছুটল।

২

কালাচাঁদ যখন রাঁচিতে ওভারসিয়ারি করেন, সেই সময় তাঁর বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জঙ্গলের মধ্যে সে ঢিল মেরে পাখি মারছিল, খুড়ো ঘোড়ার পিঠে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি তাকে দেখে, বোধ হয় তার রং দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, নিজের মতই পাকা শ্রীকৃষ্ণবর্ণ। তার পরিচয় জানবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। ঘোড়া থামাতেই ছেলেটি তাঁর দিকে চাইলে,

মুখেও একটু হাসির রেখা টানলে, ভয় নেই, ডর নেই। সুউজ্জ্বল টানা চোখ দুটির সঙ্গে সোজা সুন্দর নাক, পৃষ্ঠস্পর্শী কেশ, বয়স আন্দাজ দশ-এগারো হবে।

খুড়ো সস্নেহে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, নাম কি ?—বাদলা। কোথায় থাকিস ? —ঠিক নেই। বাপ মা ?—নেই। কি জাত—জানি না। খেতে দেয় কে, কি খাস ?—ডেকে কেউ দিলে খাই, না হয় শিকার করি, পাখি মারি, খরগোশ মারি, না পেলে এই তো জঙ্গলভরা ফল মূল পাতা রয়েছে। কাজ করিস না কেন ?—আমি যে বড় নই, কাজ কম হবে, কেউ দেয় না, তাই পাই না। কি কাজ জানিস ?—জমি কোপাতে পারি, কাঠ কাটতে পারি, আমার কোদাল কুড়ুল নেই, কোথায় পাব ?—ব'লে একটু হাসলে।

সে কি সুন্দর সরল হাসি! খুড়ো মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমার কাছে থাকবি, খেতে পরতে দেব।—কেন দিবি, কাজ দিবি না ? এটা আমার দেশ নয়, ক্ষেত-ক্ষামার নেই, কি কাজ করবি ?—না, তবে যাব না। ব'লে মাথা নেড়ে হাসলে। গাছের ডগায় পাখি খুঁজতে মন দিলে।

খুড়োর প্রাণটা কেমন ক'রে উঠল, দ'মে গেল, যেন দুর্লভ কিছু খোয়াচ্ছেন! কাজ না পেলে খাওয়া পরাও চায় না! খুড়ো তাকে ফেলে নড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললেন, কাজ আমার অনেক আছে রে বাদল, আমি একা মানুষ, সব কাজ ক'রে উঠতে পারি না, সময়ও পাই না।

বাদলা গাছের মাথা থেকে চোখ না নামিয়ে বললে, কি কাজ ?

আমার ঘর বার রোজ সাফ করবি, জল এনে দিবি, উনুন ধরিয়ে দিবি, বাসন মাজবি, ঘোড়ার ঘাস এনে দিবি, গরু চরাবি, আমি বাইরে গেলে বাড়িতে থাকবি, চৌকি দিবি, কাঠ চেলা করবি। যা না পারবি, আমি ক'রে নেব।

বাদলা তাঁর দিকে চাইলে, হাসিমুখে বললে, তুই করবি কেন, এ আর কি কাজ! কুড়ুল আছে ? আছে। জমি আছে ? বাসাবাড়ি—দু'তিন কাঠা ফালতু প'ড়ে আছে। কোদাল আছে ?—আছে।

—আচ্ছা, তবে চল্। জঙ্গল থেকে নিজের সম্বল বাঁশি আর একখানি লোহার বাঁটের ছুরি তুলে নিয়ে খুড়োর সঙ্গে চলল।

খুড়োর প্রাণমন তার প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিল, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেলেন, বাঁচলেন, রাজ্যলাভ ক'রে ফিরলেন।

সেই পর্য্যন্ত এই অনাথ বালক খুড়োর কাছে তাঁর আপনজনের মত আছে। তিনি তার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি লক্ষ্য ক'রে ক্রমে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, বাংলা ও চলনসই ইংরিজী শিখেছে। কিন্তু বাড়ির কাজকর্ম্ম সে ছাড়ে নি, বলে, আমি যে ওই করবার তরে কথা দিয়ে এসেছিলুম! সত্য যেন তার জন্মগত, আর ভার জন্মগত, আর ভয় কাকে বলে সে তা জানে না। খুড়ো তাকে নিজের আপন ব'লেই জানেন, আবার খুড়োকেও সে আপন ব'লে জানে, দাদামশাই বলে। বাদলের বয়স এখন একুশ। খুড়ো অনেক ক'রে তাকে জামা আর জুতো পরিয়েছেন। ওগুলোকে সে 'বাঁধন' ব'লে, হাসে, বাড়িতে পরে না, অস্বস্তি বোধ করে।

এই আমাদের খুড়োর পালিত বাদলের পরিচয়।

কালচাঁদ খুড়ো রিটায়ার ক'রে পূর্ণিয়াতেই র'য়ে যান দুটি কারণে। হোমিওপ্যাথির ওপর তাঁর পরম শ্রদ্ধা থাকায় অসীম অধ্যবসায়ে তার ব্যবহার যথাসম্ভব আয়ত্ত করেছিলেন। নিত্য বহু গরিব-দুঃখীদের ঔষধ দান করতেন, তাদের একপ্রকার বাপ-মাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, তারা সাবু-মিছরিও পেত। শিক্ষা সার্থক করবার এমন ম্যালেরিয়ার মালঞ্চ আর কোথায় পাবেন? আবার বাদলকে পাবার পর সংসারীর মতই হয়ে পড়ায়, ভবিষ্যৎ-চিন্তাও এসেছিল; ঘরবাড়িও বানিয়ে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, আমার হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিবি।

"ধর্ম্ম কি দেবতার সঙ্গে আবার হোমিওপ্যাথি মেশাবেন? আপনি তো বলেন, দু নৌকায় পা দিতে নেই।"

ঠিক বলেছিস, থাক।

গোরুগুলো ?

তাদের দড়ি খুলে দে, এটা বিরাটের এলাকা, দলে গিয়ে মিশুক, বুদ্ধি খেলিয়ে বেশ থাকবে। কাশীর ষাঁড় দেখিস নি, লোকের গলা থেকে মালা ছিঁড়ে খায় ? ওরা আমাদের মঙ্গলের বা শিবের বাহন, সুতরাং ধর্ম্মেরও, তাই নমস্কার করি ; অহিংস স্বেচ্ছাসেবকও বলা যায়। ধর্ম্ম শিক্ষার সহায়।

কিন্তু শিং আছে যে !

বিধানে তার ব্যবহার নেই, ওটা আত্মরক্ষার্থে নৈতিক শক্তিপূতঃ।

বুঝতে পারলাম না।

ক্রমে বুঝবি, এখন চল।

বাদল না আবার প্রশ্ন ক'রে বসে, তাই মনে মনে 'দুর্গানাম' ক'রে খুড়ো বেরিয়ে পড়লেন।

কোন্ দিকে যাবেন ?

সেই কথাই ভাবছি। বৈদ্যনাথের সংবাদ নিয়ে বীরভূম রওনা হব, কি বলিস ? সেখানেই আছেন।

এখন তো তাঁরাই জাগ্রত, কথা কন তো তাঁরাই করেন, শক্তি তাঁরাই। দেবদেবী আমরাই বলি, ওসব বৈয়াকরণদের বিশুদ্ধ বুলি, আসলে সব এক, সবাই দেবতা রে।

তবে তাই ভাল, আপনার দেবতা মেলা নিয়ে কথা।

৩

মনিহারিঘাটে পৌঁছে মা গঙ্গাকে নমস্কার ক'রে খুড়ো ইষ্টিমারে উঠলেন। নিস্তার নেই, বাদল জিজ্ঞাসা করলে, কাকে নমস্কার করলেন, দেবতা পেলেন নাকি ?

নমস্কার তো সকলকেই করা যায় রে, বড় বা মান্য হ'লেই করা যায়, বড়কে সম্মান দিতে হয়। মা গঙ্গাকে নমস্কার করব না, শক্তি দেখছিস ? একূল-ওকূল-প্লাবিনী, খলখলহাস্যে কূল ভাঙতে ভাঙতে অসীম বেগে ছুটছেন।

নিমেষে ভাসাতেও পারেন, ডোবাতেও পারেন। নমস্কার করব না? তা বড় বড় পণ্ডিতেরা ব'লে গেছেন, ধর্ম্মের জন্মই ভয় থেকে, ভয় থেকেই ভক্তি। ডাকাতদের কাছেও লোক হাতজোড় করে। দেশ যে মান্যমানে ভরা।

আপনার পরলোকের চিন্তাও কি—

হ্যাঁ রে, তাই। তা না তো চিন্তা আসত কোথা থেকে। ভয়ই জগৎকে এত সুন্দর করেছে, মানুষের বুদ্ধি বাড়িয়েছে। শুনছিস না, এক বোমায় একটা গ্রাম ফরসা! কতবড় বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়, ভয়ই সেই বুদ্ধির গোড়ায়। নে, এইবার পুঁটলি সামলা, সাহেবগঞ্জে এসে গিয়েছি।

কেন বলুন দেখি, কেড়ে নেয় নাকি?

চুপ চুপ, মালিকদের নামের দোহাই দেওয়া জায়গা। বড়দের কড়াকড়িতেও ভব্যতা থাকে, আর্ট থাকে—হাতীর কদবেল খাওয়া দেখিস নি? এটা পকেটমারের পরীক্ষার ক্ষেত্র—সিন্ডিকেট। জানিস তো, গীতা ব'লে রেখেছেন—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়।

'তবে আপনি আবার কোথায় কার কাছে কি খুঁজতে চলেছেন?

এখানে বাক্য বাড়ালে বস্তু কমে, যে রকম ফুঁকো মারছে, হুঁকোটা গেলে বাঁচব না। কেবল জেনে রাখ্, সকল বিষয়েই গুরু দরকার আছে, এম. এ., বি. এ. পাস করলেই স্বধর্ম্মজ্ঞান হয় না, গুরু সেটা বুঝিয়ে দেন। সে অনেক কথা। এটা ক, এটা খ, তাও একজন ব'লে দিয়েছিলেন, যুগ-যুগান্তর ধ'রে ক-ও ছিলেন গ-ও ছিলেন এবং আছেন, তবু গুরুর দরকার হয়। আবার ফ্যালাও ধর্ম্মও আছে, যা কোন একটি দেশের কি জাতের কি লোকের নয়—জীবজন্তুরও। যা গোলামি, সেলামি কি দান হিসেবে জোটে না, কথায় কি লেখাতে মেলে না শুনেছি তাকে স্বাধীনতা বলে। তিনি সকলের মধ্যে থাকেন, সাধ্যে থাকেন না। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সাধনায় তাঁকে পেতে হয়। বুদ্ধ নাকি পেয়েছিলেন।'

'তবে সে আমাদের ফেলে ফ্যালাও হ'ল কি ক'রে? আমরা কি সকল ছাড়া?

তা কেন রে, যেমন পেস্তা না থাকলেও পোলাও হয়।' সে ফর্দ্দতে আছে অর্থাৎ মনে ও জ্ঞানে কর্ম্মে নেই। কিন্তু ও ধর্ম্মের ভেতর-বার দুই না থাকলে সার্থক নয়। যেমন সাপ আছে বিষ নেই, কামড়ে কারুর কেয়ারও নেই। থাক, আর নয় রে, সিগ্‌নেল পড়েছে। পুঁটলি?

আছে। এই যে।

ট্রেন এসে সবেগে প্ল্যাট্‌ফর্ম কাঁপিয়ে ঢুকল। যাত্রীদের বিশৃঙ্খল ছুটোছুটি। বাদল এক স্থানে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখেছিল।

খুড়ো বললেন, মাল সরাবার এই মোক্ষম মওকা, সাবধান।

কে একজন সঙ্গীদের ব'লে উঠল, সব গাড়ি খালি রে, চল। সে দেখতে পায় নি যে সব শুয়ে।

বাদল হাসলে, বললে, দাদামশাই, এক্সপ্রেস্ এখনও আসে নি, এখানা স্লিপিং সেলুন।

না রে, এক্সপ্রেস্ এখনি বুঝতে পারবি। এক্সপ্রেস্, মানে প্রাকাশ করা, জানিস তো? ঐ দেখ্, ওদিকে এক্সপ্রেস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। যে উঠতে যাচ্ছে ভেতরের লোক তাকে ঠেলে, পিষে, ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিচ্ছে। পড়ল কি চাকার নিচে গেল, সে দুর্ভাবনা নেই; একে বলে এক্সপ্রেস্ অর্থাৎ 'টু প্রেস আউট,' ধাক্কা মেরে বার করা। উঃ, ঐ একটি মেয়েকে ঠেলে ফেলে দিল রে!—ব'লেই ছুটলেন।

মেয়েটির বিধবা, বর্ষিয়সী মা কাঁদতে-কাঁদতে তাকে তুললেন খুড়োকে ছুটে এসে দাঁড়াতে দেখে, বললেন, কি হবে বাবা? বাঙালীই মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিলে, তবে আর—আমাদের যে না গেলে নয় বাবা, আমার ননীর যে বড় অসুখ, টেলিগ্রাফ পেয়ে ছুটেছি। আমাদের দয়া ক'রে তুলে দিন বাবা।

এস মা, আমার সঙ্গে এস। সব শুয়ে আছে কোনও গাড়িতেই, স্থান নেই, বোধ হয় দাঁড়িয়ে যেতে হবে—

যেমন ক'রে হোক, এখন যেতে পারলেই যে বাঁচি বাবা।

বাদল এসে পড়েছিল। সব শুনেওছিল। চোখ মুখ দেখে খুড়ো বললেন, খবরদার! একবার চট ক'রে দেখে নে, এদের দুজনের মত স্থান হ'তে পারে না কি?

দেখেছি, স্থান থাকবে না কেন, চল্লিশ জনের স্থান আছে। প্রত্যেকেই যে এক এক বেঞ্চি দখল ক'রে শুয়ে আছেন, আবার ট্রাঙ্ক, বেডিং দিয়ে দোর ঠেসেছেন। যারা মোট হালকা ক'রে দেয়, তারা আপনার কোথায়?

আহা, রাগ করছিস কেন, সকলেই ভদ্রলোক, স্ত্রীলোক দেখলেই উঠে বসবেন, আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারব।

ভদ্রলোক বটে, এখনই তো দেখলেন, মেয়েটির চাকা-লোকের ব্যবস্থা করেছিল। আপনি তো খুঁজছেন, দেখুন না, বোধ হয় দেবতাই হবেন।

খুড়ো হাসি চেপে বললেন, সকলেই কি সমান হয় রে! আর সময় নেই, এঁদের যাওয়াই চাই। কিন্তু কারুর কোন কথায় কথা ক'স নি, সে ভার আমার রইল।

'ফার্স্ট' বেল থামল, বাদল একখানা গাড়ির হাতল ঘুরিয়ে একটি ঠেলা দিতেই দোরের সঙ্গে মণ দুয়েক মাল স'রে গেল, বললে, স্ত্রীলোক দুটিকে তুলে দিন।

তাঁরা উঠে পড়লেন। খুড়োও উঠলেন। বাদল ইতিমধ্যে মোট সরিয়ে বসবার সুবিধামত জায়গা পেলে, বেঞ্চি বানিয়ে মেয়েদের বস্‌তে বললে।

সকলেই বেশ নিস্তব্ধ। কেউ কেউ আগাগোড়া মুড়ি-দেওয়া-লোক দু-তিন ইঞ্চি গুণ্ঠন মুক্ত ক'রে দেখে নিয়েই মোড়ম্বা মুড়ি দিলে। কেবল একজন শাঁসালো-শরীর মডার্ন মূর্ত্তি, ল্যাজা মুড়ো বর্জ্জিত গুম্ফে, সপ্রতিভের (চেহারার) মত মুখ খুলে তীব্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, এটা কি মগের মুল্লুক ঠাউরেছেন, পরের জিনিস নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করা হচ্ছে, মানুষ, না কি!

তা হ'লে এ গাড়িতে উঠব কেন ভাই—মেয়েদের একটু বসবার স্থান ক'রে দেওয়া হচ্ছে—

জানেন ওতে কি আছে?

শুধু হাতে তো হাত তুলিয়ে কেউ বাড়ি ফিরতে পারে না,—শাড়ি, ব্লাউজ-পিস, মখমলের ওপর জরির কাজ-করা পদশুদ্ধি এই সবই হবে, আর 'সেব্‌ল' বসানো পেটিকোটও থাকতে পারে।

মস্ত বড় জান্‌ দেখছি ?

ওর বেশি আর কি ক'রে জানব ভাই; লোকে আত্মবৎই ভাবে। বলুন না কি আছে ? ঝুটো মুক্তোর মালা, কি জাপানী সিল্কের ফুল, যা নষ্ট হ'তে পারে, সাবধান হই, সরিয়ে রাখি।

ওতে গয়ার শ্বেত পাথরের থালা, রেকাবি, বাটি সেট্‌কে সেট্‌ রয়েছে।

বাদল সকল বিষয়েই নির্ভীক, কেবল ভূতের ভয়টা রাখে। সে ব'লে বস্‌লে, ওরে বাপ রে, গয়া হতে আগমন! কোনটায় আছে বলুন, সরিয়ে রাখি।

তা এ গাড়িতে মেয়েদের তোলা কেন ? ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট দরাজ খালি প'ড়ে আছে।

দয়া ক'রে একবার দেখিয়ে দিলে বড় উপকার করা হবে। দিন না, তিনবার উঁকি মেরেছি, বয়স হয়েছে, চক্ষু কাজ দিলে না। তা হ'লে আপনারাও পা মেলে—

জ্বালাতন! ওই—ওইটে, যার ওপর ইংরিজিতে—

হ্যাঁ বুঝেছি, যার ছেঁড়া হাতলটা ঝুলছে।

সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখলেন ** ব্যানার্জি, বি. এ., এ. জি. অফিস—ওঃ তাই, (মৃদু কণ্ঠে, লাউড থিঙ্কিং) বড় পদস্থ!

সব বেশ নিস্তব্ধ, ব্যানার্জি ফুল লেংথে সটান মুড়ি দিলেন।

এক পাশের আড়াআড়ি বেঞ্চিখানা জোড়া ক'রে একখানা বাসন্তী রঙের ময়লা খদ্দর মুড়ি দিয়ে যে ভদ্রলোক বেজায় নাক ডাকাচ্ছিলেন, পাশের গাড়িতে ট্র্যাভেলিং ক্রু-র আওয়াজ পেয়ে, ধড়মড়িয়ে উঠে 'টিকিটখানা চাকরের কাছেই র'য়ে গেছে' বলতে বলতে তিন লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। লম্বায় প্রায় ছ' ফিট, বেঁড়ে গোঁফ, চড়ানে গাল, ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল, যেন পশ্চাতের কর্ম্মবাড়ির ঘাসছোলা প্রাঙ্গণে এসে পৌছেছে। একজন শুয়ে শুয়েই

বললেন, সেই বাপের কুপুত্তুর মিঃ বেণ্টনট বেটার আওয়াজ। বলতে বলতেই সাহেব হাজির। কাকেও ডাকতে হয় নি, সকলেই টিকিট বার ক'রে উঠে বসেছিলেন।

ভেরি ডিজায়ারেব্‌ল আর্লি ক্রপ—এ দু ঝুড়ি কপি কার?

একজন বললেন, তিনি চাকরের কাছে থেকে টিকিটখানা আনতে গেছেন।

থ্যাঙ্ক্‌স ফর দি ট্রাব্‌ল।—ব'লে নেমে গেলেন।

ওর থ্যাঙ্কসই সর্ব্বনেশে।

কই, তিনি ফিরলেন না তো? নিশ্চয়ই থার্ড ক্লাসের টিকিট। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, এখন তো চারজনের জায়গা খালি, ঐখানে আরাম ক'রে বসুন না।

খুড়ো বললেন, থাক, ভদ্দরলোক এসে শোবেন। আর যে ভাবে গেছেন বিছানায় মনিব্যাগ-ট্যাগ কিছু ফেলে যেতেও পারেন। আরামে আর কাজ নেই ভাই।

তবে ভুগুন।—ব'লে তিনি ভাল ক'রে শুলেন।

খুড়ো আর বাদল দাঁড়িয়ে। ট্রেন ছাড়ল। উভয়ে সহাস দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। দেখে শুনে স্ত্রীলোক দুটি ভয়ে জড়সড়। বিধবাটি খুড়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করছিলেন, কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছিলেন না।

৪

খুড়ো আর বাদলের মনের অবস্থা অনুচ্চারিত থাকলেও, অনুমানে বোধ হয় ভারসাম্যে এক ছিল না। দুটো স্টেশন সন্‌সন্‌ পশ্চাতে প'ড়ে গেল। শীতের রাতে মানুষ কতক্ষণ চুপচাপ জেগে শীত ভোগ করতে পারে? বাদল কথা কইলে, খাস কামরায় ওঠা গিয়েছে, সকলেই আমাদের—

চুপ, আস্তে, সাবধান, ব্যাঘাত হবে, অপরাধী হ'তে হবে।

সাধনা?

হ্যাঁ, বলছি। এ জাতটি প্রকৃতিগত বিষম সেন্টিমেণ্টাল—ভাবপ্রবণ। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলায় কি যুগই এসেছিল!

কলি তো বহুদিন এসেছে, আবার—

খুড়ো বাধা দিয়ে বললেন, শোন্ না, subযুগও আছে, যেমন আছে বাই-প্রোডাক্ট, যার নামকরণ হয়েছিল স্বদেশী-যুগ—বিদেশের বদ হাওয়া থেকে মুক্তিসাধনার যুগ। পরে বিদেশীবর্জ্জন পর্য্যন্ত আসে। তাতে দেশের মানুষ দেশের জিনিস সব ভাল, সব আপন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রাচীনদের সাঁচ্চা কথাটার পরিবর্ত্তে ভাই ভাই ভেদ নেই, কানে, শুধু কানেই কেন, বোধ হয় অনেকের প্রাণেও একটু এসেছিল। তাই বিদেশী মালের আমদানিও কমতে আরম্ভ হয়। ট্রেনে যাতায়াতের তখন কি সুখই ছিল! ছেলেরা থেকে উনপ্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত মেয়ে যাত্রীদের কি বৃদ্ধদের বিপন্ন দেখলে নিজেরা ডেকে নিতেন, তাঁদের স্থান দিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকতে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করতেন। তাতে আমাদের রাজদর্শন পর্য্যন্ত মিলেছিল। সে সব অনেক কথা, থাক।

সেন্টিমেণ্ট জিনিসটার প্রথাই কম, সে এক বস্তুতে বদ্ধ নয়। কখন কোন্‌টা নিয়ে চাপে বা জাগে, তার নিয়ম নেই। ভাব নিয়ে তার খেলা বা কারবার, হাউইয়ের মত সোঁ ক'রে উঠে ফুল কেটেই নিবে যায়। সাধনা শক্ত জিনিস। স্বর্গরাজ বিচলিত হ'লেই বা বেগতিক দেখলেই উর্ব্বশীকে দিয়ে ভাবের বা সাধনার ঘরে সিঁদ কাটাতেন। সেই সেন্টিমেণ্টই 'আহা, আর কেন, আর নয়' ব'লে একদিন সব থামিয়ে দিলে। বাংলার রামপ্রসাদের বাণীই সার্থক হ'ল 'যা ছিলি রে তাই হবি ভাই নিদানকালে।' সিদ্ধ লোকের কথা। স্বদেশী আবার মোড় ফিরল। ভাব তাকে বিলিতী কুমড়ো খাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়েছিল, সে আবার টোম্যাটোর প্রেমে পড়ল।

বাদল 'নিন' ব'লে হুঁকোটা খুড়োর হাতে দিয়ে বললে, আপনি পরলোকের ভয়ে ধর্ম্ম না দেবতা একটা কিছু খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমি তো দেখছি 'গ্রহ-দেবতা' আপনার সঙ্গেই ছিলেন বা রয়েছেন। তিনি পরলোক দেখিয়ে

আপনার চিন্তার কারণ চুকিয়ে বা নাকচ ক'রে দিলেন। পরলোক পেলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বই তো নয়। এখন ফেরাই ভাল, কি বলেন?

রামপুরহাট আর দুটো স্টেশন বই তো নয়। সেখানে পৌঁছে বাসে বসতে পাওয়া যাবে।

বাসে আবার কোথায়? কেন, আপনার কাজ তো হয়েই গেছে?

এতদূর এসে, বাবা বৈদ্যনাথকে না দেখে ফিরব?

আবার দেবতা কেন? এক দেবতাই—

একটু কাজ আছে রে,—তিনি ব্যাধি-মুক্তির মহাত্ম। সেখানে বিপন্নেরা হত্যে দেয়। আমি একখানা পিটিশন্ পেশ ক'রে ফিরব।

চাকরির? দোহাই, আর চাকুরের দল বাড়াবেন না। পিটিশন্ তো তাঁদেরই পরমার্থ, আপনার তো পরলোক।

রামপুরহাট পৌঁছে বাসে ব'সে বাঁচলাম। পরে বৈদ্যনাথদর্শনান্তে তেরাত্তির কাটিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন।

'তামাক যে পুড়ে গেল, অমন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছেন দাদামশাই?

দেখ্ বাদল—জাতের গর্ব্ব জ্যাত্যাভিমান যায় না, বড় লেগেছে রে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ব'লে একটা আছে। এত বড় ইণ্টেলিজেণ্ট জাতটা, মহামান্য গোখলে যাকে কত বড় সম্মান দিয়ে গেছেন, সেই জাতের শিক্ষিতদের মধ্যে এ কি নৈতিক অধঃপতন শুরু হ'ল! আমাদের পায়োনিয়ার বাঁড়ুজ্জে মশাই থেকে বড় বড় দেশ-প্রাণেরা 'ইউনিটি ইউনিটি' ক'রে শেষে কি পরলোক বানালেন! এখন দেখছি, শ্রদ্ধেয় ইউ. এন. মুখার্জি মশাই-ই সত্যদর্শী।

আপনি দু-চারটে লোক দেখে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন, তাঁরা তো সর্ব্ব-জাতের মধ্যেই আছেন এবং চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। সব গাড়িতেই তো বাঙালী ছিলেন না, মাড়োয়ারী ও স্থানীয় সকলকেই তো হরি-শয়ানে সিদ্ধ দেখলুম।

আমি নিজের ভায়েদের কথাই ভাবছি—

বলেছিলেন না—সব জাতই আমার জাত?

তা তো এখনও ভাবি। ঠাকুর বলতেন, নারকোলগাছের বালদো খ'সে গেলেও একটু দাগ থাকে, এটাও বোধ হয় আমার তাই।

তামাক খান, দেমাক ঠাণ্ডা করুন।

সেই ভাল।

বিদ্যুৎবরণ

বিদ্যুৎবরণ ছিল সার্থকনামা ছেলে,—গুণে তো বটেই, রূপেও। সে প্রকৃতিগুণে সকলের প্রিয় ছিল। অল্পভাষী হলেও মিশুক, উচ্চ তর্ক বিতর্কে, সতর্কে সায় দিত।

এরূপ ছেলের বিবাহে বিলম্ব হয় না,—সহজেই তারা অরক্ষণীয়া কন্যার কোঠায় পড়ে যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের অপেক্ষা আর সইল না। বাপ মা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। তখনকার হিসাবে বয়স্থা দ্বাদশ বর্ষীয়া রমা,—বৌমা হয়ে আসেন, সুশ্রী ও সুন্দরী।

ছেলেকে স্থিতু করার বছর দুই পরেই বাপ মা কর্ত্তব্য শেষের সান্ত্বনা নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাতে জ্ঞাতিরা খ্যাতি রক্ষার সুযোগ পেয়ে তাঁদের কর্ত্তব্যও ভোলেন নি—রমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি—"কি অপয়া বউই এনেছিলেন!" জ্ঞাতিরা শোকে নিজেদের সান্ত্বনার উপায়ও ক'রে নেন—দুটি শ্রাদ্ধে বিদ্যুৎকে সৎপরামর্শ দানে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে।—"ইহা—সুস্থ হও,—বেঁচে থাকো বাবা, এই তো ভাল কাজ! তাঁদের আর কবে পাবে—পরে পাবে।"

এই কথা।

বিদ্যুৎ উপদেশ মত পরস্বাপহরণের পাপ থেকে মুক্তি পেলে—বাপের দেওয়া অন্নোপায় চল্লিশ বিঘা নিষ্কর জমিটুকুও তাঁদের কাজে তাঁদের সঙ্গেই চলে গেলো। "জমি কত হবে বাবা—দুনিয়া জুড়ে পড়ে রয়েছে।" জ্ঞাতিরা

মিথ্যা বলেন না। তাঁরা বিদ্যুতের বাপের গড়গড়ায় ঘন ঘন গয়ার তামাক পুড়িয়ে অভাবের জ্বালাটা জুড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। পোড়ার জ্বালাটা পরে আরম্ভ হয়ে থাকে।

এখন সংসারে কেবল বিদ্যুৎ। এক বিধবা পিসি, রমা আর একটি আসন্ন আগন্তুক। দাসদাসী ছুটি পেয়েছে। নীরব চিন্তাই কেবল সংসার জুড়ে আছে। মাঘ মাসে ধানে মরাই ভরে যেতো। ধান আর এবার বাড়িতে ঢোকেনি। পিসিমা কয়েক মাস কোনরূপে চালিয়ে—এদের কষ্ট দেখতে না পেরে কাশী গিয়ে সঙ্কটমোচনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বিদ্যুৎকে সকলে চায়, কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কম—বন্ধু বান্ধবেরা বড়ই অভাব অনুভব করছে, বিরক্তও হচ্ছে। কারণ থিয়েটারের সেই বড় পুঁজি, মুখপাত। এবার আবার রাজধানীতে 'নন্দবিদায়'। উঃ ডোবাবে নাকি।

সে বরাবর মেয়েদের পার্ট করেছে—অনেক বাহবা পেয়েছে, এখন আর গোঁফ কামাতে রাজি নয়। যুবকদের তখন গোঁফের দরদও ছিল। এবার সে hero—রেগুলার রিহার্সেল দেওয়া উচিত নয় কি তার?

তার মানসিক অবস্থার ও সাংসারিক বিপন্নতাটার খোঁজ খবর কেই বা রাখে। সে সব তো সকলেরি থাকে। ও বয়স প্রবাহের বয়স,—বাপ থাকলে —বাপ ডেকেও চলে।

বিদ্যুতেরও ডাকতো—অন্তঃশীলা, আওয়াজ দিত না। সে জোয়ারের সীমা শেষ হয়ে একটানায় পড়ে এখন থমথমে মেরেছে। বিদ্যুৎ আয়োড়ে পড়ে নানা ধান্দায় ঘোরে—মাসিক চাঁদা কিন্তু সবার আগে দিয়ে যায়।

তখন অধুনালব্ধ 'প্রগতি' কথাটির জন্ম হয় নি। প্যারিবাবুর প্রিয় ভ্রাতা হরি চট্টো কিন্তু প্রগতির প্রতিমূর্তি ধরেই অগ্রদূতের মতই দেখা দেয়। কাশী-পুরের স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে দু বছর 'বাসি' হয়ে নব-আগন্তুক ছেলেমহলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মাল হয়ে থাকাটা লাইক করতে না পেরে—কলকাতায় চ'লে যায়—বা পড়তে যায়। মাঝে মাঝে মোজা পায় দিয়ে গাঁয়ে আসে,—বলে পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় আবার ইংরিজি পড়া! উচ্চারণই আসে না—

oxford-এর একসেণ্ট কোথায় পাবে? সহরের ইংরিজি শুনলে ধমণীতে রক্ত-স্রোত জাগে,—তাকে বলে ইংরিজি। এক এক্সট্রাভাগাঞ্জা শুনলে ভ্যাবাগঙ্গা মেরে যাবি,—যেন গড়ের বাদ্যি ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে উভচরের মত ভিলেজ দেখতে আসে—পুকুর দেখলেই সিল্কের সুগন্ধি রুমাল নাকে দেয়।

তার কে একজন আত্মীয় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' ছিলেন—ফ্রি পাসে সেও তাঁর সঙ্গে যায়। তার লম্বা ছন্দ, মৈনাক নাসা দেখে আর এক্সেণ্ট দুরন্ত আওয়াজ পেয়ে—বেহারীবাবু পছন্দ ক'রে ফ্যালেন—ক্লাইভের পার্ট করতে দেন। বলতো—সে ট্রেনিং কি !! 'এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লয়ে' কথা কয়টির 'মুষ্টি ও মোসেন' দেখতে সাহেবেরা তিন রাত আসেন, অডিয়েন্স উন্মত্ত, পটহ বিদারী ক্ল্যাপ! সমঝদারের স্থান বটে।

তারি উৎসাহ উত্তেজনায় গ্রামের এই থিয়েটারের সূচনা ও রাজধানীতে অভিনয়ের আহ্বান হয়েছিল। আসল কথা—সে তামিল দিতেই আসতো—পড়াশোনা ঐ extravaganzaতেই থেমে গিয়েছিল। অন্য সময়ে গোপালদাই দেখতেন শুনতেন।

আজ বিদ্যুতের অবহেলা-ভাব নিয়ে জল্পনা কল্পনা চললো। হরি চট্টো বললে "সে কি! মল্লিকদের মেডেল এবার সে আনবেই আশা করছি যে! সেটা যে-সে সম্মান নয়। তার হ'ল কি? আমরাও তো বিয়ে করেছি। অমন হেনপেক্ট হই নি বাবা। কুলীনের ছেলেকে অমন কুল ছাপিয়ে যেতে তো শুনি নি?"

হেম বললে—বাড়িতে কেউ নেই, বাপ যাওয়ায় সংসার চিন্তাও চেপেছে......"

"হেম তুই থাম, তোর ক্ষেম যথেষ্ট তা জানি। জানিস না শুনিস না—মিছে বকিস নি,—ওর আবার সংসার চিন্তা। টাকায় বাঘের চক্ষু মেলে। কোম্পানীর কাগজগুলো কি চুলো ধরাবার জন্যে নাকি! রামখুড়ো ওর আত্মীয়, হাঁড়ির খবর রাখেন। তার চেয়ে ওদের আপনার কে আছে? দেখিস্‌নি দাদার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাস্ত্র মত

খুঁটিয়ে সব করালেন। নিজের গুরুদেব কুষ্টের কুড়োরাম ন্যায়পঞ্চাননকে আনিয়ে তবে ছাড়লেন,—রূপোর গাড়ু, রূপোর ঘড়া দেওয়ালেন। কে করে? কার এতো মাথাব্যথা! তাঁর কাছে শুনিস”—

—“অমন ধান জমিটে—”

“বাজে বকিস নি। বিদ্যুৎ বাপের এক ছেলে—মোটা টাকার মালিক, সে রোদে জলে মাটির পেছনে ছোটলোক আব নাঙল নিয়ে পাগল হয়ে বেড়াবে—আর খুড়ো তাই দেখবেন, তোমার কি বুদ্ধি বাবা।”

“অতো টাকার কথা তো শুনিনি দাদা—”

“টাকার কথা কে কবে জানে,—ওটা শুনিয়ে বেড়াবার জিনিস নাকি। চোর আছে, ডাকাত আছে, Income Tax আছেন, আবার তার বাড়া ন্যায্য দাবীদার আছে। হুঁ—নইলে রাসুখুড়োর আজ এ দুর্দ্দশা কেন, ওটা আপিঙের জাত রে—যে একতাল খায় সেও বলে সরষে ভোর।”

যোগীন বিরক্ত হয়ে বললে—“বালকের সঙ্গে এত বকচো কেন, তুমিও যে, পাগল হ'লে। ও দুনিয়ার কি দেখেছে। ভাল চাও তো বিদ্যুতের পার্টটা অমূল্যকে দাও। ওকে আকরে টেনেছে,—মাল সামলাচ্ছে। দেখে নিও বাপের ওপরে যাবে। রাসুখুড়ো ধর্ম্মভীরু লোক। তাই দাদার কাজটা প্রাণপণে বুকদে পড়ে করিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যুতের আশা ছাড়ো, মেঘে যার জন্ম শেষ বজ্র হানে সেই।

হরি চট্টো বললে—“তাই তো ভাবালে যে হে—আমি তো অতটা ভাবিনি। মাস না যেতেই তো চাঁদা দিয়ে যায়…”

যোগীন বললে—“হেম সাংসারিক চিন্তার কথা বলছিল না? টানাটানির নমুনো বটে!”

সকলে হাসলে।

অমূল্য রাজার পার্ট পাবার ইঙ্গিতে সোজা হয়ে গলা বাড়িয়ে সুযোগ খুঁজছিল, বললে—“আর দিনই বা কোথায়, যা করবে করো। তায় রাজধানীতে বাক্য দান করা হয়েছে, সেটা মুস্তফি সায়েবের এলাকা—অভিনেতার আড্ডা,

সবাই ওস্তাদ। পাঁচ বছরের ছেলে "হাঁ রেরে পাষণ্ড" ব'লে আহিরীটোলায় আমার আট বছরের ভাগ্নেটা মেছুনিদের ডাকে 'মতি বিবি' ব'লে।"

"আর মাথা খারাপ ক'রে দিও না বাবা, ওর পার্টটা ভালো ক'রে গোপালদার কাছে দেখে শুনে নিয়ে মুখস্ত ক'রে রাখো অমূল্য। আমাদের গরিবের ধাতে বড়লোক সইবে না, সমানে সমানেই ভালো—"

গোপালদা ছিলেন বয়সে সকলের বড়, তায় নদের বন্দ্যো কুলোদ্ভব—পণ্ডিত বংশাবতংস। সাধু ভাষায় কথা কইতেন,—অমরকোষ তাঁর কণ্ঠস্থ মাইকেলের মেঘনাদ-বধের ভাষা অনায়াসে বধ করতেন। মধুসূদনের—

"অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে" লাইনটির "গুঁড়া" স্থলে "চূর্ণ" বলতেন। শিব কেটে ধূর্জ্জটি বসাতেন, বলতেন, দেবাদিদেবকে অত ছোট করলে দেবতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, এক পয়সায় হীরে মেলেনা।" সকলে অবাক হয়ে শুনতো শ্রদ্ধাও করত। নচেৎ কলকাতা-ঘ্যাঁশা হরিচট্টো কাকেও পাঠ শিক্ষার মর্য্যাদা সহজে দেবার বান্দা ছিল না।

গোপালদা বললেন—"কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রস্তুতির পূর্ব্বে রাজধানীতে উর্দ্ধঝম্প উচিত হবে না, স্বগ্রামে একবার সেজেগুজে Dress rehearsal দেওয়া সমীচীন বোধ করি।"

হরিচট্টো ও আর আর সকলে প্রস্তাবটি অনুমোদন করল,—অবশ্য Extra খরচের চিন্তাও চাপলো।

সভা ভঙ্গ হ'ল। অমূল্যও হরিচট্টোর সঙ্গ নিলে। গোপালদা আর দু'তিনটি "প্রবেশনার" মাত্র রইল। গোপালদা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। তাঁর thinking aloud আরম্ভ হ'ল—মাঝে মাঝে হোত। "উঁহুঁ রাজধানীতে অচল, রাজার নিষ্কোণ অক্ষি, বর্ত্তুলানল, আপ্রান্ত বদন, পার্শ্ব পরিসর ভগ্নচূড় মাংসল নাসা, মার্জ্জনী সদৃশ ভ্রূ অশাস্ত্রীয়, উঁহু!"

গোপালদা উঠলেন। যারা ছিল, মুখ চাওয়াচায়ি করলে। একজন বললে "ওঁর দেবভাষা ভালো বুঝলুমনা। হেম বললে "না বুঝলেও খুসি হয়েছি,—চল্।"

২

গোপালদা বরানগরের বাজারে গিয়েছিলেন—বাজার ক'রে ফিরছিলেন—বেলা আন্দাজ ন'টা। সহসা বিদ্যুতের কণ্ঠ কানে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিক উদিক লক্ষ্য করতেই তাকে বাগচীদের বৈঠকখানায় দেখতে পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে দু' পা এগিয়ে যেতেই বিদ্যুৎ বেরিয়ে এলো।

"একি সকালে তুমি এখানে যে, বাজারে যাবে বুঝি? গ্রামে তোমাকে কেউ বড় দেখতে পায় না, সকলেই তোমায় খোঁজে…"

বিদ্যুৎ তার স্বভাব সুলভ সলজ্জ বিনয়ে, একটু হাসি টেনে বললে—"আমি যে সকাল ছটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি, এ বাড়িতে দুটি ছেলেকে পড়াই, আর এক বাড়িতে একটিকে। তাকে পড়িয়ে এসেছি। সাড়ে ন'টায় ছেড়ে দি—ওরাও স্কুলে যাবে কিনা…"

"ও-বেলাও আসতে হয় নাকি?"

"হ্যাঁ—তা হয় বইকি দাদা। সন্ধ্যায় আসি ফিরি রাত দশটায়।"

গোপালদা অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। শেষে মূঢ়ের মত বললেন—"খাটুনি যে অতিরিক্ত, এতো কেন? তোমার তো…"

বিদ্যুৎ চুপ ক'রে রইলো।

কথাটা কয়ে গোপালদা নিজের অভব্যতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বললেন—"তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার কথাটা ভেবেই…"

"আপনি ভাববেন বইকি, আর কে ভাববে দাদা!"

গোপালদার কষ্টে নির্ব্বাহের সংসার স্বভাবতই তিনি সহানুভূতিশীল। এ ক্ষেত্রে বিস্ময় আসা সত্ত্বেও, তাঁর প্রাণটা মোচোড় খেলে। বললেন—"বাপ-মা চিরদিন থাকে না ভাই, ভগবান পুরুষকে তাই পৌরুষের অধিকারী ক'রে দিয়েছেন। সেটা নিজে অর্জ্জন করতে হয়। যে চায়, চেষ্টা ক'রে তিনি স্বয়ং তাকে এগিয়ে দেন। এই তো খাটবার বয়স, এখন না খাটলে কবে খাটবে! যা—কাজ কর; এখন চললুম।"

গোপালদা আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন, যেন আঘাত খেয়ে। অনেকদিন পরে একটু সহানুভূতির স্নেহ মধুর সাড়া পেয়ে বিদ্যুৎ অশ্রু সামলে —ছেলে পড়াতে ঢুকলো।

হরিচট্টো ও যোগীন প্রভৃতি সেদিনকার কথাগুলো বিরক্তিকর ব্যথার মত গোপালদাকে বিঁধতে লাগল।—"যত সব জুগুপ্সা নিমজ্জথু পরনিন্দা-প্রিয় গর্হাকারী যৌবন কলঙ্কী!"—উত্তেজনা এলে তাঁর সাধু ভাষাই বেরুতো।

সেটা কি একটা ছুটির দিন ছিল, শ্রীনাথবাবুর বাড়ি সকলের নিমন্ত্রণও ছিল। তিনি গ্রামের প্রধানদের মধ্যে ছিলেন একজন। তাঁর বাড়ির কাজ-কর্ম্মও ছিল উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিদ্যুৎকে পরিবেষণ করতে দেখে যোগীন বলে—"কবে এলে?—এই যে দেশে আছ দেখছি!—"

"কোথায় আর যাব ভাই—"

"না তাই বলছি,—আমাদের বৈঠক ঘরটা চিত্রকূটে বুঝি?"

একজন বলে,—"ধামা ধরতেও পারো যে—"

"দরকার হ'লে সবই পারতে হয় ভাই।"

"কই গরীব হারাণ চাটুয্যের বাড়ি বৌভাতে তো দেখলুম না?" শুনে বিদ্যুৎ মাত্র একটু হাসি টেনে চলে যায়।

সন্ধ্যার বৈঠকে সেই প্রসঙ্গই চলছিল। গোপালদা এসে ঢুকলেন। হরিচট্টো ব'লে উঠলো—"তা হ'লে আসছে রোববারের পর শনিবারেই Dress rehearsalটা দেখা যাক দাদা—তারপর মাত্র দেড় মাস হাতে থাকে,—দিন আর কই। একবার সব দেখে শুনে নিন। বড় পার্ট—অমূল্যকে খাটতে হবে খুব··"

গোপালদা বললেন—"ঐ কথাটি আমিও ভাবছিলুম। আসন্ন সময়ে এত বড় পরিবর্ত্তন,—তায় রাজধানীতে প্লে, সেখানে তোমার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি যথেষ্ট—সেটা রক্ষা ক'রে আসা চাই—"

চট্টো বললে, "কিন্তু উপায় কি দাদা—বিদ্যুৎ যখন এলো না, তার পায়ে তেল দিতে তো পারি না—দরকার হ'লে নিজেই নেবে যাব,—কি করবো। তবে সেটা ভালো দেখায় না—বেঙ্গল থিয়েটারে ক্লাইবের পার্ট প্লে ক'রে যে মরিচি,—ক্যালকাটার ক্লাইব হয়ে পড়েছি—ছেলে বুড়ো চেনে। বেহারীবাবুই বা কি ভাবেন। অমূল্য বেশ পারবে—আপনি একটু জোর দিন।"

"অমূল্য পারবে না কেন—সময় কম বলেই ভাবছি। তুমি নাবলে তো কথাই ছিল না, না চাহিতে জল,—কথাই উঠতো না। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, তোমরা কিছু না মনে করো তো বলি।"

"বলুন না,—আপনার কথায় আবার—"

"বিদ্যুৎ কি বলেছে—পারবে না?"

যোগীন উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলো—"তবে কি ক'রে বলবে? তিন চারটে ছেলে এলোইনা, তার মানে কি কাকেও ব'লে দিতে হয়!"

"ঠিক বলেছ যোগীন, তবে সেটা অনুমানে বুঝে নেওয়া। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল আমি তো বুঝলুম সে খুব করবে—প্রস্তুতও, কেবল সময় পায় না বলেই আসতে পাচ্ছে না—বরানগরের বাগচীদের বাড়ি মাসাধিক থেকে সকাল সন্ধ্যা ছেলে পড়াতে যায়, তাই—"

একজন ব'লে উঠলো—"প্রাচীনেরা অনেক দেখেই ব'লে গেছেন—"যার যত থাকে তার তত খাঁই"—আশা মেটে না। বেঁচে থাকুক!"

কয়েকজন হেসে সমর্থন করলে।

হরিচট্টো বললে—"সে কি তবে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে আমাদের উদ্ধার ক'রে আসতে চায়?"

গোপালদা ধীরভাবে বললেন—"তোমাদের অভিমানটা খুবই স্বাভাবিক, হ'তেই পারে। সে বাল্যবন্ধু—সকলে তাকে ভালবাসে—তাও' তার প্রমাণই এই অভিমান। মনোমালিন্যের অন্য কোনো কারণও ঘটেনি—পূর্ব্বের মত আসতে না পারাটাই হয়েছে তার অপরাধ, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত কারণেই তাকে অনুপস্থিত হ'তে বাধ্য ক'রে থাকবে। তার

সঙ্গে আমাদের কারো ঝগড়া বিবাদ তো নয়। রোববার তার ছুটি থাকবে, সে আসবে, সেই দিন তার পরীক্ষা নেবো বলেছি। শুনে নিয়ে তারপর তোমরা যেমন বলবে তাই করা হবে। অমূল্য তো আছেই—আমিও আছি। এখন তোমরা যেমন বলো।"

হরিচট্টো বললে—"এতে আর আপত্তি কি? কেমন হে?"

"তবে কোনো খুঁৎ থাকলে তাকে আপনাকেই সেটা স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে কিন্তু। খাতির বা চক্ষুলজ্জা চলবে না"—

"তুমি যখন রয়েছ, কারো জন্যে ইতস্তত করবার তো কারণ নেই। তুমি না থাকলে সেটা ভাবতে হ'ত, আমি স্পষ্ট ব'লে দেব—চলবে কি চলবে না। কাজটা তো শুধু আমাদেরি নয়—খারাপ হলে গ্রামের বদনাম আছে।"

মনে যার যাই থাকুক—সকলে 'বেশ' ব'লে চুপ ক'রে রইল, ভাবটা—"মিছে সময় নষ্ট করা।"

গোপালদা আর কথা বাড়ালেন না।

রবিবারও এলো, বিদ্যুৎও এলো—সেই পূর্ব্বভাব। গোপালদা সকলকেই ব'লে রেখেছিলেন—"আমরা পূর্ব্বেই যেমন ছিলুম সেইভাবেই যেন চলতে পারি,—আজ আমাদের সকলেরি পরীক্ষার দিন ভাই। মন্তব্য ও সমালোচনাদি পরে করা যাবে।"

ক্রমে বৈঠক ভরে উঠলো। বোধ হয় সমঝদার শ্রোতাদেরও ডাক প'ড়ে থাকবে,—হুকো হাতে ক'রে তাঁদের আবির্ভাবও হোলো। কেবল অমূল্য আসেনি।

হরিচট্টো বললে—"অমূল্যের আসা যে বড় দরকার ছিল। বিদ্যুতের পার্ট যে প্রায় আগাগোড়াই,—অনেক সময় নেবে। আর তো অপেক্ষা করা চলবে না। আবার কো-একটারও……"

বিদ্যুৎ বললে—"হ্যাঁ ভাই—তা হলেই আমার সুবিধা হয়।"

হরিচট্টো বললে—"সেটা বুঝি বলেই তো বলছি রে!"

গোপালদা নিজেই প্রম্‌টার—পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। সকলে নিস্তব্ধ। বিদ্যুৎ সহজ স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ করলে গতিভঙ্গী ও বিনয়বিজড়িত কণ্ঠের উত্থানপতন সকলকে মুগ্ধ ক'রে চলল। সমঝদারদের হুকোর আওয়াজ থেমে গিয়েছিল, শব্দের মধ্যে ছিল কেবল "বা ভাই।" যোগীনও অসম্বিতে দু'বার Capital ব'লে ফেলেছিল। ফলে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল।

শেষ হ'তে অনেক সময় নিলেও সকলেই স্থিরভাবে উপভোগ করেছিল। হরিচট্টো এতই খুসি হয়েছিল যে, বিদ্যুৎকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—অমৃত মিত্রের কণ্ঠ, ধরন ধারণ, খোঁচ খাঁচ এ পাড়গাঁয়ে কোথায় পেলে? তুমি ভাই রবিবার রবিবারেই এসো—শনিবারের বদলে রবিবারই আমাদের রিহার্সেল ডে (day) রইলো। ত্রৈলোক্যবাবু ব'লে গেলেন—"a born actor"—

সমঝদারেরা ব'লে গেলেন—"আর কারুর মুখে ও পার্ট শুনতে ভালই লাগবে না—লাগতে পারে না।" ইত্যাদি

বাইরের লোক বিদায় হলেন, বিদ্যুৎও সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আলাপের পর চলে গেল।

গোপালদা বললেন,—"এইবার সব বোসো দিকি, যার যা বলবার আছে শোনা যাক—এখন বাজে কেউ নেই। দায়িত্ব আমাদের।"

চট্টো বললে—"ওর ওপর বলবার আর কি থাকতে পারে—কোথাও একবারও বাধলোও না। চোখ বুজে শুনলে মিত্তিরকেই মনে পড়ে। সেদিন তাঁকে আমি আনবই—তাঁকে শোনাবই।"

সকলে বললে—"নাঃ ওই করবে, ওর চেয়ে ভালো আর কি করবে?" যোগীন বললে—"একটিং সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই, ও একটিং করতেই জন্মেছে—তাই ভয় হয়।"

গোপালদা চট্টোর দিকে চাইলেন। চট্টো বুঝতে পেরে বললে—"থিয়েটার আমাদের একটিং নিয়ে কাজ,—সেটা ভালো হলেই হ'ল ভাই।" যোগীন বললে—"ওই করবে বইকি—ভালই করবে ব'লে মনে হয়। তবে আমরা সমাজে থাকি তাই—অন্য কথাও ভাবতে হয়…"

"বেশ তো—খুব ভাবিস,—আমি বর দিচ্ছি তুই দলপতি হবি।"

সকলের কলহাস্য মধ্যে সভা ভঙ্গ হ'ল। গোপালদা একটি কথাও কননি, যাবার সময় কেবল হরি চট্টোকে একটু সতর্ক থাকতে ব'লে গেলেন।

রাসবিহারী খুড়ো দাওয়ায় ব'সে থেলো-হুকোয় তামাক টানছিলেন। মতিবাবুর কাছে বললেন—"ছাখ্—তোরা চেয়ে ছাখ্—আমার বুকটা আজ দশহাত হয়েছে কিনা! রক্তের টান লুকোবার জো নেই। বিদু দাদার আমার লগ্নচাঁদা ছেলে, ও যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে,—আশীর্বাদ করি, করিতো নিত্যই—ও দীর্ঘজীবী হোক—রাজা হোক। দুধভাত তো খায়ই, মাঝের কদিন যেন ঘি-ভাতও খায়,—ওটা দরকার। বড় কষে চলে, তোমরা ব'লে দিও, তোমাদের কথা শুনতে পারে।"

৩

আজ ড্রেস রিহার্সেল। হর ভটচায্যি-মশা'র বাড়ির দক্ষিণে দীর্ঘ পোড়ো জমিতে প্রকাণ্ড ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, ষ্টেজ বাঁধা চলছে। ছেলের পঙ্গপাল মহোৎসাহে খাটছে। হুকুমের জন্যে সবাই উমেদার। কেউ দড়িটে এগিয়ে দিতে বললে,—বিশজন ছোটে! দুখানা গাঁয়ের দেবদারু গাছগুলো যেন মুণ্ডনান্তে প্রয়াগ থেকে ফিরেছে। জমিদারদের সেজবাবু লোকজন সঙ্গে—ঝাড়লণ্ঠন এনে টাঙাচ্ছেন। গ্রামের ছোট বড় সকলেই উৎসাহে যোগ দিয়েছেন। তখন ছেলেদের আনন্দে বড়রাও যোগ দিতেন—উৎসব আনন্দ খুঁজতেন। তখন এমন অর্থগ্রাসী ফাঁকা বহিঃসজ্জার বিদেশী প্রবাহ আসে নি—অন্নচিন্তাও তাই কম ছিল।

ক্যালকাটার ক্লাইভ হরিচট্টো বহুৎ সিন এনে ফেলেছে, নিজের তত্ত্বাবধানে টাঙাচ্ছে, গলায় 'কারে' হুইসিল ঝুলছে। যারা বাঁশী শুনে সিন তুলবে, ফেলবে তারাও এসেছে। সাজাবার লোকও এসেছে—মহাসমারোহে Local এর মধ্যে কেবল স্থানীয় ক্ষেত্র-নাপিত—সেও রসজ্ঞ অধুনা-প্রবীণদের

বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় ভিস্তির সং দিত। গোপীদের গোঁফ কামাবার জন্য প্রস্তুত। দুঃখ ক'রে বলছে—"তিনপুরুষের গোঁফ কামাতেই দিন গেল—টাকা কামাবার আর ফাঁক পেলুম না।"

তখনকার দিনের কথা,—অভিনয় আরম্ভ হবে রাত ১১টায়, শেষ হবে ভোরে। আহারাদির পর সব আসবে—উষার আলোয় ফিরবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই ভিন্ন গাঁয়ের লোক সমাগম আরম্ভ হয়ে গেছে!

তখন আদর আপ্যায়ন ছিল তামাক দিয়ে, দেশে সিগারেটের সাড়া পৌছয়নি। সেজবাবু তাঁর খানসামা নফরাকে দু'জন সহকারীসহ সে কাজে নিযুক্ত রেখেছেন।

'ড্রপ' পড়েই ছিল। দু'জন সাপুড়ে তার উপর তুবড়ি বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছিল। ব্যবস্থামত ড্রপ দুলছিল তাতে সাপের ও সাপুড়েদের গতি জীবন্ত দেখাচ্ছিল। আবার উইংসের অন্তরালে থেকে হাবু-মাস্টার তুবড়ি বাজিয়ে—সেটাকে সত্যের রূপ দিচ্ছিল। সকলে অবাক!

ঘণ্টা পড়ল—ড্রপও উঠল—দর্শকেরা ধীর স্থির নিস্তব্ধ। প্লে আরম্ভ হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য কিন্তু টুঁ শব্দ নেই।

কোলের ছেলে কাঁদলেই চট্টো ষ্টেজের সামনে এসে আংটী-পরা হাত জোড় ক'রে সবিনয়ে বলছে—"মায়েরা দয়া করুন।" সঙ্গে সঙ্গে হুইসিল। ড্রপ উঠলেই সব নিস্তব্ধ। কৃষ্ণ, বলরাম আর বিদ্যুৎ বেরুলেই সকলেই হংসগ্রীব। বিদ্যুতের রূপে, সাজে, মুক্তার মালায় আর মধুরকণ্ঠে সকলকে চিত্রার্পিত ক'রে রাখে। ঘন ঘন করতালি আর Beautiful ফোটে। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণেও সবাই আকৃষ্ট।

যোগীন কুব্জা, বেশ মানিয়েছে। গোপালদা কিন্তু মাঝে মাঝে চাপা গলায় বলছেন—'যা বলছি শুনে বলনা—পা কাঁপে কেন? সেটা সকলের কানে পৌছয়না। চট্টো বলছে—"কি হয়েছে—মাটি করবি নাকি—ষ্টেডি।"

কখন রাত ৪॥টে হয়ে গেছে, ভোরের বাতাস দিয়েছে কেউ লক্ষ্যও করেনি। প্লেও এই গর্ভাঙ্কেই শেষ হবে। বিদ্যুৎ প্রাণ ঢেলে দিয়েছে, নিজের চোখেও

জল—দর্শকদেরও কাঁদাচ্ছে। মধু ডাক্তার গাঁয়ের ভক্তকবি ও ভাবুক, তাঁর ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে। তিনি তখন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে পড়েছেন—রাধার ব্যথা ও গোপিকাদের কথা তাঁকে ব্যাকুল করেছে।

এই সময় বিদ্যুতের প্রাণস্পর্শী বিচ্ছেদবিধুর বাণী চরমে উঠে সকলের মরমে আঘাত করেই—সহসা নিস্তব্ধ। হঠাৎ তার অভাবনীয় পতন—

"কি হোলো—কি হোলো"—হরি চট্টো ছুটে গিয়ে দেখে, স্পন্দন নেই—মূর্চ্ছা—"ড্রপ ফেলনা, ড্রপ ফেলনা" বলতে বলতে মধু ডাক্তারের কাছে হাজির, "ডাক্তারবাবু উঠুন—শিগগির আসুন, বিদ্যুৎ মূর্চ্ছা গেছে।"

ডাক্তার তখন বৃন্দাবনে। বিরক্ত হয়ে বললেন—"যাবে না—একি মানুষে সইতে পারে। এখানে তো মূর্চ্ছা গেছে—সেখানে যে সব মরবে।"

চট্টো তাঁকে টেনে তুলে ফেলেছে,—কাতর কণ্ঠে বলছে—"ডাক্তারবাবু দয়া করুন।"

দর্শকদের দিকে ফিরে বললে—"অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছে,—আপনারা এখন বাড়ি যেতে পারেন। বিদ্যুতের পায়ে একটা পেরেক ফুটেছে, আমরা এখন বড় ব্যস্ত। সকলে ক্ষমা করবেন।"

সে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ষ্টেজে উঠলো। তিনি তখনও চোখ মুছচেন।

৪

মধু ডাক্তারের ছেলে রাজকুমার ক্যাম্বেল থেকে নূতন ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। আলমবাজারের অতুল ডাক্তার অভিনয় দেখতে আহ্বান পেয়ে এসেছিলেন। তিনিও ষ্টেজে হাজির হয়ে পড়েছেন। মধু ডাক্তারকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন—তিনি স্বনামখ্যাত বঙ্গবিশ্রুত দুর্গাচরণ ডাক্তারের অন্তরঙ্গ বন্ধুও। অতুল ডাক্তার নাড়ি টিপেই বললেন, "ডাক্তারবাবু আপনি দেখুন—Serious বলেই ঠেকছে। Extreme weakness—"

মধুবাবুর ভাব ভাঙলো—"অ্যাঁ বলো কি—দেখি।" দেখেই নির্ব্বাক—

বিবর্ণ,—"নাড়ী যে কনুয়ের ওপর! ছাখো ছাখো—ভাবে না 'অভাবে,'—পেট ছাখো!"

অতুল ডাক্তার পেট টিপে বললেন,—সত্যিইতো, ষ্টমাক যে একেবারে empty।

মধুবাবু এতক্ষণে চারিদিক চেয়ে—"শিগগির একটু গরম দুধ আর—আর মকরধ্বজ। পওয়া যাবে তো? —এক্ষুণি চাই—ইস্—প্রাণ দিলে নাকি?" সকলে চমকে গেল।

স্ত্রীকণ্ঠ কানে এলো—"আমি এখুনি আনছি।" বলেই একটী গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী দ্রুত চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু ব'লে উঠলেন—"নিশ্চয়ই "থাকো",—ঠিক পাওয়া যাবে। তোমরা ততক্ষণ মাথায় কপালে চোখে—গোলাপজল দাও,—ইস্ তাইতো···"

অতুলবাবু বললেন—একটা Prescription···মধুবাবু বললেন—"গিলবে কে?"

সবাই নিস্তব্ধ, কারো মুখে কথা নেই।

হৈ হৈ শব্দে কাঁদতে কাঁদতে রাসুখুড়ো উপস্থিত,—"আমাদের বংশের তিলক বাঁচান ডাক্তারবাবু"—

"চুপ করো—চুপ করো—গোল করোনা, ভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাঁরি দায়···"

গরম দুধ, মকধ্বজ, খল্, আঙ্গুর, বেদানা নিয়ে "নমু" হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির,—"এই নিন ডাক্তারবাবু, মা বিদ্যুৎদের বাড়ি গেলন"।

হরিচট্টো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। গোপালদা ততোধিক।

অতুল ডাক্তার দুধ খাওয়াবার চেষ্টা পাচ্ছেন, প্রায় সবি কস বেয়ে বাইরে, পড়ছে, রাজকুমার মকরধ্বজ মাড়ছে। মধু ডাক্তার বলছেন—"ওই ভাবেই দিয়ে যাও—ঐতেই কাজ হবে।"

বিদ্যুতের ছেলেকে নিয়ে 'থাকো' এসে হাজির, ছেলেটি তাঁর কোলে নেতিয়ে আছে। "আপনাদের বলা দরকার তাই এলুম—আজ ৬।৭ দিন

ওরা খাঁটি জল সাবু খেয়ে আছে, বাড়িতে রান্নার পাট নেই। কেন ট্যান জিজ্ঞাসা করবেন না। এখন বিদ্যুতকে নিয়ে থাকুন, এর পর বোধ হয় এই বাচ্চাকেও দেখতে হবে—শুধু মাই টেনে বেঁচে আছে। মেয়েরা মরে না—বউ ঠিক বাঁচবে। অতুলবাবুকে ছাড়বেন না ডাক্তারবাবু, আমি একে নিয়ে চললুম—"

অতুলডাক্তার বললেন,—"খবরদার খাঁটি দুধ ওকে দেবেন না।"

মধুডাক্তার বললেন—"ওকে কিছু বলতে হবে না অতুল।" থাকো আর দাঁড়াননি।

অতুলডাক্তার—"কে বলুন দিকি ?"

"থাকতে ওর পরিচয় নেই, গেলেই গাঁ মাতৃহীন।"

চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে নীরব বিষণ্ণ মুখে সবার সময় কাটতে লাগল। হরিচট্টো ডাক্তারদের চা ও জিদ ক'রে কিছু জল খাওয়ালে। বিরল হলেও গ্রামে তখন চা প্রবেশ করেছে।

রাম্বখুড়ো কথা কইতে না পাওয়ায়—"আমার সর্ব্বনাশ আর ওঁরাই যেন সব! 'কষ্টর দায়' ব'লে খালাস! জানে না আমরা শাক্ত, নাড়ীজ্ঞান কতো।" বলতে বলতে সরে পড়লেন।

বেলা আন্দাজ দশটা—বিদ্যুৎ চোখ চাইলে। ওষুধ আনাই ছিল, অতুলবাবু মধুডাক্তারের দিকে চাইলেন। তিনি বললেন—"ওটা" প্রতি খোরাকে চার ফোঁটার বেশী নেইতো ?"—"না—কিছু কমই আছে।"—"দাও। আর ভয় নেই।" সকলের বুক থেকে যেন পাথর সরে গেল—বদ্ধ নিশ্বাস ছাড়া পেলে।

বেলা একটার পর বিদ্যুৎকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে ব্যবস্থাদি দিয়ে ডাক্তাররা বিদায় নিলেন!

থাকোর ব্যবস্থায় সেখানে তখন সবই প্রস্তুত—বাড়িতে কিছুর অভাব নেই। ছেলে তার মায়ের কোলে খেলা করছে। থাকো মধুডাক্তারকে বললেন—"সন্ধ্যার পরে আপনাকে একবার দেখে যেতে হবে কিন্তু!"

"আর দরকার হবে না,—তবে তোমার ইচ্ছা যখন—আসবে বইকি মা।" বাড়ির গাড়ি প্রস্তুতই ছিল—ডাক্তাররা উঠলেন। থাকো অতুলডাক্তারের দিকে চেয়ে বললে—"কিছু বলতে পারছি না যে ডাক্তারবাবু—"

"আমি মাকে কোনোদিন দেখিনি—শোনাই ছিল, দেখে গেলুম—আজ আমার"...গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বাইরে তখন দলের সবাই উপস্থিত,—কথা বাঁধ মুক্ত হয়েছে—ভিড় ক'রে বেরুচ্ছে। গোপালদা বলছেন—"আমি তিনপুরুষে বনেদী দুঃখী দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বাগচাঁদের বাড়ি বিদ্যুতের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে—আমার অন্তর তার অন্তরটাকে তার মুখের উপর ফেলে শিউরে গিয়েছিল, আজ তার প্রমাণ পেলুম।—"সবাই বলচো—কী চাপা ছেলে বাবা" তা বোধ হয় নয়, মধ্যবিত্ত সদ্বংশের ভদ্রসন্তানদের ওটা প্রকৃতিগত,—সবাই চাপা,—হাসি ঢাকা হতভাগ্য তিলে তিলে মরে—দয়ার পাত্র—কৃপার পাত্র হ'তে পারে না। তাদের সাহায্য—কেবল তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা ছোটো হ'তে পারেন...আপনার হ'তে পারেন—কথায় যাঁদের বিজ্ঞতা নেই—উপদেশের কাঁটা নেই"—

একজন বললে—"তবে যে শুনলুম, (যার তার কাছেও নয়),—"বিদ্যুৎ বাপ্‌কা বেটা, তাকে আকরে টেনেছে। পরে দেখতে পাবে—কোম্পানীর কাগজে উনুন ধরায়"...

গোপালদা কেবল বললেন—"ভগবান করুন—তাই যেন সত্য হয়, আমার অনুমান যেন ভুল হয়। তোমরা সকলেই প্রায় সমবয়সী, কোম্পানীর কাগজ কি রংয়ের ধোঁয়া ছাড়ে তা হ'লে নিশ্চয়ই একদিন দেখতে পাবে। সকলের মঙ্গল হোক, বিদ্যুৎ ভাল হয়ে উঠুক। আমি বিচুলিটে কিনে রেখে আসি।" চলে গেলেন।

অনেকেই স্বস্তি বোধ করলে—"এত বেলায় আবার তাঁর আসা কেন!"

ভিতরে 'থাকো' তখন রমাকে খাইয়ে বলছে—"আমি এই বেলা বাড়িটে চট্ ক'রে হয়ে আসি। রাতে এই বাড়িতে তোদের পেসাদ পাবো—তোর কাছে তোর পাছতলায় আজ শোবো—

—"বিদ্যুৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডাকিস্ টাকিসনি"—

না-মঞ্জুর গল্প

রাণাঘাটের মহারাণা শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ-খুড়ো আজ পাঁচ বৎসর না-পাত্তা। Sunday-সভা "মরা গাঙের" মত জরাগ্রস্ত,—তার সে জুৎ নেই, ভূতের আড্ডায় দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যের প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বলেই সাহিত্যিকেরা জোটে, কিন্তু মোটেই পূর্ব্বের সে উৎসাহ দেখা দেয় না। কেবল উদীয়মান উৎসাহী লতানে লেখকেরা খাঁটি বাস্তব গদ্য-কবিতা অদম্য বেগে শুনিয়ে সাহিত্যের "ক্ষীণ বলবতী নাড়ীর" লক্ষণ দেখিয়ে যান।

ভক্তেরা বহু অনুসন্ধানের পর হতাশ হয়ে এখন কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে মন দিয়েছে। কুশপুত্তলিকা দাহান্তে ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ করবার প্রস্তাবও পড়েছে—তাই নাকি হবে খুড়োর যোগ্য জয়ন্তী।

সতীনাথ সর্ব্বাধিকারী তাঁর প্রিয় ভক্ত, তার কিন্তু মন সরছে না। সে একটা সংশোধন প্রস্তাব পেস্ করেছে, বিরাটের প্রসিদ্ধ প্রদেশ খোঁজা হলেও, তিনি আত্মগোপন করতে পারেন একমাত্র সাঁওতাল পরগণায়,—সেটাও আমাদের দেখা উচিত। তদ্ভিন্ন এখন মলমাস চলছে, এখন জয়ন্তীর মত ধর্ম্ম কর্ম্ম বোধহয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হবে। তায় আমাদের এ কাজটি একপ্রকার মারণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দাঁড়াচ্ছে,—আমরা আবার Non-Violent নীতিগ্রস্ত। আমাদের মধ্যে বড়দলের মাতব্বর বিশুদ্ধ সভ্যও আছেন। নীহারের ভগ্নীর দুটি পেয়ারের কোকিল ছিল। তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ বিধায়, সে বিদায় ক'রে দিয়েছে। বলে 'খুনীর' আভাস দেয়।

ভাবুক কবি-সাহিত্যিক সরোজ শুনে গম্ভীর ভাবে বললে—"কথাটি ভাববার, অর্থহীন নয়। ওদের মিষ্ট স্বরে আমরা মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু কাজে Sex-নির্ব্বিশেষে চিরদিনই বহু সামাজিক অনর্থ ঘটিয়ে আসছে।"

"ভাষাই তো ফাঁসায় রে, সেটা কি আজ বুঝ্‌লি না কি? নে—তামাক্ সাজ। এই যে,—সব মূর্ত্তিই বেঁচে আছিস দেখছি, কারো উপকার করতে পারিসনি—"

সকলে সচকিত হয়ে দেখে—খুড়ো হাজির। Three Cheers পড়ে গেল। সবার মাথা খুড়োর পায়ে পৌঁছে গেল। সতীনাথ শঙ্খধ্বনি করলে। আনন্দে ও বিস্ময়ে কারো মুখে কথা যোগায় না।

খুড়ো। কিরে, দলে 'দয়াল' দেখা দিয়েচে নাকি! কথা কইছিস না যে......

সতীনাথ। অভয় না দিলে···

খুড়ো। পাঁচ বছরেই পর হয়ে গিয়েছি নাকি···

সতীনাথ। একটা পউনে-অপরাধ হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যে এসে গেলেন।

খুড়ো। কি বল দিকি,—খোলসা হ'......

"জয়ন্তী-শ্রাদ্ধের" কথাটা শুনে খুড়ো খুসি হলেন। বললেন, "তোরা জ্ঞান-পক্ক হয়েছিস দেখেই সরে পড়েছিলুম—তোদের ভুল হতে পারে না,—ঠিকই হয়েছে—সেরে ফ্যাল, শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই। শুনিসনি......ভিলেজের রাজাবাহাদুরের ছেলেরা বাপের শ্রাদ্ধে লাখ টাকা খরচ করে। মেহগ্নির ব্রস, পোলাওয়ের পিণ্ড, গোলাপ জলের তর্পণ; ইহুদি বাইয়ের নাচ পর্য্যন্ত বাদ যায় নি। তাতেও ছেলেদের সুখ হয়নি, ঐ পউনে দোষ পৌঁচেছিল। বড়ছেলে বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছিলেন—সবই বৃথা হল ভাই—বাবা দেখতে পেলেন না! তোদের সে দুঃখের কারণ থাকবে না। সব জমিনে আসামী হাজির। যাক্ তোদের Sunday-সভার সাহিত্য-চর্চ্চা কেমন চলছে? দেখিস্—ওইটিই বাংলার ভরসা, ওকে বাঁচিয়ে রাখিস। 'ঠাকুর' কৃপা ক'রে তাকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছেন,—এই তার নজর লাগবার বয়স।"

নন্দ। তা মন্দ চলছে না, সকলেই বই লিখতে আরম্ভ করেছে—

খুড়ো। এই মাথা খেয়েছে! কাদের জন্যে! পাঠক আছে তো?

নন্দ। লেখকে ভাববে, আবার দুর্ভাবনাও বইবে নাকি? সে বুঝবে পাবলিসারে—

খুড়ো। তা বটে, তবে আর কি—খুব লেখ্। এটা সাহিত্যের 'সত্যযুগ'—Spade কে Spade বললে কারুর কথা কবার মুখ থাকে না। এই তো বাড়ের সুযোগ! সত্য কথার মার নেই,—খুব লেখ্। বাস্তবে Brain-এর বালাই কম। মানস-সুন্দরী নিয়ে আর ফানস্ বানাতে হবে না—বেঁচে গিয়েছিস্। তবে যে সত্যাগ্রহীর মোশাফিরখানায় শুনে এলুম—বাংলায় সত্যাগ্রহী বিরল; শুনে মনটা দমে গিয়েছিল। তাও কি হয়।—তোরা বেঁচে থাকতে সে দুর্নামের ভয় নেই দেখছি।"

সতীনাথ বাধা দিলে। আপনার কাছে পাঁচ বৎসরের পাওনা। আগে সে সব শুনতে হবে। এখন স্নানাহার সারুন।

খুড়ো। সে যোগাড়ও আছে নাকি? তবে আর সাহিত্যিক হবি কি ক'রে? ও থাকলে ধর্ম্ম আর সাহিত্য বাড়ে না। নন্দ যে বললে—সবাই বই লিখছে! দুর্দ্দিনেই ত' ওরা বাড়ে—আহারের যোগাড় রয়েছে যে!……

স্থির হ'ল—আজ বৈকালী বৈঠক বসবে। খুড়োর adventure-এর কথা শুনতে হবে। বিমল গল্প লেখক, সে বললে—"কিন্তু একটা গল্পও চাই।"

খুড়ো। ফ্যাসাদ্ ডাকিস্‌নে বাবা। গল্প, মিথ্যা না হ'লে জমে না—তোরা সত্যাগ্রহী, আর পাপ বাড়িয়ে কাজ কি?

সতীনাথ বিমলকে আশ্বাস দিলে—ভাবচো কেন, খুড়োর এড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে বহুত মাল এসে যাবে। Plot এর পন্থায় আছ বুঝি?

খুড়ো। ওঃ সে-তো সকলেরই চাই,—বাপ্-পিতামো যা রেখে গিয়েছিলেন তার তো আর পাত্তা নেই।

বিমল। সে Plot নয়—গল্পের……

খুড়ো। তবু ভালো, দরকারি বটে। যতক্ষণ আছে—পেটে কিছু দিবি চল্। [সকলে উঠলেন]

খুড়ো। বলচি, তামাক সাজ...

সরোজ। এই যে ready—নিন—

খুড়ো। শেষের দিকটাই আগে বলি। বিমল শুনে রাখ, আজকাল নব-নিয়ম তাই।—শেষে টেনেছে,—যাক্। শ্রাদ্ধ-জয়ন্তীর শাস্ত্রীয় প্রথাও পাবি,—শোন্,—

—কাশী নয়, বৃন্দাবন নয়, ওয়ার্দ্ধা থেকে ফর্দ্দায় এসে ট্রেনে উঠলুম। পোশাকে কি মূর্ত্তিতে জাতের মার্কা ছিল না; রাণাঘাট নামটাও নিরাপদ—দেশ নির্দ্দেশ করে না—যেমন ডিম বললে পাখির বালাই নেই; যাত্রাটা নির্ব্বিঘ্নেই সুরু হয়। মাথায় কিন্তু চিন্তার বিরাম নেই, ওটা নাকি বুদ্ধি থাকলেই সঙ্গ নেয়,—বাড়ে। ফলে, আমার রেহাই ছিল না। তাই নানা চিন্তা নিয়ে খানা জংসন পৌঁছে বাঙালীর মুখ দেখে দুটো কথা কইতে গিয়ে ফংসনের ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম। তাঁরা মেদিনীপুরে যাবেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাদি নানা অনুষ্ঠান আছে। বাংলা দেশ function-এর দংশনে বিব্রত,—তাই নিজের বাপমার শ্রাদ্ধ তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। যাক্—সংবাদটা শুনে চমকে গেলুম, কর্ত্তব্যবোধ দ্রুত এগিয়ে এলো।—তিনি যে আমার সাক্ষাৎ গুরুস্থানীয়, সর্ব্বাগ্রেই যে আমার যাওয়া উচিত! "সত্য-নারায়ণের কথা আছে" শুনলেই যেতে হয়—নিমন্ত্রণ নিরপেক্ষ। বাল্যে বর্ণ-পরিচয় তাঁর দয়াতেই হয়েছিল,—তবে বড় ভুগিয়েছেন। বর্ণ ছত্রিশ নয়, সে জাত আর রাগিণী। জ্ঞান হয়ে এখন প্রমাণ-শুদ্ধ নিত্য সত্যের সাক্ষাৎ ঘটেছে। বুঝেছি—বর্ণ দু'টি মাত্র সাদা আর কালো। যাক—উৎসাহী যাত্রীদের সঙ্গ নিলুম।

তাঁরা একটু আশ্চর্য্য হলেন, বললেন—"আপনি যাবেন নাকি?" বললুম—"কেন, মানা আছে নাকি?—তিনি সাঁওতালদেরও আপনার ছিলেন।"

পরে বিপুল আগ্রহে কথা আরম্ভ হ'ল। একজন তাঁর চশমা-পরা বন্ধুকে

বললেন—"তোমার বক্তৃতার খোরাক।" তৎপূর্ব্বেই বন্ধুটির পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল দেখা দিয়েছিল। ভাবলুম বাংলাদেশে পৌঁছে গেছি বটে!

মেদিনীপুর পৌঁছে যাওয়া গেল। সঙ্গীদের একটু কেমন বিচলিত ভাব দেখলুম।—এখানে তাঁদের নাকি বিশেষ আত্মীয় আছেন, তাঁরা expect করবেন। সেখানে না গেলে ভালো দেখায় না। শুনিয়েও দিলেন—"অনুষ্ঠানক্ষেত্রে আগন্তুকদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে তদ্ভিন্ন মিলন ও আলাপের আনন্দও সেইখানেই সমাধিক। কি করা যায়—আপনাকেও ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না"—ইত্যাদি।

বললুম—"সে কি কথা, যা ভালো দেখায় সেইটাই তো করা উচিত। জগৎটা তথা সংসারটা দুটি কথার ভারকেন্দ্র—সামলে চলবার চিন্তা ও চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত। বুদ্ধিজীবীরা বেড়ার ওপর ব'সে সেই কসরৎই ক'রে আসছেন—অর্থাৎ 'লোকে কি বলবে' আর 'কি-সে ভালো দেখাবে' এইটাই বুদ্ধিমানের বড় চিন্তা। ঐ দুইটি কথাই তাদের মধ্যে অনুচ্চারিত শাসনের কাজ করে। বললুম—"যা ভালো দেখাবে, তা করবেন বই কি। আমরা জন্মপদাতিক, আমি একটু ঘুরে-ফিরে বাংলার পীঠস্থানটায় প্রণাম ক'রে যাব।"

তাঁরা বাঁচলেন, আমিও বাঁচলুম। তাঁদের সুটকেস্ দেখেই বুঝেছিলুম শ্বশুরালয়েই চলেছেন। Shaving-অ্যাটাচি বার ক'রে—'যাতে ভালো দেখায়' তা করতে বসলেন, আমি পথে পা বাড়ালুম। রাজপ্রাসাদে প্রণাম সেরে, বাংলার সনাতন সংস্কার-বিরল পুষ্করিণী, বাড়িঘর, বাঁশবন উত্তীর্ণ হয়ে শ্রদ্ধেয় শাশমল-সৌধে নমস্কার সারলুম।

লম্বা পাড়ি, দ্রুত চলতে হয়েছে। সনাতন বা পুরাতন প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন চিহ্ন মধ্যে মধ্যে রয়েছে, জীবন্ত স্ত্রীপুরুষের মুখে কিন্তু প্রফুল্লতা নাই, দৃঢ় সহিষ্ণুতায় যেন জীবন বহন চলেছে। তাকে কর্ত্তব্যের বন্ধনী বেষ্টনে রেখে, কাজকর্ম্ম করছে।

নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক ক'রে দেওয়ায় কখন একটা লোক-বিরল কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। সহসা স্ত্রীকণ্ঠের বেদনা-করুণ মৃদু স্বর কানে আসায় চমকে দিলে। সেটা যেন সর্ব্বদেহে কি একটা অস্ফুট আবেদনের মত ওলট্-পালট খেতে লাগলো। গতিবেগে বাধা দিলে। দেবতার কাছে সে কি প্রাণ উজাড় করা বিনয়-ব্যাকুল বেদনা প্রকাশ! লোকে বলে—কথাটা বললেই কাজ হয়। তাতো নয়, তাতে কেবল অর্থ বোধে সাহায্য করে—কাজ করে 'স্বর'। মানুষের মর্ম্মে বোধ হয় তার কেউ পরমাত্মীয় আছে—যাকে সে ব্যাকুল করে।

থাকতে পারলুম না, বিচলিত হয়ে ব'লে ফেললুম—"কি গা বাছা, কি হয়েছে তোমার?" মূঢ়ের অযাচিত প্রশ্ন! না চেয়েই সে সেই সুরেই বললে—"ওগো আমার ব্যথা কেউ বুঝবে না গো—ঠাকুরও বুঝচেন না যে······"

"কি বলো দিকি?"

মাথা তুলে চাইলে। পাগলের মত দৃষ্টি।—আবার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—"একি ক্ষান্ত নাকি! তুই এখানে?"

"আমি বুঝতে পারছি না যে! সত্যি কি মেজদাদাবাবু এসেছ?" এই ব'লে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে "আমার বিপদ, আমাকে বাঁচাও—আমি যে আর পারছি না গো"······

"ছাড়—কি হয়েছে বল দিকি?"

তার স্বামী মাধব আমাদের বাড়ি মালির কাজ কোরত, ক্ষান্ত—ঝির মতো ছিল। তোমরা তাদের দেখেছ। সাত বছর পূর্ব্বের কথা—"মার বড় অসুখ" ব'লে ক্ষান্তকে রেখে মাধব মাকে দেখতে দেশে যায়। বছর ফিরে গেল, চিঠি পত্রও দিলে না—ফিরলও না। ক্ষান্ত শেষ শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদের সঙ্গী পেয়ে চলে যায়।

শুনলুম—ফিরে এসে ক্ষান্ত দেখে মেদিনীপুর সহরে মাধব আবার বিয়ে করেছে।—নীচ জাতের মেয়ে, কিন্তু তিনবছর মেয়েইস্কুলে ইংরিজি পড়েছে—ছোট ছোট মেয়েদের পড়ায়—আট টাকা মাইনে পায়, তাতে তার

নিজের কাপড়-জামা জুতোর খরচই পোষায় না। মাধব তাকে চা ক'রে দেয়, রেঁধে খাওয়ায়। মুখনাড়া আর গালাগালি খেয়েই তার নিজের পেট ভরে। পরিচয় দেয় মাধব তার 'চাকর—' স্বামী নয়।

বললুম—"তাতে তোর কি ?"

ক্ষান্ত বললে—"সে যে আমার বিয়ে করা, ধর্ম্মসাক্ষী করা স্বামী গো,—আমি যে তাকে ভালোবাসি গো।" আবার সেই কান্না।

বললুম—"সে তো তোকে ভালোবাসেনা—"

—"তা নাই বা বাসলে—আমি তো বাসি। তার খাবার কষ্ট, তার অযত্ন আমি কি দেখতে পারি। তাকে যদি দেখো দাদাবাবু—চিনতে পারবে না, না খেয়ে খেয়ে—" আবার কাঁদে।

"তা তোর এসব দেখবার দরকার কি, তার কাজের ফল সে ভোগ করবে; করছেও—"

"আমি যে তার বিয়ে করা,—সুখ দুঃখে আমরা যে এক…"

"তা তো আর নেই…"

"আছে দাদাবাবু আছে, ধর্ম্মের কাছে আছে, মনের মাঝে আছে। পুরুষের অমন ভুল হয়…"

নিজের কাছে হারছিলুম, তবু বললুম তাকে ছেড়ে দিকনা…"

"সে নাকি হবার উপায় নেই। ব'লে রেখেছে, সরকার তার সহায় আছে, …জেলে দেবে"…আবার কান্না !

বললুম…"ওসব বাজে কথা…আপনিই উপায় হয়ে যাবে…কাঁদিসনি, এ বেশীদিন চলবে নারে…আমার সময় কম—কাজে এসেছি, দু'এক জায়গায় ঘুরে ফিরবো দিনকতক দেরি হবে।"

আবার পা জড়ায়…"আমার একটা উপায় ক'রে যাও দাদাবাবু, আর আমি তার কষ্ট দেখতে পারছি না…সে বাঁচবে না…"

তাকে একটু আশ্বাস না দিয়ে নড়তেও পারি না। বললুম—"কোনো কিছুই একেবারে মন্দ নয় ক্ষান্ত। মাধবের আক্কেল হবার জন্যেই ভগবান

ওটা ঘটিয়েছেন। তুই দেখিস—সে মেমসাহেব, ওর কাছে বেশীদিন থাকতে পারে না।"

ক্ষান্তর মুখে একটু হাসি ফুটলো, বললো, "তাই বলো দাদাবাবু···ওর প্রাণটা বাঁচুক।"

"আর তোর ?"

"আমার কপালে যা আছে হবে,···সে তো ভালো থাকবে···তা হলেই হোলো।"

"ঠিক বলছিস ?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলছি দাদাবাবু। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেবতা। একটি কথা কেবল জান না। মেয়েমানুষের স্বামী না থাকলে তার কেউ থাকে না; পিৃথিমী থাকে না। 'আছে' এইটিইই তার বড় কথা বড় ঐশ্বয্যি। ভগবানকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি আছেন। তাঁর নাম ক'রে লোক বাঁচে—আশায়ও থাকে। আমি ঠিক ক'রে বলতে পারছি না দাদাবাবু—"

আমার দেরী হয়ে যাচ্ছিল, কথা বাড়ালুম না; কেবল বললুম—তবে আর কি, তোর সব ঠিক হয়ে যাবে। যা বলবার ভগবানকে বলিস। এখন চললুম—ফেরবার পথে দেখে যাব।"

তাকে কোনো প্রকারে আশ্বাস দিয়ে, বেরিয়ে পড়লুম। একদম—জয়ন্তী-ক্ষেত্রে! সে কি বিরাট ব্যবস্থা। যেখানে আহার করতেই হোলো,—দরকারও হয়েছিল।

ধূপ্, ধুনো, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, বন্দেমাতরম, ছোট-বড় মেয়েদের নাচগান, পুরুষদের স্তবপাঠ, প্রবন্ধ-পাঠ, কবিতাবৃত্তি, বিরক্তি ধরিয়ে দিলে। তারপর প্রধানদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা। মধ্যে মধ্যে মেয়েদের গান। প্রোগ্রাম ফুরোয় না। আপনা আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—শরৎবাবু ঠিক্ বলতেন—'থামতে শেখাটা বড় দরকার।' কয়েকজন আমার দিকে কঠিন কটাক্ষ করলেন। সাঁওতাল ভাবায় বোধ হয় সে তাল সামলালো। শেষ হ'তে

অনেক রাত হয়ে গেল। বড় ক্লান্ত ছিলুম, না খেয়েই শুয়ে পড়লুম। আঁধার কাল আছে। থাক্—আর নয়—

ভোরে উঠেই গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লুম। ঝাড়-গ্রামে 'বোধনার' ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি দেখবার আগ্রহ ছিল। দেখে খুব আনন্দও পেলুম, উপভোগ্য বলা চলে। মনে হোলো—বাংলার গ্রামে গ্রামে হলেই ভালো হয়। তারপর—তমলুক, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান ঘুরে ফিরতে প্রায় তিনমাস কেটে গেল।

ক্ষান্তকে কথা দিয়ে এসেছি ফেরবার পথে দেখে যাব। তার বেদনা, তার কথা, মধ্যে মধ্যে মনেও হয়েছে। সেই পথই ধরলুম। কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি তো, সেই বটগাছ তলার কাছেই হবে।

সেই ইংরিজি-পড়া মাষ্টার মেয়ের উল্লেখই কাজ দিলে।

তিনখানি মেটে চালা। বাইরেও চাল-ঢাকা বসবার ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—সগু নিকোনো। আগাছা কোথাও মাথা তোলবার সুযোগ পায় না। হ্যাঁ, শিক্ষায় রুচি একটু মার্জ্জিত হয়ই। কিন্তু তুলসী-মঞ্চ ও তার সমাদর দেখে আশ্চর্য্য হলুম। সংস্কার একেবারে যায়নি তা হ'লে…

পটল ভাজার গন্ধ আসছিল। কি ব'লে কাকে ডাকি? মাধব নিশ্চয়ই রান্না ঘরে। স্ত্রীলোককে সম্মান দেওয়াই ভালো, অভ্যাস-দোষে বেরিয়ে গেল—"মেম-সাহেব ঘরে আছেন কি?"

দেখি, মাথার কাপড় টানতে টানতে খুন্তি হাতে ক্ষান্ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে দেখেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, মুখে একগাল হাসি। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে, নিম্ন কণ্ঠে বললে—"ও কথা আর বলবেন না দাদাবাবু, 'ও' লজ্জায় মরে আছে, বড় বাজবে—দেখা করতে পারবে না। আমার কান যে দেবতার গলা শোনবার জন্যে দিনরাত বাইরেই পড়ে থাকে। তুমিই তো দেবতা,—তোমার সব কথা মিলে গেছে দাদাবাবু, বলছি, ভিতরে আসুন।"

হাত ধুয়ে দাওয়ায় তাড়াতাড়ি একখানি নতুন মাদুর বিছিয়ে দিলে, বললে—"নতুন—কাকেও বসতে দিইনি।" মাধব ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল

তাকে ইসারায় কি বললে সে চোরের মত এসে প্রণাম সেরে বেরিয়ে গেল। ক্ষান্ত কেবল বললে—"শিগ্গীর।"

"ব্যাপার কি বল দিকি?"

"তুমি দেবতা যা বলেছিলে তাই। রোগার পত্তিটে নামিয়ে আসি।"

নামিয়ে এলো। যা বললে, সংক্ষেপে তা এই :—"তুমি চলে যাবার পাঁচদিন পরে ওর গায়ে মায়ের অনুগ্রহ হ'ল। দেখেই সে ইংরিজি-পড়া মেয়ে, নিজের যা কিছু ছিল নিয়ে এ বাড়ি ছাড়লে, আর এ মুখো হ'ল না। বলে—ও রোগ 'রূপ নষ্ট ক'রে দেয়।' আমি রুগীর সেবা করি, আর মা শীতল-তলায় হত্যে দি, কাঁদি। ভেতর-বার ভরে গিয়েছিল। জল গিলতে পারে না। মাকে বললুম—'ওর রোগ আমায় দাও, ও সেরে উঠুক। আমার যে আর হাত পা আসছে না মা। সাধ্যে যা দিয়েছিলে তা শেষ হয়েছে, আমি আর পারছি না, তোমার জিনিস তুমি নাও, যা ইচ্ছা করো। আমার কাঁদবার শক্তিও নেই, দাঁড়াবার বলও গেছে। ওকে তোমার পাদপদ্মে দিলুম।' মেজেয় পড়ে যাই আর আমার জ্ঞান ছিল না।

ভোর হয় হয় হবে, 'খ্যান্তো—খ্যান্তো—কানে গেল, ধড়-মড় ক'রে উঠে পড়লুম। কোথা থেকে, কি ক'রে বল পেলুম—জানি না। স্বপ্ন নয় তো! 'খ্যান্তো আমাকে একটু জল দে—ভাবিস্নি।' পাগলের মত ছুটে জল গড়িয়ে ঝিনুকে ক'রে খাওয়ালুম। 'মাগো' বলে কেঁদে উঠলুম। বললে—'কাঁদিস্নি, অপরাধ হবে, চুপ্ কর।'

সতেরো দিন ভোগের সে চেহারা দেখে তুমি ভয় পেতে; একলা কি ক'রে যে ছিলুম জানি না। মাকে সঙ্গী ক'রে কাটিয়েছি।" কাঁদতে লাগলো।—"ভাবতুম তিনি তো রয়েছেন। তার পর সাত দিনে সব পরিষ্কার। কেবল দুর্ব্বল, দাঁড়াতে পারে না এখন সব পারে। বলে—'কি কোরে চলছে, কাজের খোঁজ করি, বললুম 'তোমার টাকাতেই চলছে, তুমি পইচে দিয়েছিলে—ব্যস্ত হয়ো না, এখনো চার পাঁচ টাকা আছে।'

মাষ্টার-বউয়ের খোঁজ করলুম। শুনলুম সে আর একজনের সঙ্গে পালিয়েছে,

ঝাড়গাঁয়ে কাজ পেয়েছে। বাইরে বাইরে ও সব শুনে থাকবে, মুখে আনে না—আমিও বলি না। পাছে লজ্জা পায়।"

দেখি মাধব নতুন হুকোয় জল ফিরিয়ে নতুন কলকেয় তামাক সেজে এনে দিলে। টেনে বাঁচলুম। দূরে দূরে সরে থাকে, ডেকে দু'একটা কথা কইলুম। রসগোল্লাও খেলুম।

তারপর—দুধ, চিঁড়ে, চিনি আর রম্ভার লম্বা ফলার করিয়ে ক্ষান্ত মা-শীতলার চরণামৃত আনতে গেল,—তখনো মুখে জল দেয়নি। আমি আড় হয়ে গুড়ুক চালালুম।

বেলা তিনটার পর আমার রওনা হবার সময়। ওদের আহারাদি শেষ হবার পর, ক্ষান্তর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে বললুম—"রাণাঘাট যাবি বলেছিলি, প্রস্তুত হ"—

"ওমা আজই নাকি!"

"তুই যে বলেছিলি!"

"তখন,······তা তুমি আমার দেবতা, তুমিই তো সব দিলে তুমি বললে······"

"মন হচ্ছেন ভগবান, তোর মন কি বলে?"

ঢোক গিলে বললে—"এখন থাক দাদাবাবু।" মুখে আঁচল দিয়ে হাসে। "তবে একটি কথা—এত দয়া করলে, একটি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও—আমি যেন ওর আগে যেতে পারি।"

"চাওয়াটা আন্তরিক হ'লে, আর তাতে কারো অনিষ্ট না হ'লে তিনি তা না দিয়ে থাকতে পারেন না। আবার তাও দেখেন—সে চাওয়ার মধ্যে তার নিজের অনিষ্ট নেই তো—মানুষ তো অজ্ঞান।"

"অত কথা কি আমি বুঝতে পারি। আজি চাই, তাতো বলছি না, ওর আগে যেন যেতে পারি এইটুকু।"

ব্রত সামান্য যখন—তা তিনি শুনবেন, আন্তরিক হলেই শুনবেন।"

"বাস—তুমি বলেছ, আন্তরিক তো আমার হাতে।"

বাঁচলুম। মাধবকে বললুম—"এই তোর লক্ষ্মী রইলো।"

ক্ষান্ত সরে গেল।

"এই তোর লক্ষ্মী রইলো খবরদার…মনোকষ্ট দিলেই খোয়াবি; ভাত-কাপড়ের কষ্টের কথাই বলছি না। মনে রাখবি।"

মাধব "আমাকে ক্ষমা ক'রে যান" ব'লে ভূমিষ্ঠ হ'ল।

"সত্যি কথা বললেই ভগবান ক্ষমা করেন। ক্ষান্ত, আমি এখন চললুম।" ছুটে এসে সে প্রণাম ক'রে—"আমার জন্যেই এসেছিলেন" ব'লে কাঁদতে লাগলো। "ও যেন ভালো থাকে—"

তার হাতে কিছু দিয়ে "পৈঁচে ছাড়িয়ে আনিস্" বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে পড়লুম।

তার দু'টি কথা কেবল মনে হ'তে লাগলো "এখন থাক্ দাদাবাবু" ব'লে সলজ্জ হাসি আর শেষ কথা—"ও যেন ভালো থাকে।" মহামায়ার জাত ওদের চিনতে পারলুম না—নমস্কার করি!

থাক—আজ রাত হয়েছে। সতীনাথ মনে রাখিস—শ্রাদ্ধে নাচ কিন্তু চাই। আগেও ছিল—'সহচরীর' কীর্ত্তন। ওরা একটা বড় আইটেম্ বাদ দিয়ে ভুল করেছে, এত সত্বর চিলে দিলে কেন? সাঁতারটা দেখা হ'ল না। বড় দরকারি জানিস্ তো—উপায় না পেয়ে বিদ্যেসাগর সারা রাত সাঁতরে দামোদর পার হয়েছিলেন—(মায়ের কাছে) 'যাব' বলেছিলেন ব'লে। তোরা যেন আমাকে ডোবাসনি বৈতরণী-পারের উপায় করে দিস্।

সহাস্যে বৈঠক ভঙ্গ হ'ল।

যেতে যেতে সরোজ বিমলকে বল্লে—"শুনলি তো—ভালোবাসা, প্রেম প্রচুর রয়েছে……" বিমল বললে—"ধেৎ—Situation বড় weak, Strategic নয়। বাস্, মোটর, সিনেমা কি পার্কের Scope না থাকলে আলোক-পাতের সুবিধে হয় না। না বারাণ্ডা, না পোর্টিকো, না পেলেটি না প্লেট—চিঁড়ের ফলার!

শেষ